অদৃষ্ট-বিজয়

(মহাকাব্য।)

মুকুট-উদ্ধার, যোগিনী, জীবন-সঙ্গীত প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

কবিবর শ্রীযুক্ত হরিমোহন কবিভূষণ

বিরচিত।

THE

TRIUMPH OVER FATE,

An Epic Poem,

BY

HARIMOHAN MUKHARJI, KABIBHUSHAN,

Author of Mukut-Uddhar, Yogini, Jiban-Sangit, &c.

EDITED BY

U. N. BASU, M. A., B. L.,

Munsiff, Maimansinh.

CALCUTTA:
G. C. BOSE & CO., PRINTERS, BOSE PRESS,
309, BOW-BAZAR STREET.
1881.

W. W. HUNTER Esq., B.A., C.S., L.L.D., C.I.E,

Director-General of Statistics to Govt. of India, One of the Council of the Royal Asiatic Society, Honorary or Foreign Member of the Royal Institute of Netherlands India at the Hague, One of the Institute Vasco Da Gama of Portuguese India, of the Dutch Society in Java and of the Ethnological Society, London; Honorary Fellow of the Calcutta University, Ordinary Fellow of the Royal Geographical Society, &c., &c.

Sir,

You have always been very kind to us, and our family is deeply indebted to you : but you are not the friend of one solitary family only—you are one of the most sincere friends of India—a friend who is jealous of her liberty and regardful of the welfare of her children. It was you who pointed out to the British public at home what England had done for India and what she still ought to do.

For all this kindness, I beg most respectfully to dedicate to you this humble production of mine as a token of gratitude, respect and admiration.

I beg to remain,

Sir,

Your most humble and obedient Servant

Gorakhpur,
1st *Nov.* 1881.

Harimohan Mukharji.

ভূমিকা।



এই কাব্যের গুণাগুণ বিচার করা আমার অভিপ্রায় নয়, সে কাজ কাব্যরসজ্ঞ বিজ্ঞপাঠকগণের; তবে বিজ্ঞাপন স্থলে হরিমোহন বাবুর কথা গুলিই অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ এতদ্দ্বারা বিবেচনা করিবেন কষ্টে না পড়িলে কেহ কবি হয় না। প্রকৃত কবিগণ প্রায়ই নানা প্রকার কষ্ট পাইয়া থাকেন।

"আমি জন্মিয়া অবধি অসহ্য যন্ত্রণা পাইতেছি; অথবা যখন চারি পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃ মাতৃহীন হইয়াছি, তখন সুখের আশাই দুরাশামাত্র, কিন্তু যদ্যপি কালভুজঙ্গ হৃদয়ে জড়াইয়া তীব্র বিষদন্ত দ্বারা নিরন্তর এরূপে না দংশিত তাহা হইলে দুষ্ট দুরদৃষ্টকে জিনিবার জন্য আজ এ চেষ্টা, এ সহিষ্ণুতা অথবা এ কল্পনাই বা কোথায় পাইতাম? বঙ্গে সংপ্রতি কবিকাব্যের প্রবল প্রবাহ—কিন্তু মহাপ্রলয়ে একমাত্র আরারাট পর্ব্বতই নিমগ্ন হয় নাই। কি ছোট—কি বড়—বঙ্গের সকলকেই বলি তোমরা এক এক বার এই গরিবের কাব্যখানি পড়—চক্ষু অবশ্যই ফুটিবে। কিরূপে শব সাধান করিলে—ষড়চক্রভেদ করিলে—সাধনা সিদ্ধ

হইতে পারে, মনুষ্য অদৃষ্টজয়ী হইতে পারে, অসার চাটুবৃত্তি ও ধনলালসা ত্যজিয়া এক্ষণে সকলে তাহাই শিখ। এ সংসারের দুঃখে দেহ গঠিত, অসার লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় আর টলিব না!

উপসংহারে এই কাব্য দর্পণে একদিবসে জীবাত্মার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া "তিনদিবসে" না হউক তিন শত বর্ষেও যদি এই পতিত মানবজাতি "আত্মজ্ঞান" লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেই আমি এ জন্মের এই পাপ ছোট জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।"

প্রকাশক।

অদৃষ্ট-বিজয়।

[মহাকাব্য]

প্রথম সর্গ।

সাধিয়া সাধনা কোন্‌—মধুর গম্ভীর,—
মধুর গম্ভীর ভীম গিরিশৃঙ্গ হ'তে,—
যে ধ্বনি শ্রবণে পশি তান মান লয়ে
নাচায় হৃদয়ে, প্রাণে ; উঠে উছলিয়া
শিরানুশিরাতে দ্রুত শোণিত-প্রবাহ ;
নিশ্চল শারীর-যন্ত্র হয় সঞ্চালিত,
সভয়ে অথচ আত্মা কাঁপে শিহরিয়া ;—
বিপুল সলিল-স্রোত উদ্‌গীরিত হয়ে,
ব্রহ্মা-কমণ্ডলু হ'তে নিস্তারিণী যথা,
যে স্বরে আছাড়ি পড়ে পাষাণে পাষাণে,—
বাজায়ে ত্রিদিব-বীণা, সরোজ-বাসিনী,
গাও, মা বাগ্‌দেবি ! জয় প্রাক্তনে করিয়া
উঠিল কেমনে পুনঃ পতিত মানব।

কেবা সে ধীমান্, দেবি! যোগাসনে বসি
বিসর্জ্জি সংসার-সুখে, ছিঁড়ি মায়াজাল,
কঠোরে কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করি
লভি যোগবল, আহা, একতা-শৃঙ্খলে
বাঁধিলা মানবজাতি; সে সঙ্গে কেমনে
ত্যজিয়া পাতালপুরী ঘোর কুম্ভীপাক,
উঠিলা দনুজরাজ! মানব-গৌরব
অক্ষয় সুকীর্ত্তি-স্তম্ভে শোভিল কিরূপ
রবিরে বিরূপ করি; মণি-মেখলায়
মণ্ডিত মানব কটি; মানব প্রভাব—
মানব মহিমা ভবে হইল প্রকাশ;
কেমনে জানিল লোক অজর অমর
নরলোক? গাও, মাতঃ! সুস্বর মধুরে
মিলায়ে গম্ভীর তান বিস্তারি মহিমা
বিশ্বতত্ত্ব-কথা! বৈজয়ন্তে হৈমগিরি
ঢালে সুধা-স্রোত যথা, ঝরুক অমৃত।
কেমনে অদৃষ্টজয়ী হইল মানব,
জানুক অজ্ঞান লোক; করুক সকলে
সে বিধি বিধান ভবসিন্ধু তরিবারে।
গাইব অদ্ভুত গীত, করি উদ্ঘাটন
ভবিতব্য দ্বার লোকে দেখাব এবার
মানব অদৃষ্ট-পট নিজ নিজ করে;
নূতন সঙ্গীত, সুর, নূতন রাগিণী,

শিথাব মানবে পণ প্রতিজ্ঞা ভীষণ।
কি খেদে সতত কাঁদে জ্বলি হুতাশনে
শ্বেতপদ্ম-নিবাসিনি! জীবন আমার
কব তা কেমনে? ভাগ্যহীন আমি অতি;
দিগ্‌ভ্রান্ত পান্থের মত এ ভবকান্তারে
শূন্যমনে শূন্যপ্রাণে, নিরাশা-সাগরে,
ঘূরিতেছি, ভাসিতেছি; সম্পদ সহায়
হীনবন্ধু—লালায়িত উদরান্ন তরে!
বাদী দুর্য্যোধন, মাতঃ; নির্ব্বাসিলা বনে!
দিক্ সুরেশ্বরি! এই নশ্বর শরীরে
যতেক যাতনা দিবে বৈরী মহাশয়;
পাষাণ হৃদয় মন জীবন জনম
পাষাণ প্রতিজ্ঞা পণ; অটল অচল
উন্নত হিমাদ্রি সম অভ্রভেদী প্রাণ
টলিবে না; ঝড় বৃষ্টি নাহি অন্ধকার
সতত সেথানে দীপ্ত ভানু দ্যুতিমান!
যে শোণিত সুভাষিণি! জীবন-জীবন,
জড়িত এ দেহ যাহে, সে শোণিত যদি
আপনি গরল হয়ে আপনা বিনাশে,
কে রক্ষে তাহারে? না বিলাপি, বিশ্বরমে!—
ভুঞ্জুক আনন্দে সবে বিষয় বিভব;
নশ্বর ঐশ্বর্য্যে নাই বাসনা কিঞ্চিত!
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত নিধি, ক’র না বঞ্চিত

এ চির সঞ্চিত আশা—রাঙা পদ তব—
কৃপা করি, কৃপাময়ি! সে রাঙা চরণে
কৃপা বিতরিয়া দাসে দিও স্থান দান।
পাশরি সংসার দুঃখ, হয় মা শীতল
আশীবিষ-বিষদাহ, নির্ম্মল অম্বরে
উঠে শত ইন্দ্রধনু ভুবন ভুলায়ে,
বিমল স্বর্গীয় সুখ করি উপভোগ,
যখন জননি! তব কাব্য কুঞ্জবনে
দিনান্তে কল্পনা দূতী প্রিয়সখী সনে
অবচয়ি মধুময় পুষ্প অভিনব
পূজি তব পা দুখানি! শেষ ক্রমে দিন
মম, দীন আমি, দীন-দয়াময়ি মাতঃ,
(দুঃখের নিশ্চিত ফল অকাল সংহার)
জীবনের ব্রত তব পদ-আরাধনা,
কবিতা জড়িত আত্মা, হও মা বারেক
অধিষ্ঠান হৃদিপদ্মে, হউক সফল
জীবন জনম; বসি কোন্ শ্মশানেতে
নির্দ্দয় নিয়তি পান করিছে কৌতুকে
কপালে রুধির ধারা গরল মিলায়ে
মনশ্চক্ষে একবার দেখিতে কামনা;—
দেহ তাহে দেবশক্তি, অদৃষ্ট অদৃষ্ট
নাশি দুষ্ট দুরদৃষ্টে এ কষ্ট সংহারি
প্রতিজ্ঞার পদতল দেখাই প্রাক্তন।

জানি মা দরিদ্র নহে সম্মানের ভাগী
হয় যদি গুণী সেত ; এ কাল কলিতে
সকলি সম্পদ পদ ! গুণগ্রাহী লোক
কিংবা কোথা পাব ; মূঢ় আমি অকিঞ্চন,
উকীল, হাকিম নই রাজ-সভাসদ !
কিন্তু মা যে মহাসিন্ধু সিঞ্চিয়া যতনে
গাঁথিব রতন মালা, অপূর্ব্ব অদ্ভুত,
অক্ষয় উজ্জ্বল যথা ধর্ম্মের প্রতিমা,
শোভিবে গম্ভীর ভাবে রবে যত কাল
ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল ; হবে এক দিন যবে
জন্মিবে মানবজাতি বুঝিবে প্রভাব ;
হাসি এবে উপহাসে অসার প্রলাপে।
 নৈমিষ অরণ্যে পর্ণ-কুটীর সম্মুখে
আসীন সুমুখী সতী বিষাদে ব্যাকুলা
লয়ে ফল স্নিগ্ধ জল ; পুষ্প আহরণে
গিয়াছেন সত্যব্রত, দ্বাদশ-বর্ষীয়
পুত্র তাঁর। চিন্তাকুল চিত্ত জননীর,—
অন্ধের নয়ন সে যে ! শুষ্ক পত্রে যদি
শুনেন মর্ম্মর ধ্বনি, চমকি চাহিয়া
দেখেন অভাগী, ভাবি পুত্রনিধি তাঁর
আসিলা তুলিয়া পুষ্প। প্রভাতে তনয়
গিয়াছে, হইল বেলা প্রহর গগনে,
নাহি দেখা ; আর কত জননীর মন

মানিবে প্রবোধ? কভু উঠি পাগলিনী
দেখেন বাহিরে, আসি বসেন আসনে
পুনর্ব্বার; তারাকারা নীরধারা ঝরে
নীরবে নয়নে! ক্রমে দেব দিবাকর
মস্তক উপরে উঠি ঢালিতে লাগিলা
প্রদীপ্ত ময়ূখমালা; এখনো ফিরিয়া
আসিল না প্রাণাধিক! হতাশা-সাগরে
দেখিলা জননী ডুবি আঁধার ধরণী
শূন্যময়! জ্ঞানশূন্য—প্রায় প্রাণশূন্য
হয়ে, ভূমিতলে সতী শায়িত—বিবশা।
হেন কালে "মা মা" ধ্বনি পশিল মধুর
শ্রবণকুহরে; সঞ্জীবনী মন্ত্রে যথা
"কেরে বৎস প্রাণাধিক?" জ্ঞানশূন্য দেহ
চৈতন্য পাইয়া উঠি এতেক কহিয়া
আদরে গলিত নেত্রে তনয় রতনে
কোলে করি, মুখচন্দ্র করিলা চুম্বন।
"এলি, বৎস প্রাণাধিক! এতক্ষণ পরে,—
পড়িল কি মায়ে মনে? ফুল তোলা তোর
হইল কি এতক্ষণে? কোথা ছিলি, বাপ!
কিংবা এতক্ষণ? আহা! না জানি ক্ষুধায়
পেয়েছ বেদনা কত! মুখচন্দ্র তোর
গিয়াছে শুকায়ে! মার প্রাণে, প্রাণাধিক!
এ যাতনা সয় কভু? আয় বৎস! ধর—

কর রে ভক্ষণ কিছু। একিরে বয়স—
তুইত অবোধ শিশু,—কঠিন কঠোরে
করিতে সাধনা, পূজা ?—অথবা কুমার,
কি কাজ পূজিয়া দেবে ? মিথ্যা তপ, মিথ্যা
জপ, দয়া, ধর্ম্ম, ব্রতকর্ম্ম, মিথ্যা বেদ,
যাগ, যজ্ঞ ; মিথ্যা বৎস ! দেব-আরাধনা।
বিদরে হৃদয়, বাছা, মনের সন্তাপে ;—
করেছি প্রতিজ্ঞা স্থির— রমণী-প্রতিজ্ঞা,
দেখিবে জগত,—ভুলে তপ, জপ, হোম,
ব্রতকর্ম্ম, দেবপূজা, এ জন্মে কখন—
করিব না আর আমি—শিখেছি ঠেকিয়া—
কিংবা জন্ম, জন্মান্তরে ! কাঁপে ডরে হিয়া
দেখে তোরে কায়মনে পূজায় নিরত,
না জানি এখনো বিধি ভাবিয়া ললাটে
লিখিয়াছে কত দুঃখ ! অথবা কি কাজ
জানায়ে সে সব কথা ? নিবেধি তোমায়
পুণ্যকর্ম্মে—পুণ্যকর্ম্মে ! পুণ্য পরিণাম
তবে কি দারুণ বিধি, অরণ্যে নিবাস,—
রাজ্যনাশ !—যাহা ইচ্ছা, বৎস প্রাণাধিক !
কর তুমি; কিন্তু যেন থাকে মনে তব
তুই রে নয়ন-তারা জীবন-জীবন।”
নীরবিলা এত বলি অভাগী জননী
মনস্তাপে। স্মৃতিপটে পূর্ব্ব কথা সব

সমুদ্দিত একে একে ; নয়ন-পঙ্কজে
ধীরে ধীরে নীরবিন্দু লাগিল ঝরিতে,
কুমারে করিয়া কোলে যতনে আবার
চুম্বিলা বদনচন্দ্র। কতক্ষণ শিশু
নীরবে নিশ্চলনেত্রে মার মুখ পানে
চাহি থাকি উত্তরিলা ; সে স্বরলহরী
মরমে মরমে পশি মায়ের হৃদয়
ভাসাইল সুখনীরে। "কেন মা কাঁদিলে ?
তোমা ভিন্ন, মা আমার, এ ভব-ভবনে
নাহি জানি অন্য জনে,—কি ব্যথা দিয়াছি
প্রাণে তব ? কেন মা নিন্দিলে দেবতায়,
অকারণ ? দ্বিজবংশে দ্বিজঅংশে, দেবি !
জন্ম পরিগ্রহ করি যে জন না করে
দেবপূজা, তপ, জপ, ব্রতাদি ত্রিসন্ধ্যা,
শুনেছি ঋষির মুখে বৃথা জন্ম তার,
দেহান্তে অনন্ত তাপ ! কেন মা আমারে
নিষেধিলে পুণ্যকর্ম্মে ? কেন বা নিরত
নিরখি তনয়ে নিত্য সমাধি-সাধনে
ভয় এত ? পূজি দেবে, বল মা জননী,
কি দুঃখ পেয়েছ তুমি ? ঋষিদারা তুমি,
আমি ঋষিপুত্র, দুঃখ কিবা বনবাসে
সুখস্থান ? বল দেবি ! একান্ত বাসনা
হয়েছে শুনিতে, বল শুনি, বল মাতঃ,

নিগূঢ় কাহিনী।” নীরবিলা পুত্রনিধি।
“কি আর, শুনিবে, বৎস !” কহিলা সুমুখী
মলিন সুমুখচন্দ্র, ত্যজিয়া নিশ্বাস,
নিবারি অঞ্চলে বারি, “কি আর শুনিবে
পুত্র প্রাণোপম ? শুনিবার তোর নহে
সে সকল কথা। কেন নিন্দিলাম আমি
পুণ্যকর্ম্মে, কেন দ্বেষ মম দয়া ধর্ম্মে,
কেন বা সভয়ে কাঁপি অন্তর-অন্তরে
এ বয়সে দেখে তোরে এরূপ কঠোরে
পূজায় ব্যাপৃত, কাজ নাই, প্রিয়তম,
শুনিয়া সে সব। ওরে নিদারুণ বিধি!
পূরে নাই মনোসাধ এখনো তোমার ?”
কি বুঝিবে এর ? কৌতূহলাক্রান্ত নেত্রে
রহিলা চাহিয়া শিশু ; কিন্তু সে হৃদয়ে
ভাবের তরঙ্গ কত বিচিত্র অদ্ভুত
উঠিল উন্মত্ত ভাবে আন্দোলিত হয়ে
কেমনে বুঝিবে কবি—বুঝিয়া বর্ণিবে ?
বুঝিল না তার কিছু শিশুই আপনি।
“ না মা বৃথা তুমি আর দিতেছ প্রবোধ,
শুনিব সে সব কথা ; কি দুঃখে ও চক্ষে,
মাতঃ বল জলধারা ? দিব জলাঞ্জলি
ব্রত পূজা ধর্ম্মকর্ম্মে, তুষিতে তোমায় ;—
কি চিন্তা তাহাতে ? কিন্তু দেবি ! বল শুনি

কি জন্য এ দ্বেষ তব।” “বৎস! প্রাণাধিক!
কাজ নাই শুনে তোর,—কি ফল শুনিয়া?
কি জানি কি ঘটে তায়।” “নিশ্চয় শুনিব”
দ্রুতগতি কোল হতে উঠিয়া কুমার
কহিলা “নিশ্চয়, মাতঃ! শুনিব সে কথা।
আরাধনা করি দেবে কি ব্যথা পেয়েছ
নিদারুণ, রাজ্যনাশ কিংবা কিবা, বল,
কেন বা সতত তোমা হেরি চিন্তাকুল?
পারি ত করিব তার, করিনু প্রতিজ্ঞা,
প্রতিকার।” নীরবিলা নৃপতি-কুমার।
উথলিল মার মনে কি সুখ পরম
পুত্রমুখে হেন বাণী করিয়া শ্রবণ—
কিরূপে বর্ণিবে কবি? খেলিল বিজলী-
বিভা নিরমল মুখচন্দ্রে; নীলোজ্জ্বল
ছটা কিবা চকিতের প্রায় বিভাসিল
বিশাল নয়নে; ধীরে ধীরে প্রভাকর
প্রকাশিল সুনিবিড় হৃদয়-গগনে
তমোময়; হাসি আশা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা
নিরাশা নাশিয়া আসি দিলা দরশন
সুলোচনা। “হাঁরে, বৎস!” কহিলা জননী
“একান্ত লালসা যদি শুনিতে তোমার
দুঃখের কাহিনী মম, শুন তবে মন
দিয়া; কিন্তু মিছা, বাছা, অসুখী করিবি

আপনারে। নহি আমি, পুত্র প্রাণাধিক !
বনবাসী ঋষিপত্নী, নহে বাস মম
বনে ভয়ঙ্কর ; নহ তুমি ঋষিপুত্র।
মনে হলে পূর্ব্বকথা হৃদয় বিদরে।
প্রাচীন পবিত্র বংশ—রাজর্ষি আপনি
বিষ্ণুযশঃ নাম, সদা বিষ্ণু-পরায়ণ ;—
সত্য, ধর্ম্ম, দয়া, পুণ্য মূর্ত্তিমান যেন !
তেজস্বী তপন সম ; কিন্তুরে তনয়
বিচিত্র বিধির লিপি—অদৃষ্ট কঠিন,
জীবন করিয়া ক্ষয় দেব-আরাধনে,
আহরিয়া পুণ্যরাশি, আরম্ভিলা পরে
মহাযজ্ঞ, ফল যার প্রকাশিত বেদে
সনাতন। সশঙ্কিত বৈজয়ন্ত ধামে
হইলা মহেন্দ্র, হায়, দেবের হৃদয়
কে বলে সরল ? ছলে ছলিলা রাজেন্দ্রে
ক্রূরমতি। মহাক্রোধে জনক তোমার
মহাতেজী, দিলা অভিশাপ সুররাজে—
নরে দেবে, বৎস ! নাহি কিঞ্চিৎ প্রভেদ ;
না ধরি দেবেন্দ্র-দোষ, অমর-সমাজ
উঠিলা হুঙ্কারি ; অগ্নিমূর্ত্তি অগ্নিদেব
মাতি প্রভঞ্জন সনে বেড়িলা চৌদিক
ভীমোচ্ছ্বাসে ; পরশিল গভীর গর্জ্জনে
পর্ব্বতপ্রমাণ শিখা—লক লক জিহ্বি

কালান্তক সর্পরাজি,—মহা তেজস্কর
গগনে ! পুড়িল দাবানলে মহারণ্য ;
উড়িল বাতাসে। আচ্ছাদিল নভস্তল
মেঘপুঞ্জ ঘন ঘোর নিনাদ ভৈরবে,
ডুবাতে পৃথিবী, বরষিল বারিধারা
অজস্র ; হায়রে বিশ্ব হল আকুলিত !
দেখিলা গম্ভীর ভাবে ভূপতি-ভূষণ
পিতা তব, তুমি বৎস ! পঞ্চ মাস গর্ভে
মম সে সময়ে। বিস্তারিয়া মহাকাল
উত্তাল তরঙ্গমালা দীপ্ত বারিস্রোত—
তরল অনল স্রোত বৈবস্বত পুরে—
আসিছে গ্রাসিতে দেখি কাঁপিয়া হৃদয়ে
মহাতঙ্কে, ঊর্দ্ধশ্বাসে যাইনু ছুটিয়া
পতিপাশে—এলোকেশী—উন্মাদিনী প্রায়
জ্ঞানশূন্য, "কি হবে প্রাণেশ !" পড়ি বৎস,
পদতলে কহিনু কাতরে দুটি চক্ষে
বারিধারা ; "আর কেন, দেবার্চ্চনা-ফল
পেলে ভাল, প্রাণকান্ত ! চল পলাইয়া ;
দেখ চেয়ে মত্তভাবে উত্তুঙ্গ তরঙ্গ
আসিছে গ্রাসিতে !" করে ধরি উঠাইয়া
সুভাষে সুভাষী 'ভয় নাই, রাজরাণি !'
কহিয়া আমারে, একবস্ত্রে পদব্রজে
চলিলা, চলিল চক্ষু যেদিকে তাঁহার।

অভাগিনী চলিল পশ্চাতে। কত দিন
চলি বৎস! দেখিনু সম্মুখে মহারণ্য;
সে বনে পশিলা পতি, পশিনু আপনি,
নিতান্ত কাতর পথশ্রমে, পিপাসায়
কণ্ঠাগত প্রাণ; প্রবোধিলা কত কথা
কয়ে নরমণি; কাঁদিলাম দুই জনে
কত যে মনের খেদে, জানে তা, তনয়,
বনলতা, তরুরাজী,—তারাও কাঁদিল
দুঃখী মম দুঃখে! আনি দিলা নৃপনাথ,
নির্ঝরিণী-বারি, বনফল,—বনবাসী
সে দিন অবধি। হয়েছিনু ক্লান্ত অতি
করিনু শয়ন রাখি ঊরুদেশে তাঁর
মস্তক—ভূতল শয্যা; অবিলম্বে আসি
হরিলা চৈতন্য মম, চৈতন্যহারিণী
নিদ্রাদেবী। কতক্ষণ—জানি না তনয়,—
কতক্ষণ অভিভূত ছিনু নিদ্রাঘোরে।
জাগরিত হয়ে দেখি হাস্যময়ী উষা
হিরণ্য কিরণে করি কনক-ভূধর
বিমণ্ডিত, হাসিছেন মৃদু মৃদু, কণ্ঠে
বক্ষে চারু পুষ্পদাম হেলিছে দুলিছে,
কাল কবরীতে। বসি শাখে পাখিকুল
ডাকিছে সুস্বরে;—দুখদাহে কিন্তু হায়!
দগ্ধ দেহ মন, প্রীতি কভু কি সম্ভব

এ সবে সে অভাগীর? নয়ন উন্মীলি
দেখিলাম একাকিনী শায়িত ভূতলে
বনমাঝে! অন্তরাত্মা উঠিল শিহরি
মহাভয়ে! সমুদিত বিদর্ভ-নন্দিনী
চিত্তাকাশে, ঘন ঘন ঘূরিল মস্তক;
ঘূরিল পৃথিবী, শূন্য, বন, বৃক্ষ, লতা
ঘূরিল ভূধর; শূন্যাকার ত্রিসংসার
দেখিনু নয়নে; থর থর হস্ত পদ
কাঁপিল সর্ব্বাঙ্গ, ছিন্নমূল মহীরুহ,—
জড়িত লতিকা কেন ছিন্নভিন্ন হয়ে
কাঁপিবে না তার সহ?—পড়িলাম ভূমে
জ্ঞানহারা! অন্তর্হিত না হত যদ্যপি
মূর্চ্ছা জ্ঞানহর, তবে আর এইরূপে
হত না দারুণ ক্লেশে ভ্রমিতে কাননে
কাঙালিনী প্রায়; মৃত্যু যদি সেই দিনে—
সাধিনু কত যে,—দিত স্থান দুখিনীরে
জুড়াইত মনজ্বালা। দেবের বাসনা
তাহে পূর্ণ হয় কই? কিন্তু, রে কুমার,
জীবনে এ জড় দেহ দিতাম অঞ্জলি
পারি নাই তোর জন্যে। কত যে কাঁদিনু
বসি সে বিজন বনে, অভাগিনী আমি,
না হেরে নাথেরে পাশে, কি আর কহিব
আজ.তাহা! জানিলাম সে দিন অবধি—

কাঁদি নাই পূর্ব্বে কভু, দুঃখ কারে বলে
কে জানিত?—জানিলাম সে দিন অবধি,
বৎস! কাঁদিবারে, হায়, জন্ম আমাদের,—
ভাগ্যহীন নর! পাগলিনীবেশে শেষে
লাগিনু ভ্রমিতে বনমাঝে, যূথহারা
কুররী যেমতি; মত্ত বনহস্তী, সিংহ,
ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল, শৃঙ্গী, ভয়াল ভল্লূক,
কুণ্ডলী পাকায়ে ফণী বিস্তারিয়া ফণা,
চরিছে, গর্জ্জিছে পার্শ্বে; অভাগিনী দেখে
তারাও ভুলিল নিজধর্ম্ম! করযোড়ে
সাধিনু কত যে 'আয়, সিংহ, আয় ব্যাঘ্র,
ভুজঙ্গ! দশনাঘাতে বিদার হৃদয়;'
সাধনা বিফল, শুনিল না কথা কেহ।
জিজ্ঞাসিনু তরুবরে, কহ বনস্পতি!
এ মিনতি সতী করে, জান পতি তার
কোন্ পথগামী! বনলতে! কহ সতি!
পতিধন মম, এই পথে, সাধে তোমা
রাজরাণী, জান তুমি গেছেন চলিয়া?
হে পবন! সর্ব্বব্যাপী তুমি, গতি তব
সর্ব্ব স্থান, জাগরিত তুমি সদা, কহ
সাধে দাসী, দেব! দেখেছ কি মহারাজে
বনবাসী? হে আকাশ! তুমি ত সতত
নীরব প্রহরীরূপে দেখিছ সকলি,

পতির সংবাদ মম পার বলিবারে
শব্দবহ ? হায়, শুনিল না কথা কেহ
অভাগীর ! ক্লান্ত হয়ে বসিনু আবার—
কাঁদিনু বসিয়া। ক্রমে দিবা অবসান ;
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত অতি অস্তাচলগামী
দিনদেব। কিন্তু বৃথা নিশির ভাবনা ;
হৃদয়ে যামিনী যার কি যাতনা তার
বিভাবরী সমাগমে ? তিমির-অর্ণবে
ডুবিল ধরণী ক্রমে ; ভীষণা পিশাচী
বেশে, হাসি অট্ট হাসি মহামায়া জাল
বিস্তারিলা আসি বলে ভূতলে শর্ব্বরী
কালরূপা ! আঁচল পাতিয়া ধরাতলে
করিনু শয়ন ; চিন্তাবিষে জর জর
হৃদয় জীবন মন, ঘুমাব কেমনে ?
বিষাদে মনের খেদে মুদিয়া নয়ন
অদৃষ্টের ভোগাভোগ লাগিনু ভাবিতে।
"নীরব প্রকৃতি। ঘুমায়েছে ঘোর ঘুমে
জীবজন্তু, সুধুমাত্র জাগরিত আমি।
কি জানি কি ভেবে বুঝি দয়া উপজিল,
নিশীথিনী নিশা, আসি নিদ্রা মায়াবিনী
বসিলা নয়নে। এইরূপে নিদ্রাবশে
আছি অচেতন যবে, শুনিনু স্বপনে
বামা-কণ্ঠে যেন কেবা শিয়রে বসিয়া

কহিল ' বিপদে যার চিত্ত বিচলিত
না হয়, ভূতলে ধন্য, সেজন, সুন্দরি !'
শিহরি সভয়ে যেন চাহিয়া দেখিনু
প্রভাতে অরুণোদয়ে পূর্ব্বাচল যথা
আলো করি অপরূপ রূপে সুরূপসী
বসিয়া শিয়রে, পড়িতেছে ঝরি সৌর
মাধুরী সর্ব্বাঙ্গে। 'ভয় নাই রাজরাণি !'
কহিলা নিরখি ভীত আমারে বালিকা
হাসি মৃদু, ' ভয় নাই, তব রাজকুল-
লক্ষ্মী আমি, কমলাক্ষি ! বিধির নির্ব্বন্ধে,
এ বিপদ আজ, দেবি ! চির নাহি রবে
হেন দিন ; সাজি পুন রত্ন অলঙ্কারে
হৃদয়-আকাশে রবি দিবে দরশন
অংশুমালী ; ধৈর্য্য ধরি থাক কিছুকাল
রাজকুল-কমলিনি ! জন্মিবে তোমার
সর্ব্ব-সুলক্ষণ-যুত পুত্রনিধি এক,
পালিবে যতনে তারে, তা হতে উদ্ধার
হবে কুলমান, সতি ! ভবিতব্য কথা
দিনু বলি, যাও চলি যথা ইচ্ছা তব
নাহি ভয়, সদা আমি রক্ষিব তোমারে
অদৃশ্যে।' উঠিনু জাগি চমকি বিস্ময়ে ;
কোথা রাজলক্ষ্মী ? শূন্য ঘোর বনস্থলী
নীরব, নিশ্চল ; দুরু দুরু করি বুক

কাঁপিল সঘনে। পূজিব না দেবে আর
করেছি প্রতিজ্ঞা, সুধুমাত্র মনে মনে
কহিনু 'মায়াবি'! ভুলিব না আর তোর
মায়াজালে, কেন আর এসেছ ছলিতে?
এ চিত্ত-হরিণী দেখে মায়া-মরীচিকা
আর কি ভুলিবে ভ্রমে ভাবি জলাশয়?
"প্রভাতিল বিভাবরী। কিন্তু স্বপ্ন কথা
ক্ষোদিত রহিল হৃদে; সে সঙ্গে কত যে
আশার প্রকাশ মনে, কহিব কেমনে?
ত্যজি সে কানন, বৎস! জটাচির পরি
ভ্রমিতে যোগিনীবেশে লাগিনু ভুবন—
কিরূপে মাগিব ভিক্ষা? রাখিয়া জীবন
বন ফল মূলে, পিয়া নির্ঝরিণী-নীর
সুশীতল। যথাকালে হেরি তব মুখ,
আঁধার হৃদয়ে চারু চাঁদের উদয়
সুধাময়, ভুলিলাম পূর্ব্ব দুঃখ যত।
ডাকি নাই কভু ভুলে, ক্ষণকাল তরে
দেবে, নরে; করি নাই শিব স্বস্ত্যয়ন
শুভ আশে; থাকে আয়ু, থাকিবি বাঁচিয়া
নিজ তেজে। ত্যজি লোকালয় পশি পুনঃ
গহন বিপিনে নিরমিয়া পর্ণ গেহ
এই স্থানে, লাগিনু পালিতে তোমাধনে
প্রাণপণে। কোথা গেলা নৃপমণি ত্যজি

কান্তারে আমারে ; ছিল একান্ত কল্পনা
পর্য্যটিব ত্রিভুবন তাঁর অন্বেষণে ;
তোর জন্যে, প্রাণাধিক, নারিনু পূরাতে
সে কামনা। অজ্ঞান অবোধ, তুই বৎস !
বলি নাই এ নিমিত্তে এত দিন তোরে
এ সকল কথা। দেখি তোরে কায়মনে
মগ্ন দেব-আরাধনে, কেন যে সতত
কাঁপে এ হৃদয় শুনিলেত প্রাণাধিক।
পাছে রে তোরেও বৎস ! হারাই আবার
ভাগ্যহীনা আমি, এই ভয় নিরন্তর
হয় মনে। শুনিলে ত দেবপূজা-ফল
বিষময় ; তাই বৎস ! করি মানা কাজ
নাই ব্রতকর্ম্মে পূজি দেবতার পদ
কুসুমচন্দনে ; পাপ পুণ্য স্বর্গ আদি
নিশার স্বপন।” এত কহি রাজরাণী
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি হইলা নীরব।
দ্বাদশ-বর্ষীয় শিশু, এ দীর্ঘ কাহিনী
নীরব গম্ভীর ভাবে করিলা শ্রবণ ;—
প্রত্যেক বচন মার পশিল মরমে ;
নীরবে শুনিলা শিশু, শুনিয়া নীরবে
রহিলা দণ্ডায়মান ; অংসে গণ্ডে ভালে
খেলিল অপূর্ব্ব বিভা ; লাগিল ঘূরিতে,—
যোজন যোজন দূর দূর নভস্তলে

প্রলয়ে তরণী যথা,—বরষি বরষি—
বরষি লোহিত নীল ছটা ভয়ঙ্কর
বিশাল লোচনদ্বয়; লাগিল ফুটিতে,
(বোধ হল) ধমনীতে শোণিত-প্রবাহ!
এরূপে নীরবে শিশু নিশ্চল নয়নে
মাতৃমুখ পানে চাহি থাকি ক্ষণকাল
কহিলা "জননি! কর শোক সম্বরণ;
কাঁদা'ও না কাঁদি আর তনয়ে তোমার
ভাগ্যহীন। কি সাধ্য—অসাধ্য শুনি বেদে—
খণ্ডে বিধি-লিপি লেখা নিয়তির—ক্ষুদ্র
নর; বৃথা চেষ্টা! ধৈর্য্য ধরি ভোগাভোগ
অবশ্য ভুগিবে নর; পালিয়াছ, মাতঃ!
দাসে করাইয়া স্তনপান, অসম্ভব
পারিব শোধিতে কভু সে ঋণ তোমার,
মূঢ় আমি। পালিয়াছ, দেবি! বৃথা আশা
এতদিন; আশার আশ্বাসে বাঁচে জীব!
সেত মা, নিশার স্বপ্ন দেখেছ নিশিতে!
করিব উদ্ধার আমি—এ ত উপহাস—
কুলমান! দেবসঙ্গে করে কি বিবাদ
বুদ্ধিমান? কাজ নাই নশ্বর বিভবে;
বিষম বিষয়-আশা ত্যজিয়া কান্তারে
একান্তে বসিয়া সুখে পর্ণের কুটীরে
সেই হৈম নিকেতন, পূজিব জননি!

ইষ্টদেব তুমি, ভক্তি ভাবে দিবানিশি
পাদপদ্ম তব মোক্ষধাম, সেইত মা
পরম সম্পদ! হবে প্রজা পাখিকুল,
হরিণ হরিণী, সিংহ; হিংসা, দ্বেষ, আশা,
নারিবে পোড়াতে মর্ম্ম; চিত্তের সন্তোষ
রবে চির সমভাবে;——মুছ আঁখি জল।
কিন্তু এক ভিক্ষা মাগো ওপদ-পঙ্কজে
মাগে দাস, কৃপময়ি কৃপা করি পূর
তার মনসাধ; যাব পিতৃ-অন্বেষণে,—
কি ভয়, জননি! ত্যজ দুঃখ; ধরি পায়,
কর না নিষেধ,—যাব পিতৃ-অন্বেষণে,
বিদায় সদয় হয়ে, কর দীনে দান,
এই ভিক্ষা মাগি।" উত্তরিলা রাজরাণী
সজল নয়নে "মানা কেন প্রাণাধিক!
করিব তোমারে যেতে পিতৃ-অন্বেষণে;
কিন্তু কোথা যাবি? কার সঙ্গে তোরে
দিব পাঠাইয়া? দুগ্ধপোষ্য শিশু তুই;
ক্ষুধা পেলে বল বাছা খাদ্য দ্রব্য আনি
দেবে কেবা মুখে তুলে, তৃষ্ণা পেলে বারি?
এ ভব-ভবনে তোর কে আছে আপন
যাবি কার কাছে; কেবা বাছা দিবে কয়ে
কোথা রাজ-ঋষি? তোর মুখ চেয়ে, আছি
প্রাণ ধরি; কোন্ প্রাণে বলিব, কুমার,

যাও পিতৃ-অন্বেষণে ? যাস প্রাণাধিক !
করিব না মানা, আরো কিছু দিন পরে ;
রাখ এ মায়ের কথা।"
" এখনি যাইব"
উত্তরিলা শিশু, " মাতঃ ! পিতৃ-অন্বেষণে ;
যাতনা যাতনা দেহে কি দিবে জননি ?
তুমিত কহিলে জানিয়াছ কাঁদিবারে
জন্ম মনুষ্যের, তবে কেন বৃথা তায়
এত যত্ন ? কত ক্লেশ, কত ব্যথা, হবে
নিরবধি সহিতে এ দেহে, তবে কেন
ডরি পথ-ক্লেশে ? এই বেলা হতে করি
অভ্যস্ত তাহারে তাহে হবে যাহা, দেবি,
সহিবারে চিরকাল। এই স্থানে তুমি
থাকিও, জননি ! পিতৃসনে আসি পুনঃ
পূজিব রাজীবপদ। দেহ অনুমতি
করি আশীর্ব্বাদ ; হবে পূর্ণ মন আশা
ওপদপ্রসাদে ; নিরাপদে এই বনে
আসিব সত্বর। মুছ মাতঃ ! আঁখি-জল।"
শিশুমুখে শুনি সতী বৃদ্ধের বচন
কত যে লভিলা সুখ ; কহিলা আদরে
" নিতান্ত যদ্যপি পুত্র ! রাখি একাকিনী
অভাগীরে হেথা যাবি পিতৃ-অন্বেষণে,
যাস্ তুই কাল প্রাতে, নিবারণ আর

করিব না তোরে ; এত সয়ে আজো আমি
বিদায় করিতে দান সক্ষম অনাসে
একমাত্র পুত্রে, পুত্র! দেখুক জগৎ।
তবে যে হারায়ে তোরে, সাগর-তরঙ্গে
তৃণপ্রায়, প্রাণাধিক! অসুখ-অর্ণবে
ভাসিব ডুবিব সদা, মরে রব বেঁচে,
বলে প্রয়োজন ? দশ মাস দশ দিন
কঠোরে জঠরে ধরি, স্তন-দুগ্ধ দিয়া
করেছি পালন যারে, শিরাতে শিরাতে
আত্মাসনে গ্রন্থে গ্রন্থে যে নিধি অমূল
গ্রন্থিত সুদৃঢ়রূপে, কেন না কাঁদিবে
ছিঁড়িলেরে সে প্রসূন, প্রাণ ? কিন্তু যাও
বৎস! পার যদি কর যত্ন শোধিবারে
মাতৃঋণ, উদ্ধারিতে পিতৃকুল, জেন
নহে শুধু নীরধারা যে দুগ্ধে তোমারে
পালিয়াছি ; যেও সাবধানে, শিশু তুমি
অবোধ, অধিক আর নাই বলিবার ;
অভাগী মায়েরে যেন যেও না ভুলিয়া।"
প্রণমি জননীপদে প্রভাতে উঠিয়া
কহিলেন পুত্রনিধি "যাই তবে মাতঃ!
আশীষি বিদায় দেহ প্রফুল্ল হৃদয়ে,
পূরে যেন মনোরথ।" সজল নয়নে
কহিলা জননী "করি আশীর্ব্বাদ, বৎস!

সিদ্ধকাম হয়ে, আসি ত্বরা পুনর্ব্বার
মা বলে মায়ের প্রাণে কর প্রাণ দান।
কল্যাণ করুন কালী—দেবের প্রসাদে
নাহি প্রয়োজন, নিজ বলে অরিজয়ী
হও পুত্র অরিন্দম ; কীর্ত্তি-মেখলায়
অলঙ্কৃত কর কুল ; কনক মুকুটে
মস্তক মণ্ডিত কর করি আশীর্ব্বাদ।
আর এক কথা, বৎস ! শুন মন দিয়া,
রাখিবে স্মরণ, দেখ নাই মহারাজে ;
কি রূপে চিনিবে তাঁরে ? কিঞ্চিৎ লক্ষণ
শুন বলি ; " দেবদেহ পবিত্র নির্ম্মল
সমুন্নত ; অনলের তেজঃ, পবনের
প্রবল প্রতাপ, বিক্রমেতে ত্রিবিক্রম ;
প্রভাবে মরীচিমালী, জ্ঞানে অব্জযোনি,—
অথবা তনয় এই মানব জগতে
নাহি তাঁর সমতুল, দেখিলে চিনিবে।"
মাতৃপদধূলি লয়ে চলিল কুমার
চলিল মায়ের মন পশ্চাতে তাহার।
গিরি-তরঙ্গিণী-কূলে বসিয়া বিষাদে
লাগিলা কাঁদিতে রাণী, সরযূপুলিনে
রাঘবে পাঠায়ে বনে কৌশল্যা যেমতি।

ইতি শ্রীঅদৃষ্টবিজয়ে কাব্যে মহাপ্রস্থানোনাম প্রথমঃ সর্গঃ

দ্বিতীয় সর্গ।

শিশু আমি দুগ্ধপোষ্য !—দেখিবে সংসার
শিশুর বিক্রম বল ; প্রতিজ্ঞা আমার
অতল জলধি-তল, পাতাল অতল
স্বর্গ মর্ত্ত্য একে একে ভ্রমিয়া সকল
দেখিব কোথায় পিতা রাজকুল-নিধি ;
পারিব প্রতিজ্ঞা মম পূরাইতে যদি,
আসিব তবেত ফিরি পুনঃ নিজস্থান
পূজিব মায়ের পদ করি পুষ্প দান
ভক্তি সহকারে। আমি দীন অকিঞ্চন
পিতারে কোথায় লয়ে করিব গমন ?
যে জন বসিয়া রত্ন-রাজসিংহাসনে
উজ্জ্বল করিয়া বিশ্ব হিরণ্য কিরণে
পালিতেন প্রজাগণে ; ভ্রূভঙ্গে যাঁহার
কাঁপিত নৃপতিবর্গ ; রত্ন অলঙ্কার
দিয়া যারা তুষিবারে ধরাধীপ-মন
মুকুট উন্মোচি ভয়ে পূজিত চরণ ;—
উন্নত হিমাদ্রি-শিরঃ লুণ্ঠিত ভূতলে,
দেখে তারা উপহাস হাসিবে সকলে ;—
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যাঁর করে দরশন

সশঙ্কিত বৈজয়ন্তে বৃত্রনিসূদন ;
সে রাজর্ষি বনবাসী পুত্রসনে আজ,
হাসিবে দেখিয়া যত অমর-সমাজ ;
এ ব্যথা বাজিবে হৃদে ভুজঙ্গ-দংশন,
তাহতে সহস্রগুণে মঙ্গল মরণ।

শিশু আমি দুগ্ধপোষ্য অবোধ অজ্ঞান,
অসার অন্তরে বোধ মান অপমান
নাহি মম, শুধুমাত্র ক্ষুধায় কাতর !—
বদ্ধ মহামায়া-জালে জ্ঞানহীন নর,
বুঝে না বুঝিয়া, কিংবা বুঝিতে না চায়
কেন যে কাঁদিল শিশু, হাসির ছটায়
কেন বা মুহূর্ত্ত পরে বদন-কমল
হাসায়ে মায়ের মন করে ঢল ঢল !
অবোধ শিশুর মন-ভাবের ভাণ্ডারে
ক্ষণলুপ্ত ক্ষণোত্থিত বিচিত্র আকারে,—
ক্ষণপ্রভা-প্রভা কত জলদ মাঝারে
ভাবের তরঙ্গ কিংবা কে বুঝিতে পারে ?
বলুক চপল লোকে, সঙ্কল্প ভীষণ,
বিশ্বের নিগূঢ় দ্বার করি উদ্ঘাটন
পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, অসুর অমর,
কি নিয়মে বদ্ধ হয়ে চলে চরাচর ;
অন্তরীক্ষে স্থিত সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডল ;
গ্রহ, উপগ্রহ, সিন্ধু, ইন্দু, ধরাতল,

কি সূত্রে দেখিব বাঁধা ; পরস্পর মাঝে
স্বচক্ষে দেখিব আর কি ভাব বিরাজে।
দেখিব নিশ্চল কেবা , কেবা বেরি কায়
অনন্ত বিমানমার্গে কত দ্রুত ধায়।
দেখিব বিধির বিধি সুবিধি কেমন ;
কিরূপে জীবের সৃষ্টি বৰ্দ্ধন পতন ;
কি কাজে কি ফল ফলে কি দ্রব্যে কি গুণ ;
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম ; কিসে বা বিগুণ
হয় গ্রহ, ভাগ্য কিবা মানবের প্রতি ;
দেখিব মৃত্যুর পর কোথা কার গতি ;
কোন্ মায়াজালে মুগ্ধ হয়ে জীবগণ,
করিছে সতত নিত্য আপন আপন।
থাকুন যথায় পিতা—যদ্যপি জীবিত
থাকেন জগতে তিনি, না হয় উচিত
বনবাসীবেশে তাঁর নিকটে গমন ;
থাকুন যে ভাবে তিনি আছেন এখন
ত্রিদিবে, পাতালে, মর্ত্ত্যে। আমারে দেখিয়া
সুধিবেন যবে ‘সব অরাতি নাশিয়া
নির্দ্দয় দেবের দর্প-সাগর গভীর
মন্থন করিয়া কিরে পুত্র মহাবীর,—
বিষ্ণুযশঃ-পুত্র তুমি জানায়ে ভুবনে,—
আসিয়াছ প্রাণাধিক ! পিতৃ-অন্বেষণে ?’
কি উত্তর দিব আমি ? কোন্ মুখে তাঁয়

বলিব 'রাজেন্দ্র ! বৃথা গঞ্জনা আমায় !
বলিব প্রসূতি সহ আমি বনবাসী,
চল পিতা, মম সঙ্গে হইবে সন্ন্যাসী !'
জন্ম মম কোন্ কুলে ? যদ্যপি পিতারে
কখন বসাতে পারি রত্ন অলঙ্কারে
সাজায়ে মস্তক মণি মুকুট উজ্জ্বল
রাজ-রত্নসিংহাসনে ; প্রকাশিয়া বল
দেখায়ে জনম মম ঔরসে কাহার,
কার স্তনদুগ্ধে দেহ বর্দ্ধিত আমার ;
কেবা আমি এই শিশু ; পিতৃন্বষণে
তবেত যাইব। প্রাণপণে দেবগণে
আরাধিয়া,—যাগযজ্ঞ করি নিরবধি
অপূর্ব্ব বিধির লিপি ! রসাতলে যদি
নিতান্ত জীবের গতি ; করি প্রাণ পণ
নির্ম্মল পবিত্র চিত্তে সে দেব চরণ
পূজিয়া দেখিব আমি ; সমাধি সাধিব !
স্বহস্তে মস্তক কাটি উপহার দিব
ইষ্টদেব-পাদপদ্মে ; যে ভাবে ভবেশ
মগ্ন হয়ে ভাবিতেন পূর্ণ পরমেশ।
সাধিলা প্রাচীন কালে যে প্রভাববলে
অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড কত আসি ধরাতলে
মহর্ষি রাজর্ষিগণ ; সে তেজ বিক্রম
লভিলা যে তপোবলে, এ প্রতিজ্ঞা মম

তাহতে সহস্রগুণ কঠোর করিব,
অদ্ভুত সাধনে মন্ত্র অদ্ভুত শিখিব।
সুরাসুর পশু পক্ষী গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
দেখিব হুকুমে হয়ে হাজির সত্বর
করে কি না ভৃত্যবেশে আরতি পালন ;—
দেখিব কিসের বশ হয় দেবগণ।
যে দেবে পূজিয়া মম পতন পিতার,
দেখিব সে দেবে আমি পূজি একবার,—
করে ধরি সযতনে পিতারে আমার,
দেখিব তারাই কি না উঠায় আবার!
যদ্যপি ঈশ্বর থাকে, থাকে দেবগণ ;
পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম নিশার স্বপন
না হয় যদ্যপি ; ধার্ম্মিকের পুরস্কার
যদ্যপি পাপীর প্রতি থাকে দণ্ড ভার ;
যথার্থ যদ্যপি জন্ম ব্রাহ্মণ ঔরসে
হয় মম ; কুলরবি বিন্দু অপযশে,
কলঙ্কিত নহে যদি ; তপ জপ আদি
যদি সত্য হয় বেদ সাধন সমাধি ;—
দেখাব ব্রাহ্মণ্য তেজঃ, দেবাসুর নরে ;
দেখিব সে তেজঃ দর্প কেবা সহ্যকরে।
শিশু বলে কি বলিয়া করি সম্বোধন ?
কে দেখেছ কোন্ কালে বালক এমন ?
উত্তাল তরঙ্গ সঙ্গে করি আন্দোলিত

গভীর হৃদয়-সিন্ধু, হল সমুত্থিত
অবোধ কুমার মনে চিন্তা ভয়ঙ্কর!
অগ্ন্যুৎপাত পূর্ব্বে যথা গভীর গহ্বর
ঘূর্ণিত চূর্ণিত দগ্ধ অন্দোলিত হয়,—
সেরূপ ভীষণ ভাব ধরিল হৃদয়!
কিন্তু সে চিত্তের বেগ নিবারিয়া ক্ষণে,
চলিলা নৃপতি পুত্র আপনার মনে
যে দিকে চলিল নেত্র, গতি অবিরাম;
আহার আহ্নিক স্নান বিশ্রাম বিরাম,
সকলি চরণে দলি। বিস্মিত সংসার
শিশুর প্রতিজ্ঞা দেখি। অটবী কান্তার
গিরি নদ নদী গ্রাম মরুভূ প্রান্তর
চলিলা পশ্চাতে করি; কি ভাবে অন্তর
শিশুই কেবল জানে নিমগন তার।
সাত দিন সাত রাত্রি এরূপে কুমার
এক চিন্তা ধ্যানে ধরি করিয়া ভ্রমণ
দেখিলা পর্ব্বত এক ভীষণ-দর্শন;
জড়িত সুবর্ণ করে শিখরনিকর
অনন্ত অম্বরভেদি শোভিছে সুন্দর।
শম্ভু-জটাজূট হ'তে প্রবলতরঙ্গা
তারিতে পতিত জীবে যেইমত গঙ্গা,
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোর মাথায়ে মধুর
আছাড়ি পাষাণে পড়ি মোহি তিন পুর

ছুটিছে তটিনী; কোথা ভূতলে লুঠিয়া
সেই মত্ত তরঙ্গিণী সে সাজ ত্যজিয়া
যৌবন-তরঙ্গে ভরা সোণার্ শরীর,
কলনাদে চলে মাখি সু-ছবি রবির।
নিরন্তর মনোহর ঝর ঝর ঝরে,
রসায়ে ঋষির মন নির্ঝর-নিকরে,
সাজাতে গিরির অঙ্গ কোন স্থানে কিবা
ঢালিছে মুকুতা-রাশি। অনুপম বিভা
বিবিধ প্রস্তর, মণি, কৌস্তূভ প্রভৃতি,—
খচিত বসন্ত-মুখ বসন্তে যেমতি—
শোভিছে জ্বলিছে চারু হৈমাচল গায়
দিবানিশি। বসি ডালে ভুবন ভুলায়
ডাকিয়া সুস্বরে—ফিঙা দোয়েল পাপীয়া;
মনোপ্রিয় বনপ্রিয়; প্রসূনে বসিয়া
গুঞ্জরিছে অলি। হেলিছে দুলিছে
মঞ্জরিত তরুলতা; সৌরভ চলিছে
মারুত হিল্লোলে মন্দ; নাচিছে শিখিনী
শিখী সহ। কেলীসরঃ,—কৌতুক-রঙ্গিণী
অপ্সরী কিন্নরী পরী সুর-বিদ্যাধরী
অনন্ত-যৌবনা, পীনস্তনী বিম্বাধরী,
পদ্মবনে পদ্মসমা কেলিছে কোথায়
উলাঙ্গিনী! কোন স্থানে কিবা শোভা পায়—
কৈলাসে অলকাপুরি, কিংবা চৈত্ররথ,—

অদৃষ্ট-বিজয়।

সুনির্ম্মল তপোবন—জীব মোক্ষপথ ;
প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি, জটাজূট-ভার-
শোভিত মস্তক, শ্বেত শ্মশ্রুরাজি আর
ঢাকি বক্ষঃস্থল নাভি করিছে চুম্বন,
কণ্ঠে অক্ষমালা, মরি, অজিন পিন্ধন ;
মুদ্রিত নয়ন পর্ণ-কুটীরের মাঝ,
যোগাসনে বসি যোগে মগ্ন যোগিরাজ ;
জগত-মঙ্গল-চিন্তা কেহ বা মগন ;
কেহ রত বেদপাঠে ! এ দিকে ভীষণ
একান্তে ধূম্রল ঘোর অদ্রি-ঈশোদরে
বেষ্টিত তস্করপতি দস্যু-অনুচরে
উন্মত্ত বিতর্কে ; শত শত সেনা সঙ্গে
পদব্রজে গজে রথে আরোহি তুরঙ্গে,
নিরত রাজেন্দ্র কোথা মৃগয়া বিহারে
ঘন ঘোর হুহুঙ্কারে আকুলি কান্তারে।
অরণ্যে অচলে বাধি সে নাদ ঝঙ্কার,
উঠিতেছে ব্যোমমার্গে প্রতিধ্বনি তার।
উঠিলা পর্ব্বতশৃঙ্গে অনিবার্য্য গতি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখিলা সুমতি
অদূরে নির্ঝরপার্শ্বে পর্ণ-নিকেতন ;
চলিলা সে দিকে রাজ-রাজেন্দ্র-নন্দন।
দেখিলা কুটীরমধ্যে নীরব গম্ভীর
প্রসন্ন যোগেন্দ্রমূর্ত্তি ; সুন্দর শরীর

ভূষিত বিভূতি-রাশি, শিরে জটাভার;
মুদ্রিত নয়ন-পদ্ম; পরশিছে তাঁর
শ্বেত শ্মশ্রুরাশি নাভি; বক্ষের উপর
রাখি কর কর পরে তাপস-প্রবর,
নিশ্বাস প্রশ্বাস রোধি, তপ-নিমগন,
যোগাচল-শৃঙ্গে যথা যোগী ত্রিলোচন।
ভেদিয়া সে ভস্মরাশি উঠিছে ফুটিয়া,
নিবিড় নীরদদল বিদীর্ণ করিয়া
হাসে যথা সৌদামিনী, তেজঃপুঞ্জ কিবা!
হাসিছে হাসায়ে বিশ্ব সে অপূর্ব্ব বিভা!
সভয়ে—বিস্মিতচিত্ত দেখি সে মূরতি
রহিলা দাঁড়ায়ে দূরে শিশু মহামতি।
অসম্ভব মানবে সে প্রভাবসম্ভব;
ভাবিয়া নিশ্চল নেত্রে দেখিলা নীরব
ক্ষণকাল; কার সাধ্য করিয়া সাহস
সহসা উদয় হয় সম্মুখে তাপস?
ক্ষুদ্র কর দুটী যোড় করি অতঃপর,
ধীরে ধীরে শিশু অল্প হয়ে অগ্রসর,
প্রণমিলা যোগিপদে গলবস্ত্র হয়ে
ভক্তিভাবে; আশা ভয় বাসনানিচয়ে
হৃদয়ে জড়ায়ে কত জগৎ রচিল!—
শিশুর মনের ভাব শিশুই বুঝিল।
রাখি সে যোগীরে শিশু ভ্রমি চারিধার,

আহরি সুস্বাদু ফল বিবিধ প্রকার,
ঋষির সম্মুখে আসি রাখিয়া যতনে
করি কৃতাঞ্জলি বলী সজল নয়নে
গললগ্নবাসে পাশে দাঁড়ায়ে রহিলা
স্থির ভাবে। ক্রমে অস্তে তপন চলিলা ;
গোধূলী আসিয়া বার্ত্তা দিল যামিনীর ;
ভাঙ্গিল না তবু যোগ যোগীর গভীর।
অকালে সন্ধ্যা সতী মন্দে মন্দে আসি,
প্রদোষ-সুগন্ধবহে মহানন্দে ভাসি,
রজনী-রাণীর মন তুষিতে প্রয়াসী,
লাগিলা নিকুঞ্জবন রত্ন আভরণে
সাজাতে সরলা বালা পরম যতনে।
নীল চন্দ্রাতপ তলে, যেমতি ঝালরে
মাণিক প্রবাল মুক্তা, তারকানিকরে
ঝলমল ঝলে কিবা ঝলিতে লাগিল ;
ভূতলে ভূধর অঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল
চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত ব্রজকান্ত মণি ;
রতনসম্ভবা বিভা শোভিল ধরণী।
লতায় লতায় কত কুসুম ফুটিল ;
গুঞ্জরি ভ্রমরপুঞ্জ আসিয়া জুটিল।
মন্দ মন্দ গন্ধবহ লতায় পাতায়
নাচাইয়া দোলাইয়া বিটপীশাখায় ;
হেল্লায়ে কুসুমদলে নাচায়ে হাসায়ে,

বহে ধীরে বসুন্ধরা আনন্দে ভাসায়ে
ছড়ায়ে পিযূষধারা ; গগনে উদিল
শোভিত নক্ষত্রপুঞ্জ, অমৃত ঝরিল
পূর্ণিমার পূর্ণশশী ; শোভি হ্রদজল
হাসিয়া নাচিয়া হল কুমুদী পাগল !
শ্যামাঙ্গিনী বিভাবরী পৃষ্ঠেতে দোলায়ে
নিবিড় কবরীভার ভুবন ভোলায়ে
সুরভি সৌরভে মাজি শরীর কমল,
মৃগমদে মত্ত মন ভাবে ঢল ঢল,
পরিয়া কৌমুদীবাস, গুঞ্জমালা গলে,
অমূল কুণ্ডল দোলে শ্রবণযুগলে,
উরসে হাসিছে ভাল দুলিতেছে হার,
সজল জলদ কোলে বিজলী বিহার !
পরা পরিপাটী সাটী নীলাম্বরী নাম,
পুষ্পগুচ্ছে কুঞ্জ তোলা মঞ্জু অভিরাম
নিবিড় নিতম্ব বিম্বে দোলে বিম্বদাম।
হাসিতে হাসিতে ধনী গজেন্দ্র গমনে
উত্তরিলা আসি ধরা-কেলি-কুঞ্জবনে।
মায়াবতী সহচরী—দেবী মহামায়া
খুলি কৃষ্ণ পক্ষপুট বিস্তারিলা ছায়া।
এখনো যোগীন্দ্র মগ্ন যোগেতে তেমতি ;
করযোড়ে দাঁড়াইয়া এখনো সুমতি
সেই ভাবে ভক্তিভাবে ; কাঁদিয়া প্রস্তরে

প্রতিজ্ঞা সঙ্কল্প পণ,—দেখিয়া অন্তরে
ওজস্বিতা মনস্বিতা গৌরব গরিমা,
অনুভব হয় মহাতেজের প্রতিমা
তাপস সম্মুখে কেবা করেছে স্থাপন।—
এ নহে সামান্য শিশু,—করিলা যাপন
জাগিয়া যামিনী। ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব ভাগে
মধুর লাবণ্যময়ী উষা অনুরাগে
সাজি ফুলময় সাজে দিলা দরশন,
মৃদু হাসি বিম্বাধরে। করিলা গমন
স্বস্থানে চন্দ্রমা দেখি নিশা অবসান।
চতুর্দ্দিকে পাখিকুল আরম্ভিল গান;
সুস্বর লহরী কুঞ্জে উথলি উঠিল।
রক্তরাগে পূর্ব্বভাগে রবি দেখা দিল।
সে রবির ছবিছটা জগতে পড়িয়া
বিমোহিল লোকমন। নয়ন মুদিয়া
এখনো যোগেতে মগ্ন যোগী মহাজ্ঞানী;
এখনো দাঁড়ায়ে শিশু যুড়ি পুটপাণি।
দিন যায় রাত্রি আসে রাত্রি যায় দিন;
অতীত সপ্তাহ পক্ষ; শিশু দীন হীন
ভাঙ্গিবে যোগীর যোগ মনে ধ্যান করি
যোগী সঙ্গে অনাহারে কৃতাঞ্জলি করি
অদ্যাপি দাঁড়ায়ে চিত্র-পুত্তলিকা প্রায়।
কঠিন শিশুর পণ, যদি প্রাণ যায়

সেও শ্রেয়ঃ ; যোগিবর কত দিন আর
দেখিবে নয়ন মুদে থাকে অনাহার।
ধরিয়া উজ্জ্বল অগ্নি-মূর্ত্তি মনোহর
নীল নভস্তল প্রান্ত সিন্দূরে সুন্দর
রঞ্জিত করিয়া রবি অস্তগত প্রায়
একদা যখন ; পড়ি পাতায় পাতায়
পাদপ-শিখরে উচ্চ, সে ছবি বিমল
কনক-কিরীট-নিভ করি ঝলমল
যখন শোভিতেছিল ; বৈতালিক তানে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গগণ আনন্দিত প্রাণে
যখন গাহিতেছিল সুললিত গান,
সে স্নিগ্ধ সময়ে ধীরে তাপস ধীমান
মেলিলা নয়ন-পদ্ম ; নয়ন মেলিয়া
দেখিলা বালক এক আছে দাঁড়াইয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে, পত্রপাত্রে সুসজ্জিত
বিবিধ সুস্বাদু ফল। ভূতলে পতিত
হইয়া বিনীত ভাবে ভূপতি-কুমার
প্রণমিলা পাদপদ্মে সম্ভ্রমে তাঁহার।
নীরবে দেখিলা ঋষি তুলিয়া নয়ন ;
খেলিল চপলাবিজ্জা কি জানি যেমন
সহসা সে ভস্মমাখা বদনমণ্ডলে।
নীরবে নামায়ে পুনঃ নয়ন-যুগলে
রহিলা ভূতলে চাহি। তিমিরবরণা

নিশি ক্রমে আসি বিস্তারিলা সুলোচনা
আধিপত্য আপনার বিশাল ভুবনে।
সমুদিত শশধর হইলা গগনে।
"চাহি শূন্যে সুস্বরে কহিলা যোগিবর
যে মন্ত্রে গ্রহাদি বশ অসুর অমর;
যে বিদ্যাপ্রভাবে দেখি যেন করতলে
বিশ্বের নিগূঢ় তত্ত্ব, এ জীবমণ্ডলে;
যে বিদ্যাপ্রভাবে ভাবী ভূত বর্ত্তমান
নিরখি প্রত্যক্ষ, আজি করি অহবান
উচ্চারি সে মন্ত্র আসি হও অধিষ্ঠান।"
এত কহি তপোধন অঞ্জলি পূরিয়া
কমণ্ডলু হতে বারি গ্রহণ করিয়া
পড়িয়া অমোঘ মন্ত্র ধীরে তিনবার
নিক্ষেপিলা দূরে। হের হের চমৎকার
দীপ্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ এক গগনে প্রকাশি
প্রগাঢ় কিরণে শশিকিরণ বিনাশি
শোভিল অমনি! স্থিরভাবে ক্ষণকাল
থাকি সে আলোক-স্তম্ভ উজ্জ্বল বিশাল
অভ্রভালে লম্বমান, জ্বলিয়া উঠিল!
ভেদি সে লাবণ্যরাশি বাহির হইল
সৌদামিনী সম এক সুরূপসী বালা,
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত চারু পারিজাত মালা।
সহসা আশ্রম বন সৌরভে স্বর্গীয়

আমোদিত হল; কুহরিল বনপ্রিয়
নানাজাতি পাখী; গুঞ্জরিল অলি;
মধুর বাদিত্র রবে পূর্ণ বনস্থলী।
সঙ্গীত-তরঙ্গ বায়ু-তরঙ্গে নাচিয়া
উথলিল চতুর্দ্দিকে; কোথায় থাকিয়া
কে বাজায় কেবা গায় দেখা নাহি যায়!
মধুর মধুর ধ্বনি মানস মজায়।
সুষুম কুসুম বৃষ্টি হল আচম্বিতে;
ষোড়শী রূপসী এক দেখিতে দেখিতে,
যৌবনতরঙ্গ অঙ্গে উথলি উঠিছে;
রূপের লাবণ্য রাশি ঝরিয়া পড়িছে;
রঞ্জিত ভাস্কর-কর নির্ম্মল নদীর
সলিল তরঙ্গ রাজী বায়ু সঙ্গে ধীর
এই ভাবে চলে ঠিক উছলে উছলে!
কি মাধুরী মোহিনীর শরীর-কমলে
লহরে লহরে ক্ষণ শিহরে শিহরে
খেলিছে ফুলিছে! বক্ষে কত রঙ্গ ভরে,
অঞ্জন-নিবিড়-নীল খঞ্জন-নয়নে
কি অপূর্ব্ব ভাবভঙ্গী বারিজ-বদনে
অংসে গণ্ডে ভালে! স্বর্ণথালা করে,
সুশোভিত দেবখাদ্য তাহে থরে থরে,
মুনির সম্মুখে আসি হৈল উপনীত!
বালকে নীরবে ঋষি করিলা ইঙ্গিত;

প্রসারিলা ক্ষুদ্র কর নরেন্দ্র-কুমার ;
প্রথমে তাঁহারে কিছু অংশ দিয়া তার
ইঙ্গিত করিলা পুনঃ করিতে ভোজন ;
আপনি করিলা শেষে ক্ষুধা নিবারণ।
অদৃশ্য হইলা দেবী। মুদিয়া নয়ন
হইলা যোগীন্দ্র পুনঃ যোগে নিমগন।
বিস্ময়ে দেখিলা শিশু বিচিত্র ব্যাপার ;
এ নহে সামান্য যোগী ! পূজিব ইঁহার
সভক্তি চন্দন পুষ্পে চরণকমল ;
সম্ভব, হবে না সেই সাধনা বিফল।
এত ভাবি বনবাসী রাজপুত্র ধীর
লাগিলা অর্চ্চিতে পদ-রাজীব যোগীর।
কখন সামান্য ফলে, কভু নীরাহার,
উপবাসে কভু যায় দিবস তাঁহার।
তুষিতে ঋষির মন যত্ন প্রাণপণে ;
মাসান্তে চাহেন যোগী উন্মীলি নয়নে !
সে দিন আশ্রমে কত অদ্ভুত ব্যাপার ;
বিস্মিত কুমার দেখে দৈব শক্তি তাঁর।
সম্বৎসর গত হল, হল না তাঁহার
ঋষির সহিত কথা ; তথাপি কুমার
না হয়ে হতাশ—দেখ মানব পাগল,
সহিষ্ণুতা, পণ শক্তি ! অবশ্য সরল
ঋষির হৃদয় তাঁর দুখ দরশনে

এক দিন হবে দ্রব, ভাবি স্থির মনে
কঠোরে কঠিন ব্রত লাগিলা সাধিতে,
বাসনা পূরাতে পণ ; নহে বা মরিতে !
কাঁদিতে সহিতে সদা যাতনা অশেষ
সত্য যে জীবের জন্ম, জানিনু বিশেষ।
সম্বৎসর গত হলে যোগী এক দিন
যথাকালে উন্মীলিলা নয়ন-নলিন।
দেখিয়া শিশুর পণ প্রতিজ্ঞা ভীষণ,
উপজিল দয়া চিত্তে,করায়ে ভোজন,
আপনি ভোজন করি, বারেক চাহিলা
গম্ভীরে শিশুর পানে ; সুস্বরে কহিলা
নিরখি সুন্দররূপে আকার প্রকার।
" কে তুমি অবোধ শিশু ? বাসনা তোমার
কহ কিবা ? মনুষ্যের অগম্য এ স্থান,
পদে পদে বিঘ্ন নানা ; কিরূপে সন্ধান
পেলে তুমি ? এ বয়সে অথবা কি দুখে
হয়েছ অরণ্যবাসী ?" পূর্ণ মহাসুখে
হৃদয়-কন্দর, শিশু লোটায়ে ভূতলে
প্রণমিলা যোগিরাজ-চরণ-কমলে।
আনন্দ উৎসাহে প্রাণ নাচিয়া উঠিল,
ঝর ঝর বারি-ধারা ঝরিতে লাগিল
নয়ন-সরোজদলে। আশার বাতাসে
বিমল বিজলীবিভা বদনে বিকাশে।

না কহিতে কথা শিশু, কহিলা তাপস
“হবে না বলিতে, তব মনের মানস
বুঝিয়াছি আমি। একি তব দুঃসাহস!
কিঞ্চিৎ নাহিক ভয়—কিসের বয়স,—
এমনি প্রতিজ্ঞা কি বা, এখনি তোমার
এরূপ ঔদ্ধত্য যদি, সময়ে আবার
কি করিবে ভেবে ভয়ে হল প্রাণাকুল!
নির্ঝরিণী-স্নিগ্ধ-বারি বন ফল মূল
যোগীর ভরসা;—ফিরে যাও নিজস্থান,—
তাহে কিসে রবে শিশু বল তব প্রাণ?”
“দয়াময়” ভক্তিভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে
আধ আধ স্বরে শিশু লাগিলা কহিতে;
“দীন হীন আমি পিতঃ! সম্পদ সহায়;
করেছে দারুণ বিধি অভাগা আমায়!
জননীর গর্ভে যবে জীবের সঞ্চার,
অসুখের সূত্রপাত সে দিন আমার,
দশমাস দশদিন জঠরে থাকিয়া
সহেছি অশেষ ক্লেশ; ভূমিষ্ঠ হইয়া
পেতেছি, করুণাময়! ক্লেশ নিরবধি।
দাসের দুঃখের, দেব! নাহিক অবধি।
শরীরের যাতনায় কি যাতনা হয়,
প্রজ্বলিত দাবানলে পুড়িছে হৃদয়!
শিশু বলে না করেন যদি উপহাস,

চরণে মনের ব্যথা করিব প্রকাশ।
অন্তর অন্তর মাঝে নিগূঢ় নিলয়ে
যথা পদ্মাসনে আত্মা, ভুজঙ্গ নিচয়ে
তীব্র বিষদন্ত দ্বারা তথায় বসিয়া
দংশিছে সতত কত বিষ উগরিয়া!
জেনেছি এখন, পিতঃ! বিধাতা পাষাণ
মৃত্তিকা ফেলিয়া দূরে—তুচ্ছ উপদান,
আশীবিষ-বিষরাশি, দগ্ধ হুতাশন,
যাতনা, হতাশা, ক্লেশ, করি আহরণ
একত্র মিশ্রিত করি নরক, শ্মশান,
এ বপু কঠিন মম করিলা নির্ম্মাণ!
মম জন্ম পূর্ব্বে মম নিবাস কান্তারে,
বাড়িয়াছে এই দেহ ফলমূলাহারে;
এই উপাদান, দেব! দেহের যাহার
আহার বিশ্রাম নিদ্রা অভাবে তাহার
ক্লেশ সম্ভাবনা কোথা? দেখেছি তাহায়
দৈবযোগে যদি দিন উপবাসে যায়,
হয় না কিঞ্চিৎ, পিতঃ! ক্লেশ অনুভব!
বরঞ্চ অসুখ-মূল সম্পদ বিভব।
প্রবল ঝটিকাঘাতে হলে সন্তাড়িত
গভীর অর্ণব, পিতঃ! স্ফীত তরঙ্গিত
তরল অনল দল, তরঙ্গ প্রবল
উঠিছে পড়িছে গর্জ্জি ঘুরিছে কেবল,

এ হৃদয়ে যে ভীষণ ভাবে অনিবার,
হয় কি ভীষণ তত সিন্ধুর আকার?
অন্তর্যামী জ্ঞানী তুমি, কি বলিব আর
বিতরি করুণা দাসে কর দেব! পার।
করেছি প্রতিজ্ঞা তাহা হবে না লঙ্ঘন,—
মরিয়া অর্পিব দেহে নূতন জীবন।"
নিস্তব্ধ বিস্ময়ে ঋষি করিয়া শ্রবণ
শিশুর বদনে এই বেদের বচন!
নীরবে রহিলা বসি; ভুবন উজলি
অথচ খেলিল মৃদু হাসির বিজলী
গম্ভীর আননে! উত্তরিলা অতঃপর,—
" শিশু তুমি তাই এত হয়েছ কাতর।
অল্পেতে অধিক বোধ শিশুর শরীরে;—
তাই বলি উপদেশ শুন তুমি ধীরে;
উদ্যত করিতে কেন অসাধ্য সাধন?
হয় নাই, হইবার নহে যা কখন,
সে কার্য্য সাধিতে কেন বৃথা অভিলাষ?
শান্ত হও, ধৈর্য্য ধর, ত্যজি এ প্রয়াস
ফিরে যাও নিকেতনে; আপনি তনয়,
জুড়াবে মনের জ্বালা, আসিলে সময়।"
নীরবিলা যোগিরাজ; একি সর্ব্বনাশ!
বদনে ললাটে নেত্রে হইল প্রকাশ
প্রদীপ্ত দামিনী শত ছটা অকস্মাৎ।

কহিলা অবোধ শিশু অশনি-সম্পাত ঃ—
"শিশু আমি সত্য, দেব! শিশু বলে আজ
করিলে দাসেরে ঘৃণা তুমি যোগিরাজ!
ভবাদৃশ ঋষিমুখে—হে ঋষি অজ্ঞান,
আজো অন্ধতমাচ্ছন্ন, পাইনু প্রমাণ,
তব জ্ঞান-চক্ষু,—আজ করিয়া শ্রবণ
প্রতিজ্ঞার পদতল নহে এ ভুবন,
হইনু ব্যথিত অতি; বৃথাই যাপিলে
বিপিনে জীবন যোগি! কি ফল লভিলে!
তুমি না যদ্যপি যোগে পার তপোধন,
দেখিবে অসাধ্য শিশু করিবে সাধন!—
যাহোক্ তা হোক্ পিতঃ! করিব দর্শন—"
উঠিল অদূরে ঘোর গভীর গর্জ্জন
এমন সময়ে; কাঁপাইল মুনি মন;
"যাহোক্ তাহোক্ পিতঃ!" রাজেন্দ্র-নন্দন
অবিচল-চিত্তে কিন্তু লাগিলা কহিতে—
"কি মন্ত্র সাধিলে হব সক্ষম দলিতে
বাসবের অহঙ্কার—" উঠিল আবার
গভীর গভীর শব্দ, কাঁপিল কান্তার;
কিছুতেই গ্রাহ্য নাই, ভূপতি-তনয়
কহিলা "সে মন্ত্র শিক্ষা দেহ মহাশয়।"
শত বজ্রপাত তুল্য আবার নিনাদ;
সভয়ে পলাবে ঋষি গণিয়া প্রমাদ;—

ক্ষুধার্ত্ত কেশরী এক মহালম্ফ মারি,
সম্মুখেতে উপস্থিত আবার চীৎকারি ;
ব্যাদানি বিকট মুখ প্রকাশি দশন,
বাহিরিতে আসিতেছে জ্বলন্ত লোচন।
নীরবে ভূপতিপুত্র নির্ভয় অন্তর
আক্রমিলা পঞ্চবক্তে্র, বাধিল সমর।
বিপুল বিক্রমে হরি নখর-প্রহারে
বিদীর্ণ করিল অঙ্গ; শতশত ধারে
সর্ব্বাঙ্গে শোণিতস্রোত স্রোতস্বিনী বয় !
ভ্রূক্ষেপ কিছুতে নাই, নরেন্দ্রতনয়
আকর্ষি পারীন্দ্রপদ মারিলা আছাড়,
ভাঙ্গিল মস্তক, স্কন্ধ ; চূর্ণ হল হাড় !
বিস্ময়ে দেখিলা যোগী দূরেতে থাকিয়া
বালকের পরাক্রম ; আদরে ডাকিয়া
বুলাইলা পদ্মহস্ত শরীরে তাঁহার ;
লুকাল দশন-ক্ষত, নখর-প্রহার !
" ধন্য তুই, ধন্য তোর জননী জনক,
অসাধ্য সাধিতে তুই পারিবি বালক।"
বলিয়া সুপক্ক ফল আনি তপোধন
কল্কীদেব করে দিলা করিতে ভক্ষণ।
আনন্দে প্রণমি শিশু সে ফল খাইল ;—
কি গুণ সে ফল ধরে সেই সে জানিল।
কিছু না বলিয়া আর ধীর তপোধন,

বসিলা যোগেতে পুনঃ মুদিয়া নয়ন।
এই ভাবে মাস কত, সম্বৎসর গত,
আর কোন কথা নাই। কুমার সতত
না হয়ে হতাশ, পণ করিয়া জীবন
লাগিলা পূজিতে যত্নে ঋষির চরণ।
এই ভাবে কত কাল হইলে অতীত,
কঠিন ঋষির মন হল দ্রবীভূত।
বুঝাইলা বিধিমতে সে বিজন বন
পরিহরি মাতৃপাশে করিতে গমন।
বৃথায় নিষেধ আর বৃথা অনুরোধ,—
বুঝে কি বুঝালে কভু বালক অবোধ ?
দয়া উপজিল মনে, আশ্রমে রাখিয়া
তন্ত্র মন্ত্র, যোগ যাগ, সদয় হইয়া
লাগিলা শিখাতে। গুরুপদে রাখি মন
লাগিলা শিখিতে সুখে ভূপতি-নন্দন।
এইরূপে তন্ত্র-মন্ত্র-মর্ম্ম সংগ্রহিয়া
দূর শৃঙ্গে গিয়া পর্ণ কুটীর রচিয়া
(গুরু অভিপ্রায় মত) ভুলি ভোগাভোগ
এক ধ্যানে এক মনে আরম্ভিলা যোগ।

ইতি শ্রীঅদৃষ্ট-বিজয়ে কাব্যে যোগারম্ভো নাম
দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

তৃতীয় সর্গ।

দ্বিজবংশ-অবতংস বেদ-পরায়ণ—
বেদব্রত বিষ্ণুযশঃ রাজকুলমণি
সাক্ষাৎ ব্রাহ্মণ্য তেজঃ গাম্ভীর্য্য গরিমা
দয়া ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান—ধীমান শ্রীমান—
কে জানিত হবে তাঁর এরূপে পতন ?
যৌবনে যুবতী সতী পতিহীন যথা
শ্রীভ্রষ্ট সম্বল রাজ্য ! শুষ্ক সরোবরে
না খেলে সরোজদলে সারস মরাল !
অদৃশ্য থাকিয়া সদা বেষ্টিয়া নগর
কভু ভ্রমি শূন্যপরে, ইন্দীরা সুন্দরী
রাজকুল-কমলিনী কাঁদেন সতত
বদ্ধ মহামায়াজালে। দেখেছিল তাঁরে
কত লোক কত দিন ভোগবতীতীরে,
পুণ্যবতী নদী, বসি শশিমুখী ভাসি
শোক-সিন্ধুজলে তটিনীর ধ্বনি সহ
মিশায়ে বিলাপ-ধ্বনি গঞ্জিতে বিধিরে !
এইরূপে মনোদুঃখে কাঁদি কত কাল
সরোজাক্ষী রাজলক্ষ্মী যাপন করিয়া
নৃমণিমঙ্গলহেতু হইলা চিন্তিত।

" কত কাল এইরূপে " বলিতে লাগিলা
" কাঁদিব এমনে, হায়! বিপক্ষ সকলে
মহীপালে; মনোব্যথা কারে জানাইব?
ভক্তি সহকারে সদা বিস্তর যতনে
করেছেন নৃপমণি মম উপাসনা;—
বদ্ধ আমি কারাগারে! কেমনে শৃঙ্খল—
প্রহরী সতত ধর্ম্ম—দেখি কোন্ দোষ,
ছিঁড়ি যাই পলাইয়া? যাই যথা পিতা,
না ত্যজেন তিনি যদি আত্মজা ভাবিয়া,
নিবেদি তাঁহারে দুঃখ। দেবকন্যা আমি,
পূজনীয়া দেবনরে, সমভাবে সবে
করে মম আরাধনা; অদৃষ্টের দোষে
না পাই আমারে লোক, চঞ্চলা বলিয়া
সতত গঞ্জনা দেয়! করেছিনু বাস
সুখে না কি ইচ্ছা করি বৈজয়ন্ত ত্যজি
অতল পাতালে? এ গঞ্জনা মম ভাগ্যে
কোন্ বিধি মতে? দেখাইব এক বার
চঞ্চলা কমলা নয়, ভক্তি থাকে যদি
দাসীরূপে বাঁধা লক্ষ্মী থাকে নিরবধি।
অবতরি জ্যোতিরূপে নিশার স্বপনে
দিয়াছি ইঙ্গিত রাজরাণীরে কাননে
উদ্ধারিব রাজবংশ; সেই ধ্যান ধরি
করিতেছি কুমারের সতত কল্যাণ।

ওজস্বিতা তেজস্বিতা স্বাধীন-চিত্ততা,
সাহস উৎসাহ বল উদ্যম-শীলতা
স্বজাতি-প্রিয়তা পণ প্রতিজ্ঞা সংঙ্কল্প
সরলতা সহিষ্ণুতা পরোপকারিতা
শৈশবে কোমল ক্ষেত্রে বীজমন্ত্র যত
রোপিয়াছি হৃদে তার! সে সঙ্গে দিয়াছি
ভক্তি দেব প্রতি, যাগযজ্ঞে অনুরতি।
পালিয়াছি পুত্ররূপে; দেখিয়া কুমারে
কে কহে মানব তাহে! দুধের বালক
কিন্তু তেজঃপুঞ্জ কত; বিশাল হৃদয়
বদ্ধ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, যোগে মগ্ন শিশু!
হয় নাই ব্যর্থ মম মমতা যতন।
ফলমূল পুষ্প অন্বেষণে বনে বনে
ভ্রমি, যবে কমনীয় মুখ-সরোসিজ
পড়িত ঢলিয়া, স্বেদবারি সর্ব্ব অঙ্গে
হত বিগলিত, অবতরি সে বিপিনে
আদরে জননী-বেশে হয়ে অধিষ্ঠান
করাতাম স্তনপান; জলহীন স্থলে
সৃজিতাম সরোবর, জুড়াতে শরীর
সলিল-শীকর-বাহী সমীরণ ধীর
সঞ্চরিত; মম ভয়ে ছিল অনুকূল
নাগেন্দ্র, ভল্লূক, অহি, মৃগেন্দ্র, শার্দ্দূল
শিশু প্রতি, দেখি তার সাহস বিক্রম

পালইত ফেরুরৎ! মম তুঙ্গবলে
আজি অনাহারী শিশু তুঙ্গ শৃঙ্গাচলে!
দেখুক—সম্ভব, সিদ্ধ হবে মনস্কাম;
যোগবলে পারে যদি জাগাইতে নাম।
দেখাক—যদ্যপি পারে, যোগের মহিমা,
যত্নের রতন ফল, দেখাতে ভূতলে;
দেখাক্—যদ্যপি পারে, মাটির পুতুল,
চেষ্টা যদি থাকে, হয় দেব সমতুল।"
জ্যোতিশিখারূপে চারু এরূপ চিন্তিয়া
চমকিয়া লোকত্রয় বাহিয়া বিমানে
চলিলা কেশব-প্রিয়া, মরাল-বাহিনী;—
পিযূষসলিলা শূন্যে সুর-তরঙ্গিণী;
কাত্যায়নী-হৃদে যথা দুলে মুক্তাহার;
হরির উরসে, রমে! কিংবা তব হাসি খেলা!
উপনীত পদ্মালয়া যথায় অর্ণব
উত্তাল তরঙ্গ সঙ্গে ছিলেন ঘুরিতে
গভীর আবর্ত্তে। অগ্রসর হল উচ্চ
বীচিমালা ধরি, শান্ত সহাস্য মূরতি
দেবীরে দেখিয়া, তাঁর ধুয়াতে চরণ।
প্রবালে খচিত বর্ত্ম—মুকুতা-সোপান,
চলিলা সে পথে দেবী। সুবর্ণ দেউল
দেখিলা সুন্দর পুরী স্ফটিক-গঠিত,
চারু-কারুকার্য্যময়। তাল মান লয়

সঙ্গীত-বাদিত্র-ধ্বনি কোকিল কূজন
আনন্দ রহস্যে ভাসি পুষ্প পরিমলে
ভ্রমিতেছে বালাব্রজ রূপের প্রতিমা ;
হাসিলে হেলায় গজমুক্তা-রাজি ঝরে।
চঞ্চল বরুণ দেব বারুণীর সহ
প্রস্রবণ পাশে এক মুকুতার বনে
ছিলেন বসিয়া ; উপনীত ইন্দুমুখী
ইন্দীরা সেখানে ; আভাহীন ইন্দীবর
অনিন্দ্য নয়ন ; নাহি সে মধুর ভাব
অরবিন্দাননে ; এলায়িত কেশপাশ
জীর্ণ শীর্ণকায় ! ডুবি নিরানন্দ-নীরে
বসাইয়া নন্দিনীরে, জিজ্ঞাসিলা সিন্ধু
রত্নাকর—"কেন, বৎস ! এ বেশ তোমার ?
দুকূল আকুল কেন, চঞ্চল কুন্তল
কেনবা, আনন্দময়ি ! রত্ন আভরণ
নাহি অঙ্গে ? কেন বক্ষঃস্থল অশ্রুনীরে
হতেছে প্লাবিত ? লক্ষ্মীর এ অলক্ষণ
সামান্য কারণে নয় সম্ভব কারণ !"
নীরবে পিতার বাক্যে নিশ্বাস ত্যজিয়া
করুণ কোমল স্বরে ইন্দীরা কহিলা ;—
"কি আর কহিব, পিতঃ ? বাম আমাপ্রতি
বিধি, মনঃ-আশা জানি হবেনা সফল ;
তথাপি বুঝেনা মন—অবলার মন।

হলনা সাহস, পিতঃ! জানাতে তাঁহারে
একেবারে; তব পাশ, তাই আসিয়াছি;
পিতা তুমি, পিতঃ! কি আর অধিক কব?
জান মনোব্যথা; করি কৃপা, নিবারণ
কর তাহা, এই নিবেদন পদে তব।"
নীরবিলা মুছি অশ্রু। হাসিয়া তখন
উত্তরিলা যাদঃপতি, সতত চঞ্চল
বারুণীর পানে চাহি—"শুনিলে তোমার
দুহিতার কথা?—ধৈর্য্য ধর শান্ত হও,
কিজন্য বিকল, বৎস! হতেছ এমন?
যাও রাণী যাও, দাও আনি কমলারে
সুখাদ্য কিঞ্চিৎ, বাছা করুক ভোজন।
কূর্ম্মসনে কুম্ভীরের সমর হইবে
দেখিবে কৌতুক চল; মহা মহোৎসব
প্রশান্ত সাগরে আজ; মধুর গম্ভীর
গাইবে অশনি, ভাসি সৌদামিনী ধীর
কালকাদম্বিনী কোলে লহরে লহরে
খেলিবে সে উন্মাদিনী; জলধরদল
বাজাবে বাজনা; নাচিবেন ধ্রুবপদে
আপনি সুনৃত্যকর নিদাঘ পবন,
ভীমাকারে ভীমভাবে বাড়ব জ্বলিবে
নক্র চক্র মীন সর্প পুড়িবে ভৈরব!—
ভাল কথা মনে, রাণি! কমলারে লয়ে

উত্তর সাগরে চল ; রাশীকৃত হয়ে
শোভিছে ধবলকায় তুষার অচল
রঞ্জিত ভাস্কর ভাতি, জুড়াইবে আঁখি
দেখি সে পরম শোভা !—মুরলা কোথায়
গেছে চলি, ডাক তারে অতি প্রয়োজন
আছে মম।—দেখ দেখ ঝরিছে কেমন
মুক্তারাশি শুক্তিগিরি হতে! বল বল
বরদা ত আছে ভাল ? সমস্ত মঙ্গল
গোলকের ?—অই দেখ আসিছে শর্ব্বরী
রমারে লইয়া সঙ্গে, যাও প্রাণেশ্বরি !
গৃহমাঝে, ক্লান্ত বাছা পথ পরিশ্রমে।"
" ক্লেশ মম পথে " উত্তরিলা বিশ্বরমে
" হয় নাই পিতঃ ! ত্যজ চিন্তা সে কারণ।
উৎসব দেখিতে সাধ নাহিক কিঞ্চিৎ।
দুখিনী ভাবিয়া কর দুখের সংহার,
এই ভিক্ষা মাগি পিতঃ ! চরণে তোমার।"
কহিলা প্রচেতা হাসি " হাসালে কমলে "
ত্রিলোক-ঈশ্বরী তুমি, এ বিশ্ব-মণ্ডলে
কার সাধ্য ব্যক্ত করে মহিমা তাঁহার,
ইচ্ছায় পালন, বৎস ! সংহার সৃজন
সুবিদিত বেদে যাঁর ! অসুর অমর
আরাধনা ভক্তিভাবে যে পদরাজীব
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর করে নিরন্তর

সম্ভবে কি বৎস! কভু অশিব তাঁহারে ?
কেবা তব পিতা মাতা ? তবে দয়া করি
আমারে যে বল পিতা গোলক-ঈশ্বরি !
দয়া সে তোমার। তব দুঃখ প্রতিকার
করিব কমলে ! কহ কি শক্তি আমার ?
অথবা কি দুঃখ তব, বৃথা আপনারে
ভাবিছ অসুখী।" এত কহি নীরবিলা
পাশ-হস্ত। ধীরে ধীরে ইন্দীরা কহিলা—
সজল কমল-আঁখি নিশ্বাস ত্যজিয়া—
"জানিতাম আমি, পিতঃ! এ মনের আশ
হবে না সফল।" "কেন ?" বরুণ কহিলা ;
"কমলে! কি জন্য তুমি ত্যজিলা নিশ্বাস ?
অন্য মনে ছিনু, পুন কহ অভিলাষ ;
কি কহিলে—তোমাপ্রতি রুষ্ট পীতবাস ?"
আশ্বাসে বিশ্বাসি শ্বাস প্রশ্বাস সম্বরি
আরম্ভিলা মৃদুস্বরে বিশ্বের ঈশ্বরী—
"কি কব তোমারে, পিতঃ! জান তুমি সব ;
শঠতা করিয়া বিনা দোষে আখণ্ডল
নৃপকুলরত্ন দ্বিজ বিষ্ণুযশঃ ধীর
সদা পুণ্যব্রতে রত, বিধিমতে তাঁর
করিলা লাঞ্ছনা! ভক্তিপাশে পিতা তব
বদ্ধ এ কমলা ; তার চিন্তা চিন্তি সদা
আকুল অন্তর। উদ্ধারিয়া পিতৃরাজ্য

কেমনে কুমার পুনঃ জাগাইবে নাম,
চঞ্চলা কমলা, এই দুর্নাম আমার
কিরূপে হইবে দূর, ধর্ম্মের সম্মান
কিরূপে থাকিবে, পিতঃ কর অবধান।”
কহিলা গম্ভীরে সিন্ধু ক্ষণেক চিন্তিয়া—
“ শুনিনু সকলি বৎস! জানিও সকলি;
কিন্তু, বাছা, ইন্দ্র-আদি দেবতামণ্ডল
বিপক্ষ যাঁহারে, হায় কি মম শকতি
সাপক্ষ তাঁহার হব? ন্যায় বা অন্যায়
জানি না, অর্ণব তথা যথায় বাসব।
ভাগ্যের অদ্ভুত লিপি—দেবে কি মানবে
কভু কি সম্ভব, বৎস! সে লিপি খণ্ডন?
ত্যজ পরিতাপ, নিবারণ অশ্রুজল
কর জগদম্বে! কাল, বৎস! মহৌষধ,
হবে নিবারণ কালে তব মনোদুখ।
কাঁদিও না আর বৃথা, যাও গৃহে যাও;
কিঞ্চিৎ আহার করি হৃদয় জুড়াও।”
“ খাব না কিছুই পিতঃ! এখানে রব না,
পারি যদি কভু জুড়াইতে মনজ্বালা
হাসিমুখে আসি পুনঃ পাদুখানি তব
পূজিব যতনে; জন্মশোধ নহে আজি
লইনু বিদায়।” এত কহি রাজলক্ষ্মী
উঠিলা যাইতে; দুনয়নে ঝর ঝর

ঝরিল সলিল-ধারা সহস্র ধারায় !
অকৃতজ্ঞ নরজাতি দেখ কি দেখিল
জগৎ-জননী লক্ষ্মী মানবের তরে
কাঁদি আজ পাগলিনী ! চুম্বি বিম্বাধর
করে ধরি কমলার আদরে বারুণী
নিন্দিত নির্ঝর-ধ্বনি কোকিলের স্বর,
নিন্দিত বাণীর বীণা মধুর নিক্বণ
বসন্তে নিকুঞ্জে কিংবা ভ্রমর গুঞ্জর
কহিলা—" কমলে ! কেন হতেছ উতলা ?
সাধে কি মানবে কহে চঞ্চলা তোমারে ?
মুছ আঁখি, শান্ত হও।" বলিয়া অঞ্চলে
চঞ্চলা বরুণ-প্রিয়া নয়ন কমল
দিলা মুছাইয়া। " কত জ্বালা রমণীর
কে বুঝে রমণী বিনা ? অল্পেতে অস্থির
হে নাথ ! রমণী নয় যেমন পুরুষ !
পুরুষ বিশুষ্ক তৃণ, না ছুঁতে দাহন
অমনি জ্বলিয়া উঠে—সতত গরম
প্রকৃতি তাঁহার, কান্ত ! অশান্ত বিষম !
রমণী অবলা—কিন্তু সহিষ্ণুতা তার
ধরণীর পানে চাহি দেখ বিচারিয়া ;
শত বজ্রঘায়, নাথ, বিদীর্ণ যদ্যপি
অবলাবালার বুক হয় নিরন্তর
কে পারে জানিতে ? বসি ক্বচিৎ বিরলে

নিতান্ত অসহ্য হলে ভাসে আঁখি জলে !
রমণী অনল নয় ; প্রকৃতি তাহার
অতি ধীর অতি স্নিগ্ধ ;—আছ হে বিদিত
হা নাথ ! প্রণয়ী তুমি, হৃদয় জীবন
যখন বিষম বিষে হয় প্রজ্বলিত
বিমল বদন-চন্দ্র দেখিলে তাহার,
অমৃত পরশে যথা, ভাসে কি না প্রাণ
সুখের সরসে ; যত জ্বালা পরিতাপ
অমনি জুড়ায় কি না, কহ প্রাণেশ্বর !
পাবক-নির্ব্বাণকারী ঔষধ রমণী।
কমলা অল্পেতে কভু, তাই, গুণমণি,
বলিছে তোমারে, হয় নাই বিচলিত।
দেখ দেখি, প্রাণনাথ !—আমরি কিঞ্চিত
হলনা হৃদয়ে তব দয়ার সঞ্চার
নিরখি মলিন মুখচন্দ্রমা রমার !
এ নয় সামান্যা কন্যা নাথ ! হে তোমার,
সৃষ্টির পরম শ্রেষ্ঠ—বিশ্ব-অলঙ্কার !—
মা বিনা মায়ের জ্বালা কেবা বুঝে আর !”
নীরবিলা বারীন্দ্রাণী। অর্ণব কহিলাঃ—
“কমলা অবোধ মেয়ে, আদরের ধন
জানি তা প্রেয়সি ! তুষিতে তাহারে
করিও যতন সদা। অবোধ হইব
অবোধ অবলা সনে—অবলে আমার,

কোন্ ছলে? কোন্ ছলে অথবা করিব
অপমান অমরের? কি দুঃখ রমার
দেখিলে, দেখিয়া দুঃখ, বল একবার।
বালিকা হৃদয়, প্রিয়ে! সতত তরল—
জাননা লক্ষ্মীর মন চঞ্চল সতত?
কমলা চঞ্চলা নামে মর্ত্ত্যে পরিচিত;
সে চঞ্চল চিতে তার কল্পনা-হিল্লোলে
হাঙ্গর মকর নক্র পূর্ণ চক্র দল
তরল তরঙ্গ কত উত্থিত পতিত
কে করে গণনা? বুঝে কেবা মর্ম্ম তার?
কল্পিত অসুখ দুখ প্রেয়সি! রমার!
ব্রহ্মার পরম ব্রহ্ম বিষ্ণু যার পতি
তাহার অসুখ দুখ—ক্ষান্ত হও প্রিয়ে!
একথা শুনিলে হই অজ্ঞান হাসিয়ে।
মানিনু পুরুষ প্রিয়ে বিশুষ্ক ইন্ধন
নারী কিন্তু সর্পিঃ আর অনল আহুতি।"
চঞ্চল প্রবল সিন্ধু এ কথা বলিয়া
মত্তানিল সঙ্গে রঙ্গে উঠিলা নাচিয়া!

বিষাদে বিরস প্রাণ বারিজবদনা
সজল-নয়না রমা ত্রিলোক-ঈশ্বরী
কহিলা "জননি! তবে করি মা গমন
সাধ যদি পূরে কভু আসি পুনর্ব্বার
পূজিব আসিয়া পদ, দেহ মা বিদায়,

নতুবা জন্মের শোধ অভাগী রমারে।”
দেখিয়া গমনোন্মুখী রমারে অর্ণব
কহিলা মধুর মন্ত্রে “একান্ত নির্দ্দোষ
হইলে রাজেন্দ্র বৎস ! কভু কি ঘটিত
অশিব ঘটনা ? ধর্ম্মহীন নহে দেব ;
নিন্দিও না বিনা দোষে তনয়া আমারে ;
বিবাদী ত্রিলোক-পতি, অদৃষ্ট যাহারে
কে রক্ষে তাহারে ? পার যদি যাও বৎস,
বুঝাও জগৎপতি পতিরে তোমার।
অথবা আরব্ধ লক্ষ্মী আলয়ে যাহার
কিসের অভাব তার ? শোকদুঃখ জরা
পারে কি সে গৃহে যেতে ? অথবা জানত
আপন বাঞ্ছিত বৎস ! করেছ কল্পিত
অন্তরে অন্তরে সব, চঞ্চলা কমলা
ঘুচিবে গঞ্জনা তব, ফল বাসনার—
অন্তর্যামী তুমি বৎস ! জানত সকল।
তবে এ বিষাদ কেন ? তুষ্ট আশুতোষ
রাজপুত্রে, কর তুষ্ট কৃষ্ণে তুমি, হবে
নষ্ট দুষ্ট গ্রহ ; আর করিতে কল্যাণ
পারি ত সময়ে আমি হব অধিষ্ঠান।”
কিঞ্চিৎ হইয়া শান্ত অচিন্ত্য-রূপিণী
চলিলা চিন্ময়-চিন্তা বৈকুণ্ঠ-গামিনী।
অপূর্ব্ব আলোকপুঞ্জে উজ্জ্বল শীতল

স্বর্গীয় সৌরভপূর্ণ শোভিল বিমান,
শত কোটি সৌদামিনী যেন এক স্থান।
ইতি শ্রীঅদৃষ্টবিজয়ে কাব্যে রাজলক্ষ্মীর্নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

চতুর্থ সর্গ।

দ্বিরদগামিনী, ধীরা সৌদামিনী-রেখা
সুস্নিগ্ধ সুন্দর, নীল বিমানমণ্ডলে
আনন্দিয়া ইন্দুমুখী ইন্দীরা সুন্দরী
লাগিলা চলিতে। নীলোজ্জ্বল রত্নাকর
মণ্ডিত লহরিমালা, সম্পৃক্ত সরস
সায়াহ্ন ভাস্কর-ভাতি, সজ্জিত বিপুল
অট্টালিকা সমাকীর্ণ নগর সদৃশ
পোতাবলী, ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র হ্রদ প্রায়
শোভিল সুদূরে, কিংবা ক্ষুদ্র নীল বিন্দু
ইন্দুভালে! প্রশান্ত-মূরতি সিন্ধু, যথা
মধুর মাধবে রক্ত অরবিন্দদলে
মধুমুগ্ধ মধুকর! হেমাভ বসুধা;—
সিন্দূর সুন্দর ফোঁটা সর্ব্বাণী ললাটে,
তামসী-সর্ব্বরী-শাঁথে কিংবা সুখ তারা।
দেখিলা ইন্দীরা ক্রমে সুদূর অম্বরে
বেষ্টিত গ্রহাদিগণে স্থিত প্রভাকর
জ্যোতির্ম্ময়; জ্যোতিরাশি ছুটিছে চৌদিকে

শিখারূপে ; ঘুরিছে নিঃশব্দে গ্রহ তারা
বেষ্টি এ বিশাল কেন্দ্রে, (মাধবে যেমতি
ব্রজাঙ্গনা ব্রজপুরে,) অতি দ্রুত গতি
নিজ নিজ বর্ত্মে, মতিগতি পরাভবি ;
আর যে দেখিলা কত অনন্ত আকাশে
সূর্য্য কোটি কোটি, বদ্ধ মাধ্য-আকর্ষণে
কব তা কেমনে ? রাখি বামে সূর্য্যধামে
রমা, রূপে রমণীয়া রমিয়া ত্রিলোক—
চলিলা ; অদৃশ্য ধরা হইল ক্রমেতে।
ক্রমেতে বিশাল শূন্যে খদ্যোতিকা প্রায়
শোভিলা মরীচিমালী ; রহিল দক্ষিণে
যক্ষপুরী, রক্ষরাজ মকরাক্ষ সনে
হরিলা এখানে, মুগ্ধ সম্মোহন শরে,
ভাদ্রবধূ ! বিধুমুখী, বক্ষবিলাসিনী
কেশবের, দেখিলা সম্মুখে স্বর্ণগিরি,
রাজলক্ষ্মী, অপ্সরীর কেলি-কুঞ্জবন।
পীন-পয়োধর-ভার-ভারী, বিম্বাধরা,
নিতম্ব নিবিড়, জিনি রম্ভা উরুবর,
ডম্বুর ভঙ্গুর কটি, কম্বু জিনি কণ্ঠ,
শম্ভু যোগাসন নাভি-অম্বুজ অনুপ,
কষিত-কাঞ্চন-কান্তি—ভ্রান্তি পদে পদে—
অথবা চম্পক, সুবলিন বাহুলতা,
ললাট নিটোল—নিভ তৃতীয় চন্দ্রমা,

সীমন্তে সিন্দূরবিন্দু নিতান্ত মধুর।
নবজলধর কেশ, বেশ অপরূপ ;
সুষুম কুসুম কুন্দ দশন উজ্জ্বল ;
তিলক ত্রিলোকজয়ী, নেত্রনীলোৎপল
ঢল ঢল ভাব তাহে—অমৃত গরল ;
ভুরূচাপ ভঙ্গিমা অশেষ ; নাসিকায়
গজমুক্তা দুলে ; পশি সরস সরসে
হরষে সুরতে রত—রহস্য বিলাস ;
গাইছে, নাচিছে, মৃদু বাজিছে বাজনা,
তালমান লয়ে কেহ, সুস্বর লহরী
উঠিছে, ছুটিছে মন্দ গন্ধবহ সহ
চৌদিকে ; কেহ বা তুলি ফুল গাঁথি মালা
পরিছে আদরে, কণ্ঠে, গলে কবরীতে
মধুমতী ; কোন সতী স্রোতস্বতী তীরে
কল-নিনাদিনী, বসি হাসিমুখে সুখে
দেখিছেন জলখেলা ; কাল নীল জলে—
স্বচ্ছ, সুনির্ম্মল, প্রতিবিম্বিত সুন্দর
রূপসীর রূপরশ্মি, দর্পণে যেমতি
চিত্র, চিত্রলেখা লেখা, শান্ত বীচিমালা
উঠিছে পড়িছে, পদ্ম কুমুদ কহ্লার
যেন বিকসিত, শ্বেতরক্ত নীল পীত
কোকনদ আদি জলপুষ্প, অনুভব
দেখি ভাবে ! ঊর্ম্মিকোলে দোলে কালভৃঙ্গ

রঙ্গভরে, রঙ্গমতী আঁখি প্রতিবিম্ব ;
হাসে রোধে রাশি রাশি সিকতা যেমতি
ত্বিষাম্পতি-তেজে, চারু যৌবন-মুকুতা ;
খেলে রাজহংসকুল ! ছাড়ায়ে সে দেশ
চলিলা অচিন্ত্যরূপা, রতি সনে যথা
বসেন মন্মথ ; মনোহরা পুরী ক্রমে
শোভিল সম্মুখে, সবিস্ময়ে সুলোচনা
সম্বরিয়া গতি, ক্ষণ দেখিলা আনন্দে
সুন্দর মদনরাজ্য-সৌন্দর্য্য পরম।
চৌদিকে নির্ম্মল-ক্ষীর প্রশান্ত সাগর
মধ্যে শতদলরূপা অপূর্ব্ব নগরী
মণিময় ! সেই মণি কঠিন প্রস্তর
নহে বা অঙ্গার ; অতিস্নিগ্ধ, সুকোমল—
কল্পনা তুলনা তার কল্পিতে অক্ষম,
নবকিসলয়-কান্তি, মধুর মাধুর্য্য,
সুকোমল কমলের ললিত লালিত্য
সুধাংশুর অংশুমাখা সে মণি অতুল
তিন পুরে ; অমৃতের লাবণ্য সৌরভ
প্রতিস্তরে,—ঝরে, ধায় ধীরে ধীরে ধীর
সমীরণ-ভরে মোহি ভব ! অপরূপ
এই পুরী, নিত্য সুখধাম, সাজাইলা
স্বভাবের মনোজ্ঞ ভূষণে বিশ্বপতি
তুষিতে রতিরে। কুঞ্জবন, উপবন,

তটিনী, তড়াগ কত এই রম্য স্থলে
রমণীয় ; বিবিধ বিহঙ্গ মনোরঙ্গে
করে গান ; উড়ে অলি করি গুঞ্জনাদ
মধুলোভী ; শাখীশাখে সুখে নাচে শিখী
নিরখি নবীন মেঘ, পুচ্ছগুচ্ছ খুলি
তুলি ইন্দ্রধনু, শিখিনীর সহ, পূরি
কেকারবে বনস্থলী ! নয়ন-রঞ্জন
অঞ্জন নয়ন নাচে খঞ্জনী খঞ্জন ;
সলিলে সফরী খেলে ; অনন্ত বসন্ত
বিরাজিত তথা শরতের মধুরতা
মাখি ; তরুলতা সদা মঞ্জরিত,—ফল
ফুলে অবনত মধুময় ; ইন্দীবর
কুমুদ, কহ্লার আদি জলপুষ্পরাজি
সরোবর শোভা করি বিকসিত সদা।
অলঙ্কৃত ধরাতল নবদূর্ব্বাদলে।
সুমন্দ সঞ্চরে নিত্য দক্ষিণ অনিল ;
তর তর করে পত্র, ঝরে সুধাধারা।
মনোজমোহিনী রতি পতি সনে হেথা
করেন বিরাজ। সাজি ফুল্ল ফুল-সাজে
ভ্রমেন কন্দর্প কভু, সতীরে সাজায়ে
মনসাধে, ফুলশর ফুলশরাসনে
যোজি ভ্রমরের গুণে, বিলম্বিত পৃষ্ঠে
তূণ, পূর্ণ খরতর কমনীয় শরে—

বিশ্বভেদী ! সুখোৎসব সতত এখানে।
রতির বিভব দেখি বিস্মিত কমলা
লাগিলা চলিতে পুনঃ ; মানস সকাশে
উদিল অমরাবতী। ঘেরি দ্বারদেশ
ঘর্ঘর নির্ঘোষে স্নিগ্ধ ঘুরিছে নিয়ত
কালচক্র;—স্বপ্ন নাহি পারে প্রবেশিতে।
দেখিলা উত্তরে রমা কেশব-বাসনা
কৈলাস, বিলাস-ক্ষেত্র ভব ভবানীর—
রম্য স্থান ভবতলে ; দেখিলা পশ্চিমে
মানস-সরসে ফুল্ল শতদলাসনে
হৃদিপদ্ম-যুক্ত-কর আসীন নীরবে
প্রজাপতি ; ভাবিছেন কি প্রকারে কোথা
সৃজিবেন কি প্রকার নূতন জগৎ ;
কিরূপ নূতন জীব সে রাজ্যে অথবা
ভুঞ্জিবে আনন্দ ; দেব নর দৈত্য, কিংবা
কার সহ সৌসাদৃশ্য থাকিবে তাহার।
ভাবিছেন—সে ভাবনা সনে সেই ক্ষণে
ফুটিয়া ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ নূতন জগৎ—
রবি, শশী, কেতু, তারা, ছুটিছে চৌদিকে
জ্যোতিষ্মান্ ! বসি তার মাঝে নরলোকে
নর যথা, জীব নানা জাতি, নানা বর্ণ
নানাধর্ম্ম-উপাসক। কতবা জগৎ
ডুবিছে প্রলয়ে কোটি কোটি প্রাণী সহ

একদিকে। এ পুরীর পাশে হাসে বসি
কালহাসি, মহাকাল, অসীম অনন্ত,
তনুছায়া, আসি তায় মিলিছে নিয়ত
পরমাণুরাশি। বামে অগ্নিপুরী, সদা
জনশূন্য, তৃণলতা নাহি তরু ছায়া;
বসি বায়ুসখা, কিন্তু নাহি দেখা কভু,
পবনের, লৌহ গৃহে প্রাচীন ব্রাহ্মণ—
বীতহোত্র, সযতনে রক্ষিত বদনে
ব্রহ্মবীজ। "হা মানব!" ভাবিলা বিষাদে
বিশ্বমাতা, "হেন নিধি নারিলা রক্ষিতে!
কার দোষ, হে ব্রাহ্মণ, দোষী বিধাতারে
কর বৃথা; নিজদোষে হারায়েছ সব,
জ্ঞানহীন, দীন যথা অমূল্য রতন
না পারি চিনিতে হায়! কাচ ভ্রমে ত্যজে
অবহেলে! এ ব্রাহ্মণ্য তেজ, দ্বিজরাজ,
সাধিল অসাধ্য কত; শোষিলা বারিধি
এ অনল! আজি তব দেখিয়া দুর্গতি
কাঁদে প্রাণ! অমরের বাঞ্ছিত রতন
মানবের হিত তরে হরিলা দানব,
বাসব লাঞ্ছনা তার—অহো কি ভীষণ!—
করিলা নিগড়ে বাঁধি হিমাদ্রি শিখরে!
রাগ, দ্বেষ, হিংসা, দম্ভ যুগকাল ধরি
দংশিল হৃদয় তার, অটল অচল

সহিলা হেলায় সব গম্ভীর নীরবে
বীরমণি! হা বসুধে! অদৃষ্ট তোমার
ফিরিবে কখন, পাবে হেন পুত্রনিধি,—
জাগিবে পতনশীল মানব জগৎ!"
এরূপে বিলাপি দেবী ফিরাইলা আঁখি—
শোভিল কমলালয়—কনকনগরী—
অদূরে! কি শোভা তার দেখিলা জননী,
কব তা কেমনে? ত্যজি এ বৈকুণ্ঠধাম
বদ্ধ মায়াজালে ছিলা মর্ত্ত্যে সুরেশ্বরী
বহুদিন; বিমলিন মুখচন্দ্র ভাবি
অনুদিন মানবের তরে; পূর্ব্বাকাশে
নবীন রবির ছবি নিরখি যেমতি
নলিনী, কুমুদী কিম্বা কৌমুদী মিলনে,
অথবা নিশান্তে দেখি উষার উদয়
বসুমতী, সেই মত মার মুখশশী
হাসিল উল্লাসে; কণ্ঠে কপোলে নয়নে
নির্ম্মল লাবণ্য এক হল বিভাষিত!
পূর্ব্ব কথা সব একে একে স্মৃতিপটে
হল সমুদিত; সুখ-স্বপন যেমতি
নিদ্রাবশে; কত সুখে রাজলক্ষ্মী এই
মোক্ষধামে—যক্ষরক্ষ-বাসববাঞ্ছিত—
ছিলা নিরবধি! সুধাইতে বিশ্বকথা
আসিত বিধাতা, বিশ্বনাথ উমাপতি,

উমা, বিশ্বন্তর পাশে ; গাইত সারদা
নির্গুণ পুরুষ গুণ যুড়ি বীণাযন্ত্র
বাগীশ্বরী ; দেবঋষি নারদ অথবা
সে সঙ্গে সংযোগি স্বর পূজিতে ওপদ
আসি কভু। কত ভালবাসিত সকলে
কমলারে ; কত ভালবাসেন কেশব ;
কতদিন ছাড়া দোঁহে! মন যাঁর বাঁধা
সদা যাঁর মনে, তাঁর সনে হবে আজি
দেখা ; আঁখি চায় যাঁয় দেখিতে সতত,
দেখিবে তাহারে ; বাঞ্ছা যাঁর পাদুখানি
পূজিতে পঙ্কজে সদা, পূজিবে সে পদ ;
সুখ যাঁর এই সুখশান্তি-নিকেতনে
পতিগৃহ বিধুমুখী নিরখি অদূরে—
এ সব ভাবনা ভাবি সুখময়, সুখ
উৎস উচ্ছলিত কত পবিত্র পরম
হৃদে তাঁর, তুমি তার কি স্বাদ বুঝিবে—
বুঝিবে কেমনে কিম্বা পতিত মানব ?
এ ভাবনা সনে সেই শারদ গগনে
সমুদিত নবঘন ;—কেমনে সাধিব—
সাধ বাসনাতে যার পূরিত পলকে
বিদিত ত্রিলোক ; মুখ ফুটে লুটে পায়,
হাসিবে জগৎ—হায়, কেমনে কহিব,—
"কর শান্ত, প্রাণকান্ত! কান্তার কামনা

কর পূর্ণ, পূর্ণব্রহ্ম তুমি, পরমেশ,
ধরি পায়, রাঙা পায় তায় দেহ স্থান
কৃপা করি কৃপা কর কৃপা বিতরিয়া,
সাধিছে কিঙ্করী! হাসি পায় ভাবি হায়;
হাসিবে মাধব। অবমানি দেবগণে,
কহিব কেমনে কিম্বা কর গুণমণি,
এই উপকার, অবলার রাথ মান;—
চঞ্চলা কমলা, নাথ! এ দুর্নাম তার
কর দূর, তোমা ভিন্ন অন্য গতি নাই;
গতি কমলার!” এত চিন্তি চিন্তামরী
চিন্তাকুল চিতে পুনঃ লাগিলা চলিতে
মন্থর-গামিনী।—“পারি যদি সাধিবারে”
ভাবিলা আবার, “ধরি পায় বংশীধরে,
সে সাধনা যদি, বিধি বাম আমাপ্রতি;
না রাখেন গুণনিধি, সেই অপমান
সহি প্রাণ পাপদেহে পুড়ি অহরহ
পারিবে থাকিতে?—যাক্ মান, যাক্ প্রাণ,
করেছি যে পণ, উদ্ধারিব রাজবংশ,
দেখাব ধর্ম্মের জয়। দিব না সহজে
ছাড়ি হৃষিকেশে; পড়ি পদতলে, পদ
আঁখিজলে প্রক্ষালিব, বসাইব মম
হৃদিপদ্মে, সভক্তি চন্দনে মনপদ্মে
করিব অর্চ্চনা, পড়ি মন্ত্র পূর্ব্ব কথা

সেই ভালবাসা, সেই প্রেম আলাপন,
আদর সোহাগ; চার ফিরে সমুদায়
প্রীতিপদ্ম জপমালা; দেখিব দেখাব
কাঁদে কিনা মন তাঁর, কাঁদাইতে মন
পারি কি না।” হৃদিপদ্ম বদ্ধ করি শেষে
এরূপে প্রতিজ্ঞাপাশে চারু পদ্মাসনা
প্রফুল্ল হৃদয়ে পদ্মা চলিলা আবার
ভাসি সুসৌরভে; প্রণয়ীর মন যথা
মলয় অনিলে। উত্তরিলা পদ্মালয়ে।
কি সাজে মোহিনী মোহি মোহিনী-মোহনে
মহীমাঝে মাতাইবা মহিমা মধুর,
ভাবি মনে মায়াময়ী মন্দাকিনী-তীরে
বসিলা বিশ্রামহেতু। বৈকুণ্ঠের মাঝে
নিরখি বৈকুণ্ঠ-শোভা সুধাংশু রতনে,
হাসিল স্বভাব। দেবতরু লতিকায়
ত্রিদিব কুসুম রাশি ফুটিল মঞ্জুল
কুঞ্জে কুঞ্জে; করি গুঞ্জরব অলিপুঞ্জ
উড়িল চৌদিকে; কলরব কুতূহলে
করিল বিহঙ্গ; মন্দ মন্দ গন্ধবহ
বহি মকরন্দ ভার পুষ্পরেণু সহ,
গাহি স্বন স্বন স্বনে, আনন্দি অমরা,
আন্দোলি মন্দারশাখা, নাচায়ে লতারে
আনন্দময়ীর কাল অলকা কাঁপায়ে,

কাণে কাণে কৃষ্ণকথা কহিল কৌতুকে।
পড়িল কনককান্তি জলের উপর,
সৌরকর-বিভূষিত সায়াহ্নে যেমতি
কালিন্দী, চলিলা রঙ্গে তরঙ্গ আবলী
ধরি হৃদে মন্দাকিনী মনের আনন্দে
কুল কুল নাদে, কভু নাচি, কভু হাসি,
হেলি দুলি ফুলি কভু। ভুলিয়া ভারতী
বীণাযন্ত্র, চিন্তামগ্ন ছিলা কুঞ্জবনে,
পড়িল অঙ্গুলী তারে সহসা অমনি,
ত্রিদিব বাদিত্রে রব, সঙ্গীত লহরী
লহরে লহরে ভাসি উঠিল চৌদিকে।
আনন্দে বসিয়া নন্দ-নন্দন হেথায়
পুষ্পশয্যাপরে মণি মন্দির মাঝারে
শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী নারায়ণ।
গম্ভীর নীরব পুরী ; অথচ বাজিছে
মধুরে মধুর তানে মধুর বাজনা
অদৃশ্যে, সঙ্গীতরবে—ছত্রিশ রাগিণী
স্বরস্বতী সহচরী ছয় রাগ সহ
মূর্ত্তিমতী অহরহ, আনন্দ প্রতিমা—
আমোদিত মোক্ষধাম ; সভয়ে সতত
সঞ্চরে বসন্তানিল বিতরি অমৃত
গৃহে গৃহে তুষি হৃষিকেশ মন ; পূরি
পুরী সুসৌরভে। বক্ষে শোভিত কৌস্তুভ,

মণিময় কিরীট মস্তকে, মুক্তাহার
গলে, কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল; করে চক্র
চক্রধারী, পীতবাসে ঢাকি ভৃগুপদ,
বসে বিশ্বপতি; শিখীপুচ্ছ ছত্র ধরে
শিরোপরে ছত্রধর; ঢুলায় চামর
যতনে চামরী; জুড়ি কর দেববৃন্দ
বাসব বিরিঞ্চি শিব দাঁড়ায়ে সম্ভ্রমে
চৌদিকে, বেষ্টিয়া যথা মিহির-মণ্ডলে
গ্রহগণ! কালরূপে উজলি ত্রিলোক—
সর্ব্বরী হৃদয়ে শোভা শশীর যেমতি;
সাবিত্রী ললাটে কিম্বা সিন্দুরের ফোঁটা,
অথবা ভূধর মাঝে হিমাদ্রি যেমতি;
বুধ মাঝে বৃহস্পতি, নারী মাঝে সতী,
ব্রিটিশ কেশরী কিম্বা হিন্দুরাজ মাঝে;
অথবা ধর্ম্মের শোভা মধুর গম্ভীর
দেব নর দৈত্যে যথা, বসিয়া তেমতি
সে শোভা সৌন্দর্য্যে হয়ে শোভিত সুন্দর
যোগীন্দ্র-মানস-হংস কংসারি কেশব
নিরাকার! নিরাকারে সাকার সম্ভব,—
অসম্ভব অনুভব, মানবে সম্ভব
নিরাকারে সাকার কিরূপ; অনাহারে
যোগীন্দ্র আপনি জপি যেরূপ যতনে
যুগান্তক যোগে, নাহি পারেন চিনিতে—

অব্যক্ত অব্যয়! বসি নীরব গম্ভীর,
অথচ শিশুর হাসি, চাঁদের চন্দ্রিমা,
উষার লাবণ্য তাতে কত যে মাখান—
মধুর মাধুর্য্য, রস! সম্পদ্ সম্মান
কব কি তাঁহার, ভব বিভব যাঁহার—
উপাসক ইন্দ্র চন্দ্র! ললাটে নয়নে
খেলিছে বিমল জ্যোতিঃ, নিজ লীলাখেলা
দেখিছেন সুখে, নিজ প্রেমে নিজ রূপে
মোহিত আপনি? সমভাবে সর্ব্বক্ষণ
সর্ব্বত্র বিরাজমান; ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল
স্থিত করতলে, কিবা তাঁর বৈজয়ন্ত,
বৈকুণ্ঠ, কৈলাস? বিন্দু যথা নিরাকার,
অথচ সাকার সত্য প্রতিজ্ঞা আবলী
স্থিত তদুপরি; বিন্দুরূপ ব্রহ্মোপরি
অসীম জগৎ এই হয়েছে নির্ম্মিত!
হাসিলা ঈষৎ হাসি, সে হাসিতে মিশি
মেদুর মারুতে ভাসি পরিমল যথা—
আসিলা উষারূপিণী রমা, নিরুপমা
রূপে রমি পরমা রূপসী সুরধাম
রমেশ হৃদয়ে। পুলকে গোলকপতি
বসাইলা পাশে। সুরলোক মাঝে পাই
ভাসিল আলোকে, সুখদ শরতে—
আশ্বিনে অম্বিকা যথা উদিলে ভারতে!

বন্দিলা পদারবিন্দ ইন্দ্রাদি দেবতা
মহানন্দে ; ধরি বীণা গাইলা সুস্বরে
গীত সপ্তমের তানে সরোজ-বাসিনী
বীণাপাণি। পূরিল অমরা মহোৎসবে।
 হৃদে ধরি কমলারে নীরবে নেহারি
বারিজ-বদন ক্ষণ, অলক সরায়ে
পুলকে ত্রিলোকনাথ চুম্বিলা অধর।
দেব-সভামাঝে, পার সুধা'তে মানব,
কেমনে হৃদয়ধনে হৃদিপদ্মে ধরি
বিম্বাধর বংশীধর করিলা চুম্বন
শরমের মরম বিদারি ? শুন তবে,
নির্ম্মল পবিত্র ধর্ম্ম উলঙ্গ সতত—
উলঙ্গ পবিত্র প্রেম,—নাহি কি স্মরণ,
লজ্জাশীল নর, নারি, বিনিময়ে, হায়,
কি অমূল নিধি, লজ্জা করেছ গ্রহণ ?—
পেয়েছ এ পরিচ্ছদ লজ্জা-নিবারক ?
মনের কালিমা আর করেছ অভ্যাস
ভস্মেতে ঢাকিতে ?—কলুষ-দূষিত
চিত্ত ঢাকে কুলবতী ঘোমটায় ; শুদ্ধ
প্রাণ যার, তার কোথা শরমের ভয় ?—
সভয়ে শরম থাকে দূরে। চুম্বি বিম্ব
বদন-অম্বুজ, উত্তরিলা পীতাম্বর।
রাখি বীণা বীণাপাণি শুনিলা নীরবে,

শুনে যথা কুরঙ্গিণী কুঞ্জে বংশীরব—
সে স্বর, শিখিতে রাগ। "হবে না সাধিতে
মুখফুটি পায় লুটি, জীবন-তোষিণি!
হবে না বেদনা তব বলিতে কেশবে;
তব মন কথা সতি! নাহি অবিদিত
মম, সাধ যবে তব হয়েছে হৃদয়ে
তখনি জেনেছি সব; ত্যজি পরিতাপ
হাসিমুখে সুকেশিনি! মানস কমলে
বস একবার! হা কমলে! হারাইয়া
তোমানিধি নিরবধি ভাসিতাম হায়,
কি বিষাদে কব তা কেমনে, কিবা কাজ
বলে কিংবা? দেখে আজ এতদিন পরে
তব মুখশশী, শশিমুখি! দুখনিশি
হল অবসান, প্রাণ পরম আনন্দে
ভাসিল আনন্দনীরে। ত্যজিয়া আঁধারে—
আর মর্ত্ত্যে বরাণনি! কর না গমন
কাঁদায়ে আমারে! লোকহিত সাধ সতি!
পূরিবে অথবা কবে? অজ্ঞান মানব,
বৃথা তার হিতচেষ্টা!" সুস্বরে ঈশ্বরী—
কত বা মধুর দূর মুরলী উষার—
উত্তরিলা কেশবের চিবুক ধরিয়া:—
"অজ্ঞান মানব যদি, কেন গুণমণি!
জ্ঞান তারে না কর প্রদান? কার দোষে,

নাথ! সাধে দাসী, কহ অসুখী তাহারা ?"
" এ নিন্দা, ইন্দীরা! বৃথা।" গোবিন্দ কহিলা ;
"দেখ চিন্তি চিন্তামরি! সকলি দিয়াছি,
স্বজিয়াছি ধরা স্বর্গতুল্য করি, দেব-
দেহ-অনুবাদে, দেবি! গড়েছি মানবে ;—
জেনে শুনে যদি মজে মানব মায়াতে,
কে রক্ষে তাহারে? সাধ করি সযতনে
ভাব কি সুন্দরি! যারে করেছি স্বজন,—
রাখিয়াছি রক্ষিবারে দেবে, দেখে তার
অতলে পতন, প্রাণ কাঁদেনা আমার
মনস্তাপে? থাকে সুখে কার সাধ নয় ?"
নীরবিলা স্বভু। ধীরে অম্বুধিতনয়া :—
"না নাথ! সকলি নয় মানবের দোষ,
জানি আমি, তুমিও বিদিত ভালরূপ
আছ ভগবান। জীব জলবিম্বপ্রায়—
মাটির পুতলী নর, কেমনে,—বল না,
কান্ত! করে দোষী দাসী কেমনে তাদের ?
যে মায়ায়, মায়াময়! রেখেছ বিমোহি
প্রাণ, মন, আঁখি, হায়, বিশ্ব মর্ম্ম তারা
বুঝিবে কেমনে! ইচ্ছা নয় করি দোষী
দেবতায় ; কিন্তু নাথ! দেখ ভাবি মনে
দেবদোষে দগ্ধ ধরা ; বিধি বিধাতার
কহি কহ, গুণনিধি! সুবিধি কেমনে ?

কি পাপে জননীগর্ভে ত্যজে জীব প্রাণ,—
কি পাপে ভূমিষ্ঠ হয়ে? কি পাপে অথবা
জগৎ-নয়নানন্দ মৃগাঙ্ক-সুন্দর
রাহুগ্রস্ত শিশু! নর এক গুণ যদি,
নারী শতগুণ তার অবোধ দুর্ব্বল;
এ কষ্ট তাদের, কৃষ্ণ! কি জন্যে সৃজিলা,
হয়ে, তুষ্ট, দুষ্টমতি মম কর দূর
কহি সৃষ্টিকথা, সৃষ্টি মূল তুমি! কহ
কেন অনাবৃষ্টি জীবরিষ্টি করে নষ্ট;
শ্রেষ্ঠ অপকৃষ্ট; দুরদৃষ্টসমাকৃষ্ট
পুণ্যবতী সতী, মন প্রাণ আত্মা যাঁর—
অবলা সরলা—সুরতরঙ্গিণীবারি;
বাসরে বিধবা বধূ; বিধু মরুভূমি;
মৃণাল কণ্টকাকীর্ণ; ধ্বংসাধীন রবি?
ভীম বিসূচিকা-রোগে, দুর্ভিক্ষ-প্রকোপে
লক্ষ লক্ষ লোক দেখ, মরিছে অকালে?
প্রাণীশূন্য মহারাজ্য—এ সব কি পাপে,
পাপহর? সকলেই সমান পাতকী
কিরূপে বিশ্বাস করি? তাই যদি হয়,
কোথা সে পুণ্যাত্মা তবে, যার তরে নাথ,
নিরমিলা নিরমল এ পুরী গোলকে?
পুণ্যের—অথবা কই ধর্ম্মের সম্মান
দেবলোকে? অভিলাষী দাসী বিশ্ব-

তত্ত্বকথা; বিশ্বপতি, করিতে শ্রবণ ;—
বনবাসী রাজঋষি—রাজর্ষি-মহিষী
কোন্ পাপে, পাপী আমি, নারি বুঝিবারে,
দামোদর ; ভাসে আঁখিজলে জ্বলি সদা
মনখেদে, কাঁদি বনে বনে, বনমালি !
কোন্ মহাপাপে কিম্বা কমলা তোমার ?"
গম্ভীর মধুর হাসি অচ্যুত-অধরে
বিভাসিল ; কহিলেন " ভুবন-ঈশ্বরি !
শুন তবে বেদমর্ম্ম ; ধর্ম্মের সম্মান
সম চিরকাল, দেব কভু নহে, দেবি !
রত অধর্ম্মেতে ; সুনিয়ম বিধাতার
বিদিত ত্রিদিবে ; মম কাছে সম, সতি !
মনুষ্য, পতঙ্গ, কীট—ক্ষুদ্র বা বৃহৎ।
মাতৃগর্ভে মরে শিশু—সত্য যা কহিলে ;
ভূমিষ্ঠ হইয়া মরে—অবোধ নির্ম্মল ;
মরে জ্বরে, গ্রহ দোষে, ঝড়ে বা দুর্ভিক্ষে
লক্ষ জীব অনশনে ; কে নিন্দে সুন্দরি—
করে দোষী নারায়ণে ? কুম্ভকার যথা
গড়ে ভাঙে বার বার মাটির পুতলী
নিজ ইচ্ছামত, নিজ ইচ্ছামত গড়ে,
ভাঙে দেয় রঙ, নাহি দোষে কেহ তারে—
অনুচিত করা দোষী ; তেমতি প্রেয়সি !
গড়ি আমি ভাঙ্গি গড়ি, নিজ ইচ্ছামত,

এই মম লীলাখেলা ভব-কুম্ভকার!
উদিত মানসে ভাব যখন যেমতি,
তেমতি তখনি সতি! লক্ষ লক্ষ কোটি
সৃজি বিশ্ব, ইচ্ছা হলে আবার সকলি
ডুবাই প্রলয়ে। কিবা দোষ তাহে, দেবি!
কিম্বা কিবা ধর্ম্মাধর্ম্ম? ইচ্ছা যদি হয়,
ইচ্ছাময়ি রমা! ভাঙ্গি মনুষ্য জগৎ
নূতন জগৎ এক করিব সৃজন।
বাসরে বিধবা বধূ, কেন কমলিনি!
শুন বলি। আত্মসুখ-প্রিয়, প্রিয়ে! সদা
আত্মসুখ অন্বেষণী, ভাবেনা পুরুষ—
বাল্যপরিণয় ফল, অবলার দশা;
এ সুখবন্ধন, করে দগ্ধ বসুমতী
উগরি গরল কত; পুরুষ যদ্যপি
শেখে দেখে, জ্ঞানোদয় হয় যদি
তার, অবলার কষ্ট সেই হেতু; ছার
খার, ললনার দীর্ঘ নিশ্বাসে, প্রেয়সি!—
হতাশা-উচ্ছ্বাসে যথা হৃদি-কুঞ্জবন,—
সুখের সংসার কত, দেখিবে না দেখি
পামর পুরুষ, অপরাধী আমি তাহে
কহ কিসে তুমি? পরিণয়, প্রাণাধিকে!
জীবনের প্রধান ঘটনা; বিনিহিত
তার গর্ভে, শমীবৃক্ষে সর্ব্বভুক যথা,

সুখদুখ ভোগাভোগ নব দম্পতীর।
না যদি হৃদয় দুটি মিলে একবার
কি দারুণ অন্তর্দাহে, জ্বলিবে দুজনে
ভাব দেখি সুধামুখি! কেন না মানব
প্রত্যক্ষ দেখিয়া ফল, করে সংস্কার
বিবাহ-প্রণালী? কিংবা যদি সাধ এত
কোমলে কোমলে স্বর্ণ-লতিকা রসালে
জড়াইতে আলিঙ্গনে, শুকালে সুন্দরি,
অকালে সে তরু, চারু লতিকারে লয়ে
যতনে না দেয় কেন অভিনব গলে?
কেন কাঙালিনী করি আঁখিনীরে তায়
রাখে ডুবাইয়া? হৈমকিরীটিনী লঙ্কা—
মর্ত্ত্যে সুরপুরী সমা, রমণীর শাপে
যথা দগ্ধ, সেইমত দগ্ধ আর্য্যভূমি।
ভাব সত্য ত্রেতা যুগ, কি সুখসম্পদ,
বিমল সন্তোষ কত ভুঞ্জিত সকলে
সর্ব্বত্র সর্ব্বদা! আজি হায় প্রবাহিত
প্রবল কলুষ-স্রোত ভবনে ভবনে;
ভ্রূণ-হত্যা, নারী-হত্যা, কত! ধর্ম্মপথ
ত্যজি আজি অসন্মার্গগামী, হায়,
ধর্ম্মপুত্রগণ! কারদোষ, প্রিয়তমে!
বিধবা-বিবাহ ধর্ম্ম-সঙ্গত পদ্ধতি
প্রচলিত কেন, দেবি! করে না মানব?

তাহলে কি মহী আজ ডুবিত অতল
পাপপঙ্কে? দেখে হায় শেখেনা অজ্ঞান!
কেনবা ক্ষণদাপতি, ক্ষীরোদ-নন্দিনি
শুন মরুভূমি। দূরে থাকি দেখি রূপ
না প্রবেশি হৃদিমাঝে, শেখাতে মানবে
অনুচিত দোষগুণ বিচার সতত।
তুহিনাংশু তার সাক্ষী। ধ্বংসাধীন, দেবি!
নহে কিংবা অংশুমালী; অস্ত যান ভানু
উদিতে পশ্চিমে। ত্যজি মর্ত্ত্য সত্যধামে
উদিতে জীবের অস্ত,—নিরঞ্জন জীব!
নহি দোষী, শশীমুখি! শুনিলে এখন।
গড়েছিনু বেদব্রতে, কিছুদিন পরে
ভাঙ্গিতে হইল সাধ ভাঙ্গিনু তাহারে—
সেজন্য আমারে দোষী কে করে সুন্দরি!
তুমি কেন কাঁদি কাঁদি ভ্রম বনে বনে,
ঈশ্বর-ঈশ্বরী তুমি বুঝিব কেমনে
সুলোচনে?" এত কহি ধরি কমলারে
হৃদয়-কমলে হরি হইলা নীরব।
উত্তরিলা বিষ্ণুপ্রিয়া—"চঞ্চলা কমলা,
এ দুর্নাম, নাথ! তবে রহিবে এমতি?
পূরিবেনা মন আশা? ভ্রমিবে রাজর্ষি
বনবাসী হয়ে, ভিখারিণী রাজরাণী
সুমুখী সাবিত্রী, পতিপুত্রহারা, ঢালি

তারাকারা নীরধারা, পাগলিনীপ্রায়
সহি বনবাসক্লেশ, ভ্রমিবে এমতি ?
পতি হয়ে যদি, নাথ ! হইলে নিদয়,
যাব কার কাছে, কমলার কেবা আর
আছে আপনার ? দেখ চিন্তি, চিন্তামণি,
দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু, তার বীরপণা !
ত্যজি মাতৃ-অঙ্ক, উদ্ধারিতে পিতৃরাজ্য
কঠিন কঠোরে কত করিছে সাধনা
দেবপদ ! কব কায়, বিদরে হৃদয়
ভাবি মুখ তার। কর দয়া দয়াময়,
দীনহীনে, 'যতোধর্ম্ম স্ততোজয়,' নাথ,
দেখাও জগতে।" নীরবিলা মহাদেবী।
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত নিধি স্বয়ম্ভু চিন্ময়
উত্তরিলা—"কাঁদ কেন প্রাণময়ি ! কর
শোক নিবারণ ; পূরিবে না আশা তব,
বলি নাই আমি ;—বলি নাই, বিধুমুখি !
ভ্রমিবে সুমুখি সতী সতত কাননে
কিংবা রাজঋষি ; বলি নাই রাজপুত্র
পাবেনা কঠোর তপ পুণ্য পুরস্কার !
এ বিষাদ কেন ? সাধে সাধ পূর্ণ তব,
পাশরিলে প্রাণেশ্বরি ? মাটির মানুষে
কঠিন সাধিতে কত পারে, পরমেশি !
প্রয়াস করিলে ; 'যতোধর্ম্ম স্ততোজয়,'

দেখাতে অজ্ঞান লোকে ; চঞ্চলা কমলা,
ঘুচাতে দুর্নাম তব ; লিখিলা বিধাতা
বেদব্রত-ভালে এই প্রাক্তনের লেখা,
লিখিলা সে সঙ্গে তাঁর তনয়-ললাটে,
প্রতিজ্ঞা গাম্ভীর্য্য পণ। সেই সে কুমার
করিবে পতনশীল মানবে উদ্ধার,
যথা বুদ্ধ পূর্ব্বকালে ; শ্রীকৃষ্ণ অথবা
নররূপে অবতরি কুমারী উদরে,
পুত্র মম, নিস্তারিলা বর্ব্বর কর্ব্বুরে।
না ভুঞ্জিলে দুখ, দেবি ! সুখের আস্বাদ
নাহি কভু বুঝা যায়। ধর্ম্মের মহিমা
আপনি প্রকাশ হয় সঙ্কটে, শঙ্করি !
বিশ্বের নিগূঢ় তত্ত্ব কহিনু তোমারে,
বিশ্ব-প্রসবিনি ! ভাবি দেখ মনে এবে
সুনিয়মে বদ্ধ ভব ; দানব মানব,—
সবে সম ভাব মম, অমর কৌণপে।
যা করি, ঈশ্বরি ! সব মঙ্গল-সাধনে।”
হাসিয়া মধুর, পদ্ম-পলাশ-লোচন-
নয়ন-আনন্দ রমা করিলা উত্তর :—
“তব কথা মধুময় শুনিয়া, মাধব
কি সুখ লভিনু আহা ! বিরহিণী যথা
পতি-পাদপদ্ম-ধ্বনি অদূরে শুনিয়া
বহুদিন পরে গৃহে অকস্মাৎ, কিংবা

ব্রজে, ব্রজরাজ! শুনি তব বংশীরব
ব্রজমঞ্জু কুঞ্জবনে কদম্বেরি মূলে
ব্রজবালা; কিংবা মৃত সত্যবান-মুখে
শুনি কথা পুনঃ, মরি! উষার উদয়ে
যেমতি সাবিত্রী সতী,—তেমতি আমার
পরম আনন্দে প্রাণ, হে প্রাণবল্লভ,
হল অভিষিক্ত। এবে কহ কি প্রকারে
স্বরাজ্য পাইবে রাজা; গিয়া মহীতলে,
মহীপতি! কহি মহীনাথে।" নীরবিলা
চাহি পতি পানে সতী সহাস্য নয়নে।
কহিলা মুরারি—"প্রিয়ে! যোগবলে জয়ী
হইবে কুমার সুর নর; দাও তারে
প্রচারিতে যোগতত্ত্ব; শৌর্য্য বীর্য্যে তার
অনিবার্য্য সুরবীর্য্য-সূর্য্য হবে আভা-
হীন, আভাহীন যথা দীপ দিবাভাগে;—
মহামন্ত্রে নতমুখ কিংবা বিষধর।
সুখে সুধামুখি! কর চিন্তা পরিহরি
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে মম হৃদয়ে বিহার।"
নারায়ণে নারায়ণী নারি ভুলাইতে
ত্রিদিব-মুকুট-মণি রহিলা ত্রিদিবে।

ইতি শ্রীঅদৃষ্ট-বিজয়ে কাব্যে বৈকুণ্ঠ-সংবাদো নাম
চতুর্থঃ সর্গঃ।

পঞ্চম সর্গ।

উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী ভীষণ দর্শন—
উজ্জ্বল নিবিড় নীল দূর-দৃশ্যমান ;
তুঙ্গতম শৃঙ্গবৃন্দ চুম্বিছে গগন
বিধৌত তুষার-রাশি রবির কিরণ
জড়িত উজ্জ্বল বর্ণ—মহাদীপ্তিমান !
বেষ্টি সে অচল-কটি করিছে ভ্রমণ
কাল জলধর-দল ; সতত প্রকাশ
উপরে হিরণময় কিরণ ভূষিত
প্রখর ত্রিলোক-নেত্র নলিনী-বিলাস ।
এ হেন ভূধর-শৃঙ্গে নয়ন মুদ্রিত
বসিয়া যোগীন্দ্র কর বক্ষঃস্থলে স্থিত।
যোগীন্দ্র অজাত-শ্মশ্রু,—একি অসম্ভব
কি দুঃখে বালক তুমি—ননীর পুতলী—
ত্যজিয়া মায়ের কোল, পরম বিভব,
ত্যজি প্রিয় বন্ধুজনে, সম্পদ সকলি
অনাহারে অনিদ্রায় পুড়িয়া কেবলি,
এ তুঙ্গ ভূধর-শৃঙ্গ গহনে ভৈরব
করিছ একাকী বসি সমাধি-সাধন !
যোগসাধনার তোর এই কি বয়স ?
ফিরিছে চৌদিকে করি গর্জ্জন তর্জ্জন

ভয়াল ভল্লুক ব্যাঘ্র—এ কিরে সাহস—
কঠিন প্রতিজ্ঞা পণ, তোমার তাপস!
অথবা মনুষ্য শিশু এ যোগী কখন?
দ্বিতীয় পার্ব্বতী-পুত্র পরম সুন্দর,
মহাতেজঃপুঞ্জ কায়, বিশাল নয়ন,
বিশাল উরস, মুখ প্রভাত-ভাস্কর;
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ছটা ব্যাপ্ত কলেবর!
কেমনে এমন শিশু,—ভীষণ কানন,
উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গে,—আসিলা হেথায়?
কোন্ ঋষি—বনবাসি! কিবা অভিলাষ?
বালক! নির্জ্জনে তুমি সাধিছ কাহায়?
যোগের নবীন যোগি! তোমাতে প্রকাশ
কোন্ তত্ত্ব?—কেন কষ্টে অরণ্যে নিবাস?
দুরন্ত নিদাঘ ঋতু; প্রচণ্ড তপন
জ্বলন্ত অনলকণা বিকীরণ করি
কিরণনিকর খর দহিছে ভুবন;
মাখি সে পাবকরাশি সর্ব্বাঙ্গে শিখরী
পুড়িছে নীরবে! অগ্নিবস্ত্র পরি—
চতুর্দ্দিকে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া ভীষণ,
জড়ায়ে হৃদয়ে কাল কুণ্ডলিত ফণী,
কৃশাণু আসনে সুখে হয়ে সমাসীন,—
অসহ্য যন্ত্রণা—অহো! সঙ্কল্প এমনি—
সাধিছ সমাধি ভাল তাপস নবীন,

যোগাচল শৃঙ্গে যোগী ত্র্যম্বক প্রবীণ!
মাস দিন সম্বৎসর হল যুগান্তর;
অদ্ভুত ঘটনা কত ঘটিল ধরায়;
যেখানে ধাবিতেছিল সিন্ধু ভয়ঙ্কর
উন্নত হিমাদ্রি তুল্য ভূধর তথায়।
প্রকাণ্ড পর্ব্বতরাজ আছিল যথায়
বিস্তারি অযুত শৃঙ্গ চুম্বিতে অম্বর,
আজিকে গম্ভীর সিন্ধু, গম্ভীর নিনাদে
প্রমত্ত পবন সঙ্গে নাচি ধ্রুব পায়
উত্তাল তরঙ্গ দল উঠায়ে অবাধে
গ্রাসিতে ব্রহ্মাণ্ড তথা মত্তবেশে ধায়!
ভয়ঙ্কর মরুভূমি সাহারার প্রায়
জনশূন্য, তৃণশূন্য—প্রকাণ্ড প্রান্তর,
ধূউধূ বালুকা যথা করিত কেবল;
ছুটিত প্রমত্ত বেশে করাল কিঙ্কর
সৈমূম সংহার-মূর্ত্তি আতঙ্কি ভূতল,
অনন্ত-সিকতা সিন্ধু মন্থিয়া অতল;
অথবা বিস্তারি মহামায়া মোহকর
মঞ্জুল নিকুঞ্জবন, স্বর্ণ অট্টালিকা,
তটিনী তড়াগ হ্রদ, সুখ সরোবর;
সজ্জিত মন্দারদামে কুসুম-বাটিকা,—
তৃষিত পথিক বক্ষে বিঁধিত ছুরিকা;—
জন কোলাহল পূর্ণ, আজিকে সেথায়

অতুল সমৃদ্ধিশালী পুরী শোভাপায়!
কত বা মরিল, কত জন্মিল নূতন ;
দৈব দুর্ব্বিপাক কত—জীবের নিগ্রহ!
কত বা প্রতাপশালী জাতির পতন ;
কত রোমে কত রুষে সন্ধি বা বিগ্রহ ;
কত বা গিরিশ নব-জীবন সংগ্রহ
করিয়া টঙ্কারি ধনু ধাঁধিল ভুবন!
কত রাজ্য হ'ল ধ্বংস, নূতন স্থাপিত ;
সংগ্রাম বিপ্লব কত—সিপাহী বিদ্রোহ!
বিশাল বিমানমার্গে হ'ল আবিষ্কৃত
সুদূর আকাশে নব গ্রহ উপগ্রহ ;—
বাড়িল লোকের কত যতন আগ্রহ!
দুগ্ধপোষ্য সুকুমার রাজার কুমার
সরস যৌবনপদে কৈলা পদার্পণ ;
বাড়িল রূপের কত মাধুরী তাঁহার!
বদনকমলে রেখা-তারুণ্য কেমন!
নিরখি সে রূপ, কোন্ রমণীর মন
থাকে স্থির? কার সাধ, ত্যজি এ সংসার,
হয় না যোগীর সনে সাজেরে যোগিনী?
বিপুল বলিষ্ঠ দেহ—বিপুল হৃদয় ;
বিশাল বর্ত্তুল ভুজ কঠিন সাপিনী!
বৃষস্কন্ধ ; তেজ বীর্য্য গাম্ভীর্য্য নিচয়
প্রতিজ্ঞা সঙ্কল্প পণ নয়নে উদয়!

জগৎ এত যে পরিবর্ত্তনে ডুবিল ;
এত যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন তাহার ;—
কিঞ্চিৎ, মানব ! তার যোগী কি জানিল ?
শীতেতে ডুবিয়া জলে থাকি অনাহার,
ভাসি বরষার জলে, কত যে সাধিল
কঠোরে কঠিন ব্রত যোগী মহামতি ;
সর্ব্বাঙ্গ করিয়া ক্ষত লৌহ-শলাকায়,
তীব্র বিষরাশি মাখি চন্দন যেমতি ;
তূষানলে পুনর্ব্বার পোড়াইলা তায়—
ঊর্দ্ধপদে হেট মুণ্ডে সাধে সাধনায়।
এইরূপে কতকাল হইল বিগত ;
হল না কঠিন ইষ্ট দেবতা সদয় !
বিশ্রাম বিরাগ নাই যোগী অবিরত
এক ধ্যান হৃদে ধরি যোগে মগ্ন রয়
দিবস যামিনী। গ্রহ উপগ্রহ চয়
বেষ্টিয়া ভাস্করে পুনঃ পর্য্যটিল কত ;
তথাপি হল না যোগ যোগীর সাধন।
একদা সায়াহ্নকালে সরোজ-বান্ধব
অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে স্থবর্ণ কিরণ
পরায়ে মুকুট-মণি অতুল বিভব
অর্ণবে ডুবিতেছিলা,—গম্ভীর ভৈরব
এমন সময় শব্দ যোগীর শ্রবণে
পশিল সহসা ; চারিদিক চমকিল

প্রলয় দামিনীরূপে ; সে ঘোর গহনে,
নীরব নিস্তব্ধ সব অমনি হইল ;
শুনিলা ভৈরব নাদ—কে যেন কহিল
"অবোধ বালক ! তোর সাহস দর্শনে—
দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পণ ভক্তি নিরমল
প্রীত আজ তোর প্রতি বৃষভ-বাহন ;
বর মাগ যেবা বাঞ্ছা।" "নয়নকমল
আহ্লাদে সভয়ে যোগী করি উন্মীলন,—
দেখিলা সম্মুখে এক রমণী রতন !
মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা নহে তিলোত্তমা ;—
পরমা রূপসী রামা ; ত্রিলোক-মণ্ডলে
না হেরি রমণী কোন সে রমণী সমা !
রূপের মাধুরী অঙ্গে পড়িছে উছলে ;—
নবীন রবির ছবি যৌবন-কমলে !
খেলিছে হাসিছে কত কান্তি নিরুপমা !
কি মরি মধুর চারু হৃদয় গঠন ;—
ভবেশ ভবানী রতি কুসুম-সায়ক
একত্র মিলিত, তায় পড়িলে নয়ন
সম্ভ্রম, বিস্ময়, ভয়—হৃদি-বিদারক।
আর সে বিষম বিষ ব্যথা ভয়ানক
অন্তর-অন্তরে আসি আবির্ভূত হয় !
ক্ষীণ কটি, ক্ষীণ দেহ, ভুজের ভঙ্গিমা
মসৃণ মৃণাল ; তায় কঙ্কণ বলয়

শোভিত সুভাবে কত! প্রেমের প্রতিমা
রমণীর শিরোমণি; শারদ চন্দ্রিমা
নির্ম্মল বদনে হাসে সদা হাসিময়।
সে হাসির রূপরাশি কে বর্ণিতে পারে?
কন্দর্প-কার্ম্মুক ভুরু, ললাট নিটোল;
নিবিড় নলিনী নীল নয়ন মাঝারে
কত যে ভাবের ছটা ঘটার হিল্লোল,—
অপাঙ্গ বিভঙ্গী বাঁকা ললিত বিলোল!
দেখিলা বিস্ময়ে যোগী—নবীন যুবক;—
কি ভাব যোগীর মনে উদিল দেখিয়া
যোগীই জানিল তাহা; প্রদীপ্ত পাবক-
স্ফুলিঙ্গ প্রখর দ্রুত উঠিল ফুটিয়া
মত্ত সৌদামিনী সম গম্ভীরে হাসিয়া
চাহিয়া প্রমদা পানে, "এই কি ত্র্যম্বক"
প্রমত্ত জলদমন্দ্রে যোগীন্দ্র সুধিলা।
"সম্বোধি, ভামিনি! বল কি বলে তোমায়,-
মানবী কৌণপী—কিংবা কি জন্যে আসিলা
শান্ত তপোবন-শান্তি ভাঙ্গিতে হেথায়
মায়াবিনি! মরীচিকা সৃজিয়া মায়ায়?
"অহিত-সাধনে তব, তাপস সুমতি!"
কত যে মধুর স্বরে কোকিলা-লাঞ্ছিত
ভঙ্গিয়া মৃণালভুজ কহিলা যুবতী,—
নয়ন-কমল-দল শর সুশাণিত

হানিয়া যোগীন্দ্রবক্ষে, মদনবাঞ্ছিত
কত যে মাধুর্য্য তার, রতি মায়াবতী!
শিখিবারে সে ভঙ্গিমা বৃথাই প্রয়াস!
স্ফীত-পীন বক্ষঃস্থল যোগাসনে ধীর,
কন্দর্পের দর্পহারী হেম কীর্ত্তিবাস!—
"আসি নাই হেথা আজি; এ মম শরীর
মায়াতে গঠিত নহে—নহে নবনীর;
পুড়িবে না গলিবে না অনল-উত্তাপে;
অবলা রমণী পেয়ে, হা ধিক্ তোমায়!
এই কি হে যোগধর্ম্ম?—যোগের প্রতাপে
নারীহত্যা করি চাও দেখাতে ধরায়
ব্রাহ্মণ্য প্রভাব—যোগ প্রবল প্রভায়!
এ কিরে খেদের কথা! দারুণ সন্তাপে
দহে হিয়া যোগিরাজ! কর সংবরণ
কোপানল, আসি নাই ছলিতে তোমায়;
অবলা সরলা আমি, লয়েছি শরণ
তব যোগাশ্রমে, রক্ষ এই ভিক্ষা পায়,
দুরন্ত রাক্ষস করে।" সহসা তথায়
"পাপীয়সি!" ঘোর শব্দে স্তব্ধি ত্রিভুবন
ভীষণ-দর্শন-মূর্ত্তি বিরূপাক্ষ বেশ,
মধ্যাহ্ন মিহির জিনি জ্বলিত বদন,
কম্পিত অধর ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ কেশ
ঊর্দ্ধমুখ, দৈত্য এক করিলা প্রবেশ

আস্ফালি বিশালভুজ, ঘূর্ণিত লোচন,
প্রদীপ্ত পাবক-শিখা বাহিরিছে তায় ;
সর্ব্বাঙ্গে স্ফুলিঙ্গ রাশি; পিঙ্গলবরণ ;
চণ্ডালের শবশিশু বিগলিত প্রায়,
স্বক্কণে গলিত ক্লেদ বিকট দশন,
পরম সুখাদ্য ভাবি করিছে চর্ব্বণ !
"পাপীয়সি ! কার সাধ্য এ ভবমণ্ডলে
রক্ষে তোরে মকরাক্ষে না করি সংহার ?
অদ্বিতীয় কিংবা কেবা তেজবীর্য্য বলে,
এ সূর্য্য প্রতাপ সয় ? শুনে নাম যার
দুরন্ত কৃতান্ত কাঁপে ! এমনি আমার
যোগের বিক্রম বল ; পাতাল অতলে
কম্পিত বাসুকী, দিবে দেব বজ্রধর ;
বৈকুণ্ঠে কম্পিত বিষ্ণু, কৈলাসে মহেশ ;
অনল নিষ্প্রভ, রাহুগ্রস্ত প্রভাকর ;
গভীর জলধিজলে কম্পিত জলেশ,—
এরূপ এ দেহে বলবীর্য্য সমাবেশ !
"মনুষ্য সামান্য প্রাণী আহার আমার ;
ক্ষুদ্র কীট তুল্য তায় দলি এই পায় ;
এ দম্ভ দাম্ভিকা বালা ! কর পরিহার,—
দেবে নরে দৈত্যে কেহ রক্ষিতে তোমায়
পারিবে না, অভিমানে মজিওনা হায় !
সৌভাগ্য, সৌভাগ্যবতি ! পরম তোমার,

মকরাক্ষ বক্ষপরে বিশালাক্ষী প্রায়
বিরাজিবে, বিশালাক্ষি! রত্ন-অলঙ্কারে
সাজি মনোমত সাজে! কখন কাহায়
এমন বিনীত ভাবে, যেমন তোমারে
সাধে নাই এই বীর—তোষ ধনি! তারে।
"অথবা, রমণি! ভাগ্যে অশেষ লাঞ্ছনা
আছে তব, নহে কেন এ কুমতি হবে?
উদিত মানসে মম আজি যে বাসনা
অবশ্য হইবে পূর্ণ, দেব দৈত্য সবে—
জানে রে জগৎ, ধনি!—কভু নাহি রবে
অপূর্ণ এ মন আশা, আশা-ভঙ্গ—এ বেদনা
জানি না, জানিব কভু? যদ্যপি নিতান্ত
না শুন মিনতি, এই দেহ বলশূন্য নয়;
স্মরেছে তোমাকে তবে নিশ্চয় কৃতান্ত!
কেশে ধরি, সুকেশিনি! আমার আলয়
যাইব তোমারে লয়ে, জুড়াব হৃদয়!—"
করুণ চীৎকারে কাঁদি পাগলিনী প্রায়
চঞ্চল অঞ্চল চারু লুটায় ধরণী,
আলু থালু হাবভাব, যোগীবর পায়
"রক্ষ নাথ! অভাগীরে!"—অমল-বরণী
বলিয়া ধুলায় লুটি পড়িলা রমণী।
ধাবিল পশ্চাতে দৈত্য দুর্বৃত্ত—উন্মাদ!—
অঙ্গ যার জর জর অনঙ্গ-শাসনে

থাকে কভু জ্ঞান তার? ছাড়িয়া নিনাদ
মত্ত মেঘমন্দ্র সম। নিশ্চল নয়নে
নীরবে দেখিতে ছিলা যোগী দুই জনে
আপনা বিস্মরি ভাবি এ কিরে প্রমাদ!—
স্বরূপ ঘটনা একি? অথবা স্বপন?
পিতৃবৈরি কিংবা অসুরারির ছলনা?
প্রসন্ন প্রসন্নময়ী-প্রসন্ন-কারণ
কিংবা চন্দ্রচূড় আজি এ মায়া রচনা
করিলা বুঝিতে মন? এরূপ ভাবনা-
জড়িত হৃদয় মন ধীর তপোধন
অথচ অসহ্য দেখি দৈত্য-ব্যবহার,
কি কর্ত্তব্য ভাবিছেন, ধরিয়া চরণ
পড়িলা রূপসী বালা, করিয়া বিস্তার
অপরূপ রূপরাশি! মুদি একবার
এ নয়ন, উন্মীলিয়া হৃদয়-নয়ন
গিরিশৃঙ্গে তপোবন বেষ্টিত অনলে,
পিঙ্গল সুদীর্ঘকায় দনুজ দুর্ম্মতি;
দেখ সে নবীন যোগী বদনমণ্ডলে
মণ্ডিত গম্ভীর ভাব,—নবীনা যুবতী
কাঁদ কাঁদ রূপ কত রমণীয় অতি—
প্রেমের প্রতিমা তাঁর চরণে লুটায়!
এ বিচিত্র চিত্র সম, ভাবুক সুজন,
দেখেছ কুত্রাপি? "ছাড় যোগীন্দ্র! বামায়,"—

সভয়ে সম্ভ্রমে কিন্তু করিয়া দংশন
দশনে অধর, রাগে ঘুরায়ে লোচন
কহিলা পিশাচ—"নহে জানিবা তোমায়
এর সঙ্গে যেতে হবে শমন-ভবনে!
তোর সহ বিবাদিতে মন নাহি হয়,—
আমারি এ নারী, যোগি!"—সজল নয়নে
কহিলা রমণী—"রাখ যোগি মহাশয়,—
সতীর সম্মান রাখ করি অনুনয়।
অনাথিনী দেখে যদি দয়া নাহি হয়—
না যদি ক্ষমতা থাকে সতীর সম্মান
রক্ষিতে রাক্ষস-করে, হইয়া সদয়
এই বক্ষে হান ত্বরা শাণিত কৃপাণ;—
তুমিও রমণী-গর্ভে, ভাবহে ধীমান,
লয়েছ জনম, হয়ে ভয়েতে হৃদয়
বিহ্বল, অবলা আমি, ক্ষমা ধর্ম্ম তব,
ক্ষম দোষ, রক্ষিবারে সতীত্ব-রতন,
পতি বলে, পতিরূপ তাপস-পুঙ্গব,
করেছি সম্ভাষ, সেই পতির সদন
অমূল্য সতীত্ব-ধন কর তা রক্ষণ!"
কুপিত বিস্মিত যোগী—হৃদয় চঞ্চল,—
ঘুরিল মস্তক, সেই সঙ্গে ত্রিভুবন
দেখিলা ঘুরিতে; কিন্তু স্বকর-কমল
কামিনীর নিজ করে করিয়া গ্রহণ

কহিলা সুভাষে "সতি! কর নিবারণ,—
মনদুখ, মুছ আঁখি, ত্যজ অশ্রুজল;
করিনু অভয় দান দিলাম আশ্রয়,—
কার সাধ্য আর তব করে অপমান?
যদ্যপি জীবনব্রত অসাধিত রয়,
তথাপি রক্ষিব তোমা, পণ মম প্রাণ।
এত কহি মুছাইলা সে চন্দ্র-বয়ান।
করায়ত্ত মৃগশিশু হারায়ে যথায়
ক্ষুধার্ত্ত কেশরী, ব্যাঘ্র, অথবা ফণীর,—
মণ্ডুক বদন হতে পলাইয়া যায়—
যেরূপ ভীষণ ভাব; কম্পিত শরীর
গরজি তরজি ক্ষণ দৈত্য মহাবীর
উপাড়ি প্রকাণ্ড-কাণ্ড তরু লয়ে ধায়
কালান্তের কাল সম, করিতে সংহার
যোগিরাজে! কড় মড় করিছে দশন;
লটাপট পৃষ্ঠপরে করে জটাভার;
দৃষ্টিতে অনল-বৃষ্টি সৃষ্টি-বিনাশন!—
হাহা স্বরে মহাত্রাসে মুদিয়া নয়ন
উন্মাদিনী সমা রামা কর-লতিকায়,
কত যে মধুর ভাবে হৃদয়ে হৃদয়
মিলাইয়া জড়াইয়া ধরিলা গলায়!
নিমীলিত নীলপদ্ম; শ্বাস নাহি বয়;
হৃদয়-স্পন্দন নাহি অনুভব হয়;

তুষার-ধবল সেই সুনির্ম্মল কায়
নিশ্চল জীবন-শূন্য ! এদিকে সন্তাড়ি
বিশাল বিমানমার্গ কর্কশ নির্ঘোষে,
মত্ত প্রভঞ্জনরূপে গহন উজাড়ি,
মহাদর্পে যোগিবরে আক্রমিলা রোষে,—
"মম তেজবীর্য্য-সূর্য্য সিন্ধুবারি শোষে
যদিরে হেলায় চায় জান না দুর্ম্মতি ?"
বলিয়া হানিল শির চূর্ণিতে যোগীর।
অশক্ত উঠিতে, গলা জড়ায়ে যুবতী ;
কহিলা ঈষদ্ হাসি তপোধন ধীর,—
" সাধন প্রভাবে আগে মাটির শরীর
করেছি পাষাণ, এই জ্ঞানের যুকতি ;
বৃথাই বিক্রম তোর দম্ভ অহঙ্কার ;
শাণিত কৃপাণ শেল দম্ভোলির ঘায়
উঠে মাত্র হুতাশন ; সামান্য তোমার
তৃণ তরু, বীরবর ! ক্ষুদ্র লতিকায়,
হা লজ্জা ! বাসনা কর ভাঙ্গিতে তাহায় !"
বস্তুত দেখিয়া ব্যর্থ অব্যর্থ সন্ধান
দ্বিগুণ বাড়িল কোপ, গিরিশৃঙ্গ লয়ে
মহালম্ফে ভূমিকম্পে, শব্দ হান্ হান্,
ধাইল উন্মত্ত দৈত্য, ডুবাতে প্রলয়ে
বিশ্বধাম, ছিঁড়ি জটা, করিয়া হৃদয়ে
করাঘাত, নাসারন্ধ্রে বাজিছে বিষাণ !

একেতে সহস্র মূর্ত্তি, তেজঃপুঞ্জ তার
অদ্ভুত এমনি! করে ঘন বরিষণ
পাহাড় পর্ব্বত! হাসে কাঁদে পুনর্ব্বার
নাচে ধ্রুব পায়, বৃত্রে করিতে নিধন
মহেন্দ্র, ত্রিপুরে কিংবা দেব ত্রিলোচন।
উজাড় করিলা বন, ভূধর ভাঙ্গিয়া
সমতল ক্ষেত্র তথা করিলা দানব।
অনর্থ হইল সব; তেমতি বসিয়া
রাজর্ষি গম্ভীর ভাবে! "কে তুমি মানব!—
অসাধ্য সাধন কভু মনুষ্যে সম্ভব?
বাসব বিরিঞ্চি বিষ্ণু!"—বিস্ময় মানিয়া
পরিশ্রান্ত ক্লান্ত রণ করি কতক্ষণ
কহিলা রজনীচর—"কে তুমি পামর?"
"সামান্য মনুষ্য, আমি দৈত্য দুরাত্মন্!
যোগবলে ব্যর্থ তোর পর্ব্বত পাথর,
বাঁচিতে বাসনা যদি, পলারে সত্বর।"
"পলাব মায়াবি যোগি!—মায়াবী না হলে
এ জগতে সহ্য করে, কেবা এ প্রহার?
পলাব, পাতকি! আর সুখ-সিন্ধুজলে
ভাসিবে রমণী-ধনে লইয়া আমার!"
উন্মত্তের মত হাসি দৈত্য কুলাঙ্গার
করিলা উত্তর "পলাব না—এই স্থলে
যদ্যপি মরিতে হয়, সেও শ্রেয়স্কর।

রাখ্ তোর ইন্দ্রজাল, আয়রে মায়াবি,
বাহুবলে মায়া তোর ভাঙ্গিব বর্ব্বর;
মকরাক্ষ-ভক্ষ্য লয়ে কোথায় পলাবি?—
তুইও, রাক্ষসি! আয় আর কোথা যাবি?"
রমণীর কেশ-গুচ্ছ, যোগি-জটাভার
বলিয়া ধরিলা দৈত্যে মারিতে আছাড়;
আবার গম্ভীর শব্দে নিস্তব্ধ সংসার;
আবার সে পদ্দদন্তে বন তোলপাড়;
আবার ভূকম্পে ঘন কাঁপিল পাহাড়।
বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি যোগী! হুঙ্কার ঝঙ্কার
ছাড়িয়া সগর্ব্বে দর্পে কত যে টানিল,—
উঠিত সে টানে বিশ্বমূল ছিঁড়ে তার,—
অটল অচল যোগী, কিছু না নড়িল,
পাংশুবর্ণ অংশুমালী দৈত্যের আকার,
জরাগ্রস্ত ত্রস্ত ঘুরে মস্তক, কান্তার,
"নিতান্ত মরিবি যদি, মর এই বার—
এতক্ষণ হয় নাই ক্রোধের উদয়,
অথবা ক্ষমার যোগ্য দুষ্ট দুরাচার
নস্ তুই; ধরা হতে যত হয় ক্ষয়
এইরূপ কষ্টকর কণ্টকনিচয়,
বিশ্বের ততই হিত, বাসুকীর ভার
ততই লাঘব হয়।" বলি যোগিবর
ভীম যোগবলে মূর্ত্তি ভীষণ ধরিল,—

পড়িল জ্বলিত দৃষ্টি দুষ্টের উপর,
ছুটিল লোহিতনীল—দানব পুড়িল,—
ভস্ম হয়ে বায়ুভরে দিগন্তে উড়িল!

ইতি শ্রীঅদৃষ্ট-বিজয়ে কাব্যে মায়ামরীচিকো নাম
পঞ্চমঃ সর্গঃ।

ষষ্ঠ সর্গ।

অতল বিতল তল সুতল পাতালে
ভীষণ-দর্শন পুরী! তামস তরল
উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা বিস্তারি বিক্রমে,
অযুত ব্রহ্মাণ্ড সম পরিধি ব্যাপিয়া
ঘুরিছে নীরবে নিত্য চতুর্দ্দিকে তার
সুনিবিড়! কিবা রাত্রি, কিবা দিনমান
নাহি ভেদাভেদ। ঘোর অমাবস্যা নিশা
আচ্ছন্ন গগন! শোক, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ,
পাপ, তাপ, অভিশাপ, ভ্রমিছে উল্লাসে
ধরিয়া বিভৎস বেশ, সে দেশে নিয়ত
বিকট পিশাচবৃন্দ! ঘোর অন্ধকার—
দৃশ্যমান তাহে, হিংসা, দ্বেষ, জরা, মৃত্যু,

কলহ, সন্তাপ, রাগ, বিচ্ছেদ-বিরহ,
শ্মশান, মশান, চিতা, নিত্য প্রজ্বলিত—
স্ত্রী-হত্যা, গোহত্যা, ক্লেশ, স্পষ্ট প্রতিমূর্ত্তি
চারু চিত্রপটে যেন! হতাশা—হায় রে,—
পুড়ি মর্ম্মে নাশি ধর্ম্মে পাপকর্ম্ম তরে
রুক্ষকেশা ভীমবেশা করালবদনা,
লোল-জিহ্ গজকর্ণা, জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণ-
দেহা, যক্ষ্মাগ্রস্ত প্রায়, উচ্ছ্বাসি হারব,
করি বক্ষে মন-দুঃখে নিত্য করাঘাত
ফিরিছে বেষ্টিয়া পুরী, প্রেতিনী যেমতি,
শুনেছি শৈশবে, এক নীরব নিশীথে
কাঁদি ব্যাকুলিত ভাবে, ধরিয়া মস্তকে
প্রদীপ্ত পাবককুণ্ড, ফিরিত প্রত্যহ
সে দেশে, যে দেশ, আহা, করিব কল্পিত
প্রিয় স্বর্গপুরী হতে! অবলা সরলা
প্রবাসে পতির মৃত্যু সংবাদে অথবা
(অসত্য সন্দেশ) সতী দেহান্তে মিলিতে
প্রাণপতি সঙ্গে, প্রাণ ত্যজিয়া অনলে
না পাই প্রাণেশে, মরি, মনের বিরাগে
নিশীথে জাহ্নবীকূলে শ্মশানে ঘেরিয়া
"পুড়িয়া মরিনু কিন্তু না পেলেম পতি"
বলি গুণবতী, অৰ্দ্ধদগ্ধ হৈম দেহ
গলিত স্খলিত, ক্ষীণ দীন অস্থিসার

নাড়ি ভুঁড়ি পরি, কাঁদি ভ্রমিত যেমতি
শূন্য প্রাণমনে!—সদা এ সদন
নিমগ্ন বিমর্ষ-কূপে—জ্বলন্ত গরল।
কেবা সে এমন পাপী এ ভব মণ্ডলে—
নাহি প্রায়শ্চিত্ত যার,—সৃজিলা বিধাতা
এ নিরয় তার তরে? অথবা অযোনি-
সম্ভব কমল-যোনি যোগেন্দ্র জাপক
গঠিলা খেলার ছলে, মনের প্রপঞ্চে
বঞ্চিতে বিরিঞ্চি কাল, এ পুরী রৌরব
উদ্দেশ্য বিহীন? অসম্ভব! না সম্ভবে
খেলা বিধাতার। আরোহি পুলকে
মানস-স্যন্দনে চারু—গতি যার বিশ্বে
অতুল—ভ্রমেছি সুখে—দেখেছি সকলি
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস;
নীরবে বিমান মার্গে মার্ত্তণ্ড মণ্ডল
স্থিত যথা জ্যোতির্ম্ময়; অথবা যেখানে
বেষ্টিয়া পৃথিবী, শশী অমৃত সাগর
ছড়ায়ে পিযূষরাশি ঘুরিছে নিয়ত
দুগ্ধময় বর্ত্মে; কিংবা যথা কলিদেব
বিকট করাল মূর্ত্তি বসেন কুশলে;—
কল্পনা-দূতীর সাথে, একে একে সব
ভ্রমেছি, দেখেছি কত কাণ্ড ভয়ঙ্কর
নানা স্থানে; রৌরবের পাবক উচ্ছ্বাস

বৈবস্বত নিকেতনে—যে কথা স্মরিলে
এখনো শিহরে আত্মা, দেখি নাই কভু
হেন ভয়ঙ্করী পুরী ত্রিভুবন মাঝে!
বিচিত্র ধর্ম্মের গতি এ ভবমণ্ডলে
কে না জানে? অপরূপ লীলা দেবতার
লীলাময় বিশ্বরাজ্য! জলের তরঙ্গে
তৃণ যথা, সেই মত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল
প্রবল পয়োধি-জলে ডুবিছে ঘূরিছে—
উঠিছে ভাসিয়া পুনঃ—সতত চঞ্চল!
বসি এ ভীষণ ধামে নিমগ্ন বিষাদে
দৈত্যপতি বলিরাজ। বসি পদতলে
হায় রে যেমতি শচী মহেন্দ্র-মহিষী
যবে সে দুর্ব্বাসাশাঁপে শ্রীভ্রষ্ট অমরা,—
রূপসী দানববালা বৃন্দাবলী সতী
অশ্রুমুখী, অশ্রুমুখী নিশান্তে যেমতি
পারিজাত। নিরানন্দে নীরব প্রকৃতি
মাঝে মাঝে শুধু অত্যুষ্ণ নিশ্বাস শব্দ—
হৃদির স্পন্দন, করিতেছে ব্যক্ত মাত্র
মর্ম্ম-বিদারক ব্যথা দৈত্যদম্পতীর।
"আর কতকাল নাথ!" দনুজ-মহিলা
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজি কহিলা সুস্বরে
"থাকিব আমরা এই নরক-নিলয়ে
তমোময়? বলেছিলে 'বৃন্দাবলি! ছলি

বনমালী মন বুঝিবার তরে, আসি
বামনের বেশে মাগি ত্রিপাদ পৃথিবী
দেখাইলা মায়া নিজ; অবশ্য আবার
হবে তাঁর দয়া, দয়াময় তিনি, পাব
ত্রাণ পাপ স্থান হতে!' আশার আশ্বাসে
কত যুগ হল গত; নিশ্বাস প্রশ্বাসে
হল উষ্ণ তমোরাশি; সহিলাম কষ্ট
নিদারুণ, অপ্রসন্ন অদৃষ্ট তেমনি!
নিজ দুঃখে নহি দুঃখী, দেখি বাছাদের
মুখ বিমলিন, দহে প্রাণ নিশি দিন
আশীবিষ-বিষ-দাহে! কি পাপে এ তাপ
দৈত্য-পতি? করি নাই কারো মন্দ কভু;
ভাবি নাই, প্রভু, মনে মন্দ; দেখি নাই,
অশ্রুজলে ধরাতল না করি শীতল,
পর অমঙ্গল! হিতচিন্তা, প্রাণকান্ত!
করিতাম সদা; দেবপদে ভক্তি-ডোরে
ছিল বাঁধা মন;—হৃদিপদ্মে পূজিয়াছি
বিষ্ণুপাদপদ্ম নিরবধি; কিন্তু হায়,
বাম বিধি, গুণনিধি! বিফল সকলি
হল ভাগ্যদোষে। যদি আরাধনা-ফল
এইরূপ, ভূপ! ছিল জানা শিখাইলে
কেন তবে দেবপূজা? পূজিলে আপনি
অসার সংসার-সুখে দিয়া বিসর্জ্জন

অনশনে একমনে অমর-চরণে ?
আজো পূজ কি লাগিয়া, নারি বুঝিবারে
তব মনোভাব, ভয়ে বিহ্বল হৃদয়,
ভাবি আর কত আছে ক্লেশ অবশেষে
দাসীর ললাটে ; ত্যজ নাথ তপঃ জপ।
মরণে মরণ নহে ক্লেশমাত্র সার।”
হাসি উত্তরিলা বলি দানব-ঈশ্বর—
“প্রাণেশ্বরি! পূজে হরি জানি এ পতন ;
ভেবেছিনু যোগে লভি দেববল যাব
ত্যজি ধরাতল, সুখে আরোহি পুষ্পকে
সুরপুর, তিনপুর গাবে যশোগান
উচ্চ তানে ; কিন্তু, সতি! হল অধোগতি
মতিভ্রমে ; পেয়ে চিন্তামণি নারিলাম
চিনিবারে! কিন্তু দেবি! দুঃখ পরিহর—
মুরহর বাঁধা ভক্তি-ডোরে ; সমাধি সাধন,
ভাবিও না, বিধুমুখি! হয়েছে বিফল।
কিবা লাভ মোক্ষপদে, যে পদরাজীব
ধরেছি মস্তকে, সুরাসুর-নর-বাঞ্ছা ;—
সার্থক জীবন তাহে ; হরেছেন হরি
অবতরি মম গৃহে বামনের বেশে
পদে মম পাপদেহ পাপতাপ রাশি
পরশিয়া! করিয়াছি দান ত্রিভুবন ;
হৃষিকেশ ঋণী মম পাশ, কারে আর

ভয় মম ভবধামে ? দেব ব্যোমকেশ
অলকা অঞ্জলি দিয়া যোগাচলে বসি
ভাবেন যোগেন্দ্র যাঁরে, মৃত্যুঞ্জয়, দেবি !—
আদ্যাশক্তি মহামায়া ; যে নাম মধুর
জপিলে দিনান্তে মহাপাপী যায় চলি
অবহেলে মোক্ষধামে, সে মধুসূদন
বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়া আসি দাসেরে তারিতে
পদতলে দিলা স্থান ;—আছে স্থান মম—
স্বর্গমর্ত্ত্য হতে ভিন্ন ; সেই পাদপদ্মে
সুধাসদ্ম, পদ্মমুখি ! মিলিব সত্বর।
এইত প্রেয়সি ! মম কামনা বাসনা !"
আহ্লাদে, হ্লাদিনী যেন উন্মাদিনী প্রায়
মুছি আঁখি সুলোচনা দানবমহিষী—
তবে কি এখনো আশা আছে, প্রাণপতি !
তরিবার ? এ আঁধার ত্যজি পুনর্ব্বার
ভাস্বর ভাস্কর-ভাতি চাঁদের চন্দ্রিমা
পাব দেখিবারে ? করিয়াছ ত্রিভুবন
দান, জনার্দ্দনে, দেব ! অসুর-মর্দ্দন ;—
ভেবেছিনু নাহি স্থান। এত দিন তবে,
আছে স্থান যদি, নাথ ! জানিতে অন্তরে,
সহিলে এ ক্লেশ কেন, কহ তা দাসীরে ?"
নীরবিলা নলিনাক্ষী। উত্তরিলা বলি ঃ—
" সে কেবল কমলিনি ! কমলা-কান্তেরে

দেখাইতে মন মম ইহাতেও নহে
বিচলিত ; দেব প্রতি নহে ভক্তিহীন ;
পারে সে আঁধারে বলি যাপিতে জীবন।
কুরঙ্গ-নয়নি ! নহে ভেবেছ কি মনে
ত্রিভুবন সনে আমি সে পদ-পঙ্কজ
করিয়াছি দান ? হৃদিপদ্মে, প্রাণপ্রিয়ে !
রেখেছি যতনে অতি ক্ষোদিয়া সে পদ—
অমূল রতন ; চেয়ে দেখ” বলি বলি
নমাইলা শিরঃ—“চেয়ে দেখ, সুকেশিনি !
সে পদ কমল এই মস্তকে আমার !
অবস্থার সনে সতি ! মিলায়ে মানস,
বঞ্চ আর কিছুকাল, অবিলম্বে পুনঃ
আনন্দে আনন্দময়ি ! পশিব নন্দনে।”

রমণী-রতনে তবে দনুজ-রতন
প্রবোধি এরূপে ধীর গুপ্ত মন্ত্র-গৃহে
প্রবেশি মুদিয়া আঁখি হৃদিপদ্মে রাখি
কর-পদ্ম ভক্তিভাবে, কুশাসনে বসি
চিন্তি কতক্ষণ পুনঃ কহিতে লাগিলা :—
“অচিন্ত্য চিন্ময়-মায়া, কি ভাবে কখন
থাকেন কমলাপতি কে পারে বুঝিতে ?
নশ্বর সকলি এই নশ্বর জগতে ;
সম নীর গিরি ! ভুঞ্জে লোক নিজ নিজ
কর্ম্মফল। ভেবেছিনু পূজি পীতাম্বরে.

পাব মোক্ষপদ, অবহেলে যাব তরি—
(পেয়েছিনু পদ!)—আরোহিয়া পদতরী
ভবার্ণব; হায়! মম ভাগ্যদোষে হল
অধোগতি! কিন্তু জানি যা করেন হরি
সকলি মঙ্গলহেতু—হরিতে জীবের
পাপ তাপ। জগতের সাধিতে মঙ্গল,
অথবা দেখাতে নিজ মহিমা অপার,
অথবা বুঝিতে, করি দান ত্রিভুবন,
পারে কি পাতালবাসী বুঝিতে দানব
আছে স্থান রাঙা পায়, ছলিলা দাসেরে
বনমালী! কিন্তু মরি জড়িত আপনি
নিজ জালে যদুপতি! দুর্জ্জন যেমতি
পূর্ব্বে সে পড়িলা ফাঁদে—হায় কি নির্ব্বোধ!—
গৃহ মাঝে বসি দিয়া সিঁধ নিজ গেহে
করিতে পরের মন্দ; অথবা যেমতি
স্বর্ণতারসূত্রশিল্পী। দেখিব কেমনে
না করেন রাঙা পায় স্থান দান দাসে
দয়াময়; দিয়া পুনঃ অথবা কেমনে
লন কাড়ি; ছাড়ি নাহি দিব অনায়াসে।
হরিলা কংসের দর্প যেরূপে কংসারি
দেববলে, যোগবলে এবার তেমনি
কংস-অরি-দর্প হরি প্রকাশিব ভবে
যোগের মাহাত্ম্য! কি প্রপঞ্চে পঞ্চতপে

বাসব বিরিঞ্চি বিষ্ণু করেন বঞ্চিত
দেখিব কেমনে কিংবা প্রাক্তন শঙ্কর। ”
এরূপে হৃদয়-বেগে বিদায় প্রদানি
কিঞ্চিৎ বিরাম পাই লাগিলা ভ্রমিতে
গৃহ মাঝে দৈত্যপতি। কভু প্রসারিত
কভু সঙ্কুচিত উচ্চ ললাট নিটোল!
হেন কালে তথা উপনীত অংশুমালী
জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁর; ধীর, শান্ত; দীর্ঘদেহ,
গম্ভীর-মূরত্তি; তপ জপ যাগ যজ্ঞ
রত সদা দানধ্যানে; অটল সমরে
কার্ত্তিকেয় যথা। প্রণমিয়া পিতৃপদে
পদধূলী ধরি শিরে কহিলা কুমার ঃ—
“ হে পিতঃ! পাতালে হয় পতন যখন
মায়াতে বিমোহি আঁখি সৃজি মরীচিকা
দেখালে অপূর্ব্ব সৃষ্টি; ক্রমেতে বিগত
হল কত কাল, পূরিল না মন আশা।
কলিতে যখন জীব কলুষেতে ভারী
ডুবিবে পাতালে, বলেছিলে, হে রাজন!—
নাহি কি স্মরণ?—সেই পাপী জীবে পুনঃ
করিতে উদ্ধার, ছলিলেন চক্রপাণি
তোমারে কুচক্রী। জীব, পিতঃ! দূরে থাক,
চেয়ে দেখ পাপভারে ডুবিছে পাতালে
বসুমতি, নাহি বৃষ্টি সৃষ্টিনাশহেতু;

শনির শাণিত দৃষ্টি ;—কবে আর, দেব,
প্রকাশিয়া যোগবল রক্ষিবে জগৎ ?
অই দেখ লক্ষি ধরা সুদূর শূন্যেতে
লক্ষ নব গ্রহ ঘোর অমঙ্গল-মূল
ছুটিছে সবেগে, মত্ত সৌদামিনী যথা
ঢালি দীপ্ত অগ্নিশিখা ! অচিরে অবনী
হবে ভস্ম, কারে আর রক্ষিবে তখন ?
অনুমতি দাসে দেহ, দনুজ-ঈশ্বর ;
উঠাইব এ কলঙ্ক-রেখা ললাটের
ঘর্ষি সুদর্শনে। রাখিও না বদ্ধ করি
জড়তা-শৃঙ্খলে ; বলিপুত্র অংশুমালী
বাসনা বারেক, পিতঃ ! দেখাই জগতে ! ”
“ সত্য যা বলেছি পুত্র ; ” কহিলা রাজেন্দ্র
নীরবিলে অংশুমালী। “ রচি মরীচিকা
মোহি নাই মন। যোগবলে পারে জীব
হইতে অমর তুল্য ; প্রয়াস করিলে
মৃত্তিকা পুত্তলী পারে অসাধ্য সাধিতে,—
ফিরাতে অদৃষ্ট-গতি, এ সব দেখাতে
ছলিলা কেবল কৃষ্ণ, জানিবে নিশ্চয়।
আবদ্ধনিয়তিনেমি নিত্য ঘূর্ণমান
চরাচর ; কভু দুঃখ, আনন্দ কভু বা
করে ভোগ লোক পরিবর্ত্তন যেমতি।
সত্য যা কহিলে তুমি ডুবিছে পৃথিবী

কাল-জলে,—সমাগত আমারও সময়।
এই দৈত্যবংশ, পুত্র, ত্রিলোক-বিখ্যাত;
সাধিতে জীবের হিত হরিলা হেলায়
স্বর্গ হতে অগ্নি দৈত্য অগ্নিহোত্র নাম—
দৈত্যবংশ-অবতংস! কত যে যাতনা
দিলা স্বরীশ্বর! মম ভাগ্যে সেই ফল,
সাধিতে মঙ্গল। ভগ্নোদ্যম, প্রাণাধিক,
হয় নাই প্রাণ; এই বক্ষ সেই শিলা;
অভগ্ন হৃদয় সেই;—পতনের সহ
প্রতিজ্ঞা বাড়িল কত! কাঞ্চন যেমতি
হুতাশন-যোগে, এই দেহ মম, বৎস!
বিশুদ্ধ তেমতি বিষ্ণুপদ-পরশনে।
পাষাণ মানবী হয় যে পদ পরশে,
দানব দেবতা হবে ধরিয়া মস্তকে
সে পদ-রাজীব, নহে বিচিত্র কুমার!
বিশুদ্ধ পবিত্র যাহা তাহার সংহার
অসম্ভব! অনায়াসে এ বক্ষ কঠিন
দম্ভোলীর দম্ভ চূর্ণ করিতে সক্ষম;
এ মস্তকে—বিষ্ণুপদে—সকলি বিফল—
ইন্দ্রের অশনি কিংবা ধূর্জ্জটী-ত্রিশূল;
দণ্ডধর-দণ্ড কিংবা ভাগ্যের লেখনী।
নিশ্চিন্ত নিতান্ত আমি, পুত্র বীরোত্তম,
নহি মুহূর্ত্তেক, মুহুর্মুহু চিন্তাবলী,

তরঙ্গ উপরে যথা তরঙ্গ আঘাত
সিন্ধুজলে, মম হৃদে উত্থিত পতিত ;
ভাঙ্গি রোধ এক দিন অবশ্য ধাবিবে
গ্রাসিতে ব্রহ্মাণ্ড, অনিবার্য্য সেই গতি
কে রোধিবে ? শচীকান্তে, উমাকান্তে, বৎস,
কমলাকান্তেরে আমি বারেক দেখিব।
কি জন্য উতলা, পুত্র, হতেছ এমন ?
নহে তৃপ্ত, কুলর্ষভ, অদ্যাপি তোমার
রণ সাধ ? আছ বদ্ধ আজ ত দুদিন
এই ঘোর অন্ধকূপে, নতুবা তনয়
জীবন করেছ ক্ষয় সমরে সমরে,
মণ্ডিত করেছ মণি-মস্তক-মুকুট
কীর্ত্তি-শশধরে ; টলমল স্বর্গ মর্ত্ত্য
তব বাহুবলে, কি মান লভিবে আর
সমর-বিজয়ী জয় লভিয়া সমরে ?
তথাপি বাসনা যদি, জেন রে কুমার
এ সংগ্রাম-সাধ তব অবশ্য মিটাব।"
"কবে তবে পিতঃ ! করিয়া ধারণ
যোগবলে তেজঃপুঞ্জ দেবতা-শরীর—"
উত্তরিলা অংশুমালী—"উজ্জলি অম্বর
বিপুল আলোকপুঞ্জে, বিস্তারি আনন্দে
স্বর্ণপক্ষ লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড লঙ্ঘিয়া
যাব চলি মোক্ষধামে, আমাদের সহ

লভিবে কৈবল্য যত পতিত মানব ?"
  হাসিয়া ঈষদ বলি কহিলা নন্দনে ঃ—
"যোগে, বৎস ! ধরি দেবদেহ সুরপুরে
যাবে না দানব। যোগবলে বাহুবল
মিশায়ে বুঝিব, বলি, নমুচি-মর্দ্দনে—
বহ্নি সহ বিবস্বত ; বুঝিব কেশবে
আহবে তুমুল ; সুরকুল সমতুল
করি যোগে দৈত্যকুলে, তুলে ফুল দলে
মনোভব যথা ভ্রমরের হুলে জুড়ি
শর, অনশ্বর বলে করিব আঁধার ;
শংখরবে পূরি ভব, পড়িব গায়ত্রী
উচ্চ তানে, সেই বাণে দেখিব কেমনে
অমরমণ্ডল সয় সমরপ্রাঙ্গণে !
যাও তুমি দৈত্যমাঝে দুন্দুভিনিনাদে
বিঘোষিত কর, পুত্র ! এ শুভ সংবাদ
ত্বরান্বিত ; পূজুক সকলে রাধানাথে।
উড়াও সুবর্ণকেতু মন্দির-শিখরে,—
মম গৃহচূড়ে, ঘোরতম তমোমাঝে
জ্বলুক দামিনী, আঁকি আশা-ইন্দ্র-ধনু
মানস-আকাশে ! বহুকাল সবে, হায়,
নিমগ্ন তিমিরে, ভেরী—মন্দ্রে রণ-মন্ত্র
পাঠায়ে শ্রবণ-রন্ধ্রে, জাগাও সকলে ;
নিজ নিজ অস্ত্র শস্ত্র করুক শাণিত

এই বেলা ; হয় হস্তী স্যন্দন নিকর
করুক সজ্জিত ; বিশ্বকর্ম্মকারে ত্বরা
আনিয়া এখানে কহ করিতে নির্ম্মাণ
নব নব শর, অসি, বন্দুক, কামান,
বর্ম্ম, চর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ, সংগ্রাম-ভূষণ।
বাজুক চৌদিকে বাদ্য ; গভীর গভরে
অগ্নিগিরি বক্ষে যথা ঘুরুক নিনাদ।
বলির উত্থান, বৎস, জানুক ত্রিলোক।”
নীরবিলা বলি। উত্তরিলা দৈত্যাত্মজ :
“এ কি পিতা পরিহাস ? যদ্যপি অন্তরে
একান্ত বাসনা রণে বারেক বুঝিতে
রমাপতি-বল ; নহি ভীত ক্ষণকাল
চক্রগদা বজ্ররেখা হৃদয়ে ধরিতে।
যদ্যপি একান্ত সাধ,—জীবন কামনা,
দিগ্বিজয়ী বেশে, দৈত্য চতুরঙ্গ দল
লয়ে সঙ্গে মহারঙ্গে, পূর্ব্বে সে যেমতি
জিনিলা ত্রিলোক বলে লঙ্কা-অধিপতি,
উড়ায়ে বিজয়-ধ্বজা করি পর্য্যটন
স্বর্গে স্বর্গে গ্রহে গ্রহে ; জিনিব সকলে
কি সংশয় ; কিন্তু নাহি জিনিব মাধবে।
তথাপি ভেবনা, পিতঃ, ভীত পুত্র তব
ঘুচাতে মনের এই দারুণ সংশয়।
এ অসম্ভব কার্য্য, দেব ! সত্য কি সম্ভব

ক্ষুদ্র জীবে? এই যুক্তি মুক্তির যদ্যপি
করিয়াছ স্থির, তবে জানিনু নিশ্চয়
আকাশ-কুসুম আশা! শক্তিহীন জীব
দেব! দেবশক্তি পাশে। অধিক চিন্তার
বুঝিনু বারিজবন—চিত্তের বিকার!”
সক্রোধে অথচ ধীর মধুর গম্ভীরে
ভৎর্সিয়া তনয়ে পুনঃ দনুজ-ঈশ্বর ঃ—
“গুরু আমি তব, পুত্র, উপহাস তায়
অনুচিত; কেমনে জানিলে, কহ পুত্র,
জিজ্ঞাসি তোমায়, কহ, বিজ্ঞতম তুমি,
চিত্তের বিকার মম অদৃষ্ট-বিজয়?
অথবা বালক তুমি, বৃথা এ ভৎর্সনা।
প্রবঞ্চক নহি বৎস; সংকল্প, প্রতিজ্ঞা,
বীরত্ব, বিক্রম, বীর্য্য, উদ্যমশীলতা
সুস্থির চিত্ততা অধ্যবসায়শীলতা,
সাহস, উৎসাহ, যার দৃষ্টি দূরতর
নিয়তি অধীন তার। হব যে তনয়
ধর্ম্মবলে বাহুবলে ভবসিন্ধু পার,
সন্দেহ কি বিন্দুমাত্র! প্রত্যক্ষ তোমারে
দেখাইব যোগবল।” এতেক কহিয়া
শাণিত ছুরিকা এক হানিলা হৃদয়ে
দৈত্য রাজ, তীর সম ছুটিল তাহাতে
খরোষ্ণ শোণিত-স্রোত; রবিকর যথা

ঢাকে ক্রমে ধরাতল, ফোয়ারা হইতে
উঠে কিবা বারিরাশি ; ঢাকিল তেমতি
ছত্রাকারে ক্রমে ক্রমে বিস্তারিত হয়ে
বিন্দু বিন্দুরূপে নভ-মণ্ডল শোণিত।
কত রাহু, ধূমকেতু, শনি শুক্র সোম
ত্বিষাম্পতি জলধনু ব্যোম আচ্ছাদিয়া
কত বা নক্ষত্র—নীল পাটল লোহিত
নিবিড় ধূম্রল ঘোর, পীত বা হরিত—
নানা বর্ণ, সমুদিত হল সে আকাশে!
সবিস্ময়ে অংশুমালী দেখিলা তাহাতে
অটল-অচল-মূর্ত্তি ধনুর্দ্ধর দ্বয়ে
বদ্ধপরিকর ; ভীম ভুজে মহাধনু—
গাণ্ডীব পিনাক, পৃষ্ঠে নিষঙ্গ বিশাল ;
কোষে কাল অসি ; রুদ্র যথা রুদ্রপতি
ত্রিপুর-সংহারে! বীরদ্বয়ে পরিবেষ্টি
প্রাণী কোটি কোটি লক্ষ, পরা বীর সাজ—
যুবক যুবতী বৃদ্ধ প্রৌঢ় বা প্রাচীন—
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র দৈত্য বা কর্ব্বুর,—
মত্ত রণমদে,—কালী কিংবা ভীমসেন,—
পুরুষ, প্রমদা! ইন্দ্র চন্দ্র সর্ব্বভুক
পবন প্রচেতা বিষ্ণু বৃষভবাহনে
দেখিলা নিষ্প্রভ, যথা নিষ্প্রভ গাণ্ডীবী,
হরিলে হরির সনে নিষাদ দুর্ম্মতি

পদ্ম-প্রস্রবণকূলে হরিণী-বিভ্রমে,
কৃষ্ণতেজঃ ; কিংবা হায় সূর্য্যকান্ত মণি
ঢাকিলে বারিদ-পুঞ্জ মরীচিমালীরে,
অথবা সিন্দুর বিন্দু শাম্ভবী ললাটে
দলিতে দুর্ম্মদ দৈত্যে যবে সে ভবানী
উরিলা মোহিনীরূপে বিন্ধ্যাচল-বনে ;
অথবা সতীত্ব-হীন পরমা রূপসী ;
পণ্ডিত শিষ্যের মাঝে মূর্খ গুরু কিবা।
দ্বিগুণ নিস্প্রভ, কাল প্রতিবিম্ব-ছায়া
আচ্ছাদিলে ছায়াপতি ধরিত্রী যেমতি।
লক্ষ লক্ষ কোটি দেব পতিত চৌদিকে
মূর্চ্ছাগত, সত্তা হায়, অনুভব সার,
অতি দূর দূরতর দূর অন্তরীক্ষে
যোজন যোজন দূরে তারাবৃন্দ যথা,
শৈশবের প্রিয় স্বপ্ন-স্মৃতি বা যেমতি!
উত্তপ্ত বালুকাপরে বসি এক পাশে
বিদগ্ধ মলিন মুখ নির্দ্দয় নিয়তি
বেষ্টিত সৈমূমে! উড়িছে অযুত কোটি
মানব বিজয়-ধ্বজা, ধূমকেতুরূপে
উজলি চমকি নভঃ। শুনিলা যেমতি
স্বপ্নে প্রিয়া-কণ্ঠরব মুরজ মুরলী
মন্দিরা সেতার বীণা রবাব মিলিত
প্রবাসে প্রণয়ী যেন, কোলাহল কত

উৎসবে, উদিলে ভবে সুখদ শরতে,
সারদা সঙ্গেতে রঙ্গে শারদা আশ্বিনে
পূর্ণ বঙ্গভূমি যথা আনন্দ-সঙ্গীতে
দেব দোলে বৃন্দাবন ; অথবা আহবে
সংহারি নিশুম্ভ শুম্ভে হেরম্বজননী
লাঘবি অনন্ত-ভার, নিস্তারি ত্রিদশে,
প্রবেশিলে হৈমবতী অম্বর উজলি,
আনন্দে অমরাবতী মাতিল যেমতি ;
বন্দিল অমরবৃন্দ—ইন্দ্র পুরন্দর ;
বন্দনা গাইল বন্দী, ক্ষীরাব্ধি-নন্দিনী,
নাচিল উর্ব্বশী রম্ভা, মধুর বাদিত্র
বাজিল মধুর ; প্রাণ মন প্রমোদিত
যে রবে অথবা ! " পিতঃ ! কহিলা কুমার
পুলকে প্রফুল্ল নেত্র, সত্য বা স্বপন,
দেখিলাম যাহা ?" " সত্য সব, প্রাণাধিক ;
ঘটিবে অচিরে এই অদ্ভুত ঘটনা।
একা আমা হতে কিন্তু, বলি তা তোমারে
ঘটিবে না এ ঘটনা ! হৃদয় নয়নে
ভূতভাবী বর্ত্তমান করতলস্থিত
নিরখি আলেখ্য সম ; বিষ্ণুযশঃ সুত,
বৎস ! মোক্ষ সেতু মম ; করিবে তাঁহার
ব্রাহ্মণ্য প্রভাব জয় যোগতেজ মম।
এই দুই তেজে কিন্তু মিলিয়া যে তেজ

উৎপন্ন হইবে, তাহা মথিবে অম্বর!
ওই যে দেখিলে বীর গিরিশৃঙ্গ সম
সুদীর্ঘ অটল, সুবিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থল;
আজানুলম্বিত ভুজ, বলীবর্দ্ধ স্কন্ধ;
উন্নত ললাট খণ্ড, দোর্দণ্ড প্রতাপ,
প্রচণ্ড ব্রাহ্মণ্যতেজ সর্ব্বাঙ্গে ক্ষরিছে,
মার্ত্তণ্ড-ময়ূখ-রাশি কৃশানু-মার্জ্জিত;
করালী মৃড়ানী সমা ভয়ঙ্করী বামা,
দৃঢ়বদ্ধ করে অসি, অনূঢ়া অপর্ণা—
সরলা শরম, ব্রীড়া ক্রীড়া নীলোৎপলে
অথচ সতত ব্যক্ত, বামভাগে যার
এলোকেশী, অট্টহাসি আস্যে অনিবার,
ফিরিছে ঘুরিছে চল চঞ্চলা যেমতি
নাচিছে, গাইছে,—বৎস! কল্কীদেব অই!
প্রভঞ্জনে সুরপুরে করিয়া প্রেরণ
জানাও অমর-বৃন্দে; জ্ঞান-শরাসনে
জুড়ি যোগ ব্রহ্মতেজ ধৈর্য্য পণ গুণে
বীর-দর্পে—শীত অন্তে কাল সর্প যথা,
পুরাণ কঞ্চুক ত্যজি নববীর্য্যবান,—
আবার উঠিছে বলি দৈত্য-অধিপতি,
সাজুন সংগ্রামে তাঁরা। যাও, বৎস! যাও,
সচেতন দৈত্যকুলে—দৈত্যকুল-রবি,
কর ছবি-দানে; জানাইব কল্কীদেবে

সময় আসিলে মম মনের বাসনা।"
এত কহি হৃষ্ট-চিত্তে দৈত্য-কুলমণি
বসিলা পূজায়। চলি গেলা অংশুমালী,
অংশুমালী হরিদশ্ব অস্তগামী যথা,
রাজাদেশ জানাতে সবায়। মহানন্দে
আনন্দি পাতাল, বন্দী তীব্র মন্দ নাদে
গাইলা মঙ্গলগীত—"উঠ দৈত্যকুল,
সাজিছে সমরে বলি দৈত্য-অধিপতি
যোগবলে দেববল বিক্রম দলনে।
উঠ সবে, সাজ রণে যে যেখানে আছ—
তরুণ তরুণী বৃদ্ধ প্রাচীনা বালিকা;
এমন সুখের দিন হবে না কখন
পুনর্ব্বার, এই বেলা স্ববীর্য্য প্রকাশি,—
প্রকাশি দানব তেজ, প্রতিজ্ঞা, সাহস,
অনিবার্য্য বীর্য্যরাশি, বদান্যতা, ক্ষমা,
অমরে সমরে দান হৃদয়-শোণিত
কর কিংবা প্রাণ, রাখ দৈত্য-কুল মান।
হে বীরমণ্ডল! প্রতিবিধিৎসিতে ঘোর
মনের সন্তাপ, ধর চাপ সাপইষু,
শুভদিন আজি। সরমের, সুলোচনে!
বিস্তর সময় আছে, তোমরাও এস
দুলাও প্রমথনাথ হৃদে তারাহার!
জাগ হে পাতালপুরি! পূরি মহোৎসবে

তমোরাশি ; গর্জ্জি তর্জ্জি, ভীষণ ভুজঙ্গ,
তেজ সহ তেজ রাশি মিশাও কৌতুকে।
এ শুভ সংবাদ, বায়ু জানাও সকলে।”
দৈত্য-গৃহ চূড়ে চূড়ে সুবর্ণ কেতন
ধূম্রল আকাশ-মার্গে ধূমকেতু রূপে
আকুলি বাসুকী মন উড়িল অমনি।
তূরী, ভেরী, শঙ্খ বাজে পটহ দুন্দুভি
ভীমরোলে ; সৈন্যবৃন্দ লাগিল সাজিতে
বীরদর্পে ; হেষি হয় উঠিল আস্কন্দি ;
নাদিল নাগেন্দ্র শুণ্ড আস্ফালিয়া, শুনি
রণবাদ্য ঊর্দ্ধ কর্ণে ! অস্ত্রের ঝন্‌ঝনি
উঠিল কর্কশ ; দোলে অসি, হাসে চারু
চন্দ্রহাস, কাদম্বিনী-কোলে সৌদামিনী
যথা ; গর্জ্জে তূণীরে কলম্ব খরতর
কালকুট ভরা, যথা কুণ্ডলিত ফণী
বিবরে ! সভয়ে আসি বসিলা গড়িতে
নূতন আয়ুধরাজি অভেদ্য অদ্ভুত
বিশ্বকর্ম্মা। অগ্নিকুণ্ডে জ্বলিল অনল,—
কাল যামিনীতে কাল কৃতান্তের হাসি,—
নীলোজ্জ্বল ভীম ! সুনিবিড় ধূমপুঞ্জ
স্তম্ভাকারে উঠি সুনিবিড় তমজালে
করিল নিবিড়তম ! ফুৎকারে গর্জ্জিয়া
জাঁতা, সর্প চক্র সম ; রাশি রাশি লৌহ

লাগিল পুড়িতে, আর ধাতু নানা মত।
ধাতুস্রব কর্দ্দম প্রভৃতি, অগ্নিগিরি
হতে যেন ধায় কলকলে; মুদ্গরের
ভীম শব্দে স্তব্ধ বিশ্বোদর; কল্লোলিল
সিন্ধুজল; দীপ্ত লৌহ স্ফুলিঙ্গ আবলী
ছুটে চতুর্দ্দিকে বেগে, উল্কাপুঞ্জ সম
সে তিমিরে! অপরূপ গড়িলা বিবিধ
অস্ত্র-শস্ত্র; কালমুখ গড়িলা কলঙ্ক
বিশ্বভেদী, অনিবার্য্য-তেজ, বসি মুখে
কালান্তক কাল তার! অব্যর্থ-সন্ধান;
গড়িলা যুগল ইষু কালসর্প মুখে;
আর যে গড়িলা কত, শেল শক্তি গদা
তোমর ভোমর, চর্ম্ম বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ
নারাচ কৃপাণ জাঠা, পাশ ভল্ল জাঠী
যমদণ্ড সম দণ্ড মণ্ডিত রতনে,—
অমোঘ, সংহার-মূর্ত্তি! ডুবাতে হেলায়
নিবিড় নীলাম্বুনিধি অম্বর উদরে
সংগ্রাম অর্ণবযান পোত-সৈন্য সনে
গড়িল গরুড়ধ্বজ যন্ত্র চমৎকার;
অদৃশ্যে বারুদপূর্ণ ভাসিবে আকাশে,
সময়ে পাবকস্পর্শে, দিবে রসাতলে
সুর-অনীকিনী! ইন্দ্রচাপ সম চাপ
গড়িলা কোদণ্ড ভীম; কামান নূতন

লক্ষ মণ লৌহগোলা লক্ষ-ক্রোশ-গামী
ছুটিবে নিমেষে যায় অযুত অযুত,—
এমনি কৌশল, কারু; বন্দুক পিস্তল
অভিনব রব যার অযুত মুহূর্ত্তে
ব্রহ্ম অস্ত্র! রসাতল আকুল অকালে
ভীম রাবে! বিশ্বজন না বুঝি কারণ
ভাবিলা সভয়ে, শুনি নিনাদ গম্ভীর
ডুবাতে প্রলয়ে বিশ্ব, পাবনে গন্ধকে
পাবকে কর্দ্দমে বায়ু ধাতব পদার্থে
ঘোর যুদ্ধ ধরাগর্ভে! অস্থির অনন্ত;
ভূমিকম্পে ঘন ঘন কাঁপিলা মেদিনী।

ইতি শ্রীঅদৃষ্ট-বিজয়ে কাব্যে বলি-উত্থানো নাম
ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

সপ্তম সর্গ।

আনন্দ-নন্দন বনে অদিতি-নন্দন
নিরানন্দ মনে একা দেবেন্দ্র একদা
মন্দে মন্দে অরিন্দম ছিলেন ভ্রমিতে
নিদ্রিত নিশিতে। নিশা বটে, কিন্তু কবি
ত্রিদশ-নিশার রূপ বর্ণিবে কেমনে?
যোগীন্দ্র-মানস-সরঃ-সরোজ-কানন

ললিত নির্ম্মল স্নিগ্ধ কাঞ্চন-প্রাচীরে
বেষ্টিত যেমতি! মণি মুক্তা মরকতে—
মন্দাকিনী-গর্ভোদ্ধৃত,—রঞ্জিত দেউল
মায়াময়,—তারাপুঞ্জ নীলাম্বরে যেন;
ঝরিছে কিরণরাশি উছলে তাহাতে,—
যুবতী-যৌবনে যথা রূপের তুফাণ
রক্তোৎপলে ভানুভাতি! নাহি তমোলেশ!
নির্ম্মল আকাশে চারু চন্দ্রাতপ সম
শোভিছে শারদ চন্দ্র,—সম্পূর্ণ, সুন্দর;
তারা রাশি রাশি হাসি সে শশীর গায়
ঝুলিছে, ঝালরে গজমুক্তা মঞ্জরী;
অথবা অমৃতসিন্ধু মণ্ডিত রতনে,
বিতরি বিমল বিভা; রজত কৌমুদী
শুভ্র, শান্ত, স্নিগ্ধ, পূত পরিমলময়
রয়েছে ঘুমায়ে সুপ্ত অমরা হৃদয়ে!—
মায়াবতী-বিম্বাধরে মন্মথ-চুম্বন।
গঠিত ত্রিদশতল ফুল্ল-ফুলদলে
মনঃশিলা; মায়ারূপ তরু পারিজাত,
বিকসিত তাহে পুষ্পরাজি, কুমারের
হাসি সম। হিম-অংশু-বিম্ব কিংবা নব
শিশুমুখে। বহে মন্দ গন্ধবহ, বহি
মকরন্দ; অন্ধ অলি অক্ষম উড়িতে
করে গুঞ্জরব; গায় ত্রিদিব-বিহঙ্গ

কলকণ্ঠ। পাড়াইতে ঘুম অমরের,
তান মান লয়ে, গান নীরব মধুরে
আপনি সঙ্গীত ; বাজে বাদ্য মৃদুরোলে ;
মধুময়ী স্বপ্নবশে প্রবাসীর যথা
প্রেমালাপ প্রিয়াসনে ! গোকুল বিপিনে
যমুনা-পুলিনে কিংবা মোহন মুরলী-
ধ্বনি, মুরারির বিম্বাধরে ! নাচে মায়া
মায়াবতী, বাজে পায় রতন নূপুর,
রুণু ঝুণু মঞ্জীর মঞ্জুল, কণ কণ
কিঙ্কিণী কটিতে ক্ষীণ, মধুর নিক্কণ,—
বিষ্ণুর বন্দনাধ্বনি পদ্মালয়ে যথা
পদ্মযোনি-মুখে, বেদ পাঠ যোগাশ্রমে ;
মলয়-নিস্বন কিংবা কুসুম-কাননে
মধুমাসে ; ইষ্টদেব মধুর সম্ভাষ
নবীন যোগীর কর্ণে, অথবা যেমতি
দেখ, সখি, মধুকর অধর দংশিছে,
এ স্বর দুষ্মন্ত-হৃদে কণ্বতপোবনে।
উছলে ওছলে চলে লহরে লহরে
নাচি, মেঘ-কোলে কাল চপলা রূপসী—
নহে তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ অতি, রূপে রমি আঁখি,—
রমণী-হৃদয়-পদ্মে মুক্তাহার যথা,—
চৌদিকে লাবণ্য, সুরতরঙ্গিণীরূপা
সুরঙ্গ-রঙ্গিণী। ভ্রমে অমর-প্রহরী,

ছায়াহীন কায়া, নিরাকার, জ্যোতিরূপে,—
স্বপন-সম্ভব বাল-সুহৃদ-প্রতিমা,—
ধীরে ধীরে পুষ্পদলে, নিঃশব্দে নীরবে,
ধরি প্রহরণ, সুকোমল, কিন্তু বিশ্ব—
ভেদী তেজঃপুঞ্জ! সারি সারি সুরনারী,
সুলোচনা সুকেশিনী, নবীন-যৌবনা,
পরি চন্দ্রহাস, হাসি ফিরে ধীরে ধীরে,
হাব ভাব, বিলাস-বিভঙ্গী, অনুপম,
মায়া ছায়ারূপে, সরসিজদলে কিংবা
মনসিজকোলে কমনীয় প্রেমচিত্র
মানস-চিত্রিত; কিংবা বৃন্দাবন-ধামে
রাসমঞ্চে ব্রজবালা! বিস্তারিয়া সুখে
শান্তি, শান্তপক্ষ নিজ—স্বর্ণ আভাময়,—
ব্রহ্ম-অণ্ড যথা, মরি, ব্রহ্মা প্রসবিনী,
রক্ষিলা কারণ-জলে যত্নে আদ্যাশক্তি,
রেখেছেন বৈজয়ন্ত তেমতি ঢাকিয়া।
সুষুপ্ত অমরবৃন্দ অমর-অঙ্গনা,
পুষ্প-শয্যাপরে; সুশীতল সুধাসারে
আবরিত দেহ-অংশু, মুখানি হাসিছে,
চন্দ্রডিম্ব-বিম্ব কিংবা অম্বর প্রদেশে
শরদে, শারদা-হৃদে সরোজ অথবা।
ভ্রমিছেন মন্দগতি নীরবে বাসব
চিন্তাকুল; মায়াবনে মায়া-দেহ যেন।

নিন্দি ইন্দীবর নীল সহস্র লোচন
শোভিত শরীর, নীলকান্তি মণিরাজি
খচিত সুবর্ণগিরি! বিশ্রাম বিরাম—
নাহি নিদ্রা, পৌলমীর হৃদয়-মন্দির
আঁধারি, কুসুমশয্যা ত্যজিয়া কি রাগে
ভ্রমেন ত্রিদশপতি বিরস বদনে
এ সুখ সময়ে একা নন্দন-কাননে?
বাঁচিলা কি বিত্রাসুর? আক্রমিলা পুনঃ
রক্ষপতি কুম্ভকর্ণ সনে স্বর্গধাম,
বাঁচি মরি এ কাল কলিতে? কেবা কিংবা
গায় দোষ গুণ কিবা স্বকর্ণে শুনিতে,
নীরবে ভ্রমেন রাজা, গুপ্ত চররূপে,
রজনীতে! অমরার অথবা দেখিতে
সুষুপ্ত প্রসন্নভাব—প্রকৃতি নির্ম্মল?
ঝর ঝর রবে যথা মুক্তাগিরি হতে
লাবণ্য উদ্যানে ছিল যৌবন-মুকুতা—
ঝরিতে নির্ঝরে, প্রেম-সরোবর পাশে,
অনন্ত আনন্দ রূপে প্রীতি-পদ্মদল
আনন্দে ফুটিতেছিল, স্ফটিক আসনে
বসিয়া গোধূলী তথা ছিলেন সাজাতে
কবরী, হাসিতেছিল উষা সুধাময়ী
ঢল ঢল ভাবে রাগে লালিত্যের ভারে,
করি স্নান অমৃত-আসারে, পরি ভালে

অনিন্দ্য সিন্দূর বিন্দু, বসি পাশে তাঁর।
"চল তবে প্রাণসখি! প্রভাত রজনী"
কহিলা সুস্বরে উষা ঈষদ্ হাসিয়া,
"না দেখিলে দিনমণি হাসিমুখ মম
উন্মীলি নয়ন-পদ্ম—কত যে আমারে
বাসেন প্রাণেশ ভাল কব তা কেমনে?—
হন দিশাহারা। মরি লাজে, সহচরি!
দেখে রঙ্গ তাঁর! দীপালোক দেখি লোক
চলে যথা ধরি পথ, তপন তেমতি
আমার পশ্চাদ্‌গামী। ঘুরাই কত যে—
রমণী চাতুরী, সখি! কে পারে বুঝিতে?-
কত রঙ্গ আমিও, স্বজনি! করি সদা
রবি সনে, হাসি পায় স্মরিলে সে কথা;
প্রসারি সহস্র কর পুলকে যেমতি
আসেন ধরিতে বক্ষে আদিত্য আমারে
সরে যাই, ইন্দ্রধনু যথা, পায় পায়
হাসি মৃদু মৃদু, পাছে পাছে ধীরে ধীরে
ফিরেন ভাস্কর। আসি আমি বসি পুনঃ
এ নির্ঝর পাশে; এইরূপে দিবাকরে
ঘুরাই সতত, সখি! ক্বচিৎ মিশিয়া
হৃদয়-কমলে তাঁর থাকিলো হাসিতে।
চল সখি! চল গিয়া জগতে জাগাই।"
নীরবিলা উষা ধরি গোধূলির গলা।

"যাবি যদি বোন্, তবে" গোধূলী কহিলা
"ভাল করে দিই আয় সাজায়ে তোমায়।
বড়ই চঞ্চলা তুই ; আজো না শিখিলি
ভাল করে বেশ ভূষা করিতে আপন!
আলু থালু কেশ গুলি, আলু থালু বেশ
চঞ্চল অঞ্চল তোর লুটায় ধূলায় ;—
রাখ্ ভাই রঙ্গ, বস্ত্র পর্ ভাল করে ;
শরমের মাথা খেয়ে থাকিস্ কেমনে
পবন সরায়ে দিলে হৃদয় বসন ?
হাসে দেখ্, মরি! এই পুষ্পগুচ্ছ বুঝি
কর্ণে পরিবার? আ মরণ! হলি কি লো?—
হরি! হরি! পাদপদ্ম হৃদি-পদ্ম হার
পরিলি কেমনে, পাগ্‌লি! দেখ দেখি চেয়ে
এখন কেমন রূপ—খুলিল সুন্দর?
চল তবে—ও কি! খোঁপা ফেলিলি খুলিয়া?
অনিল উড়ায়ে লয়ে চলিল দুকূল!—
পারিব না তোরে বোন্ ; দেখিনি কথন
কুত্রাপি এমন মেয়ে ; কোথাকার ফুল
ফুলালি কোথায়!—দেরি হল—বস্ পুনঃ—
আবার সাজায়ে দিই,—পরাই বসন"
রঙ্গিণী রমণী ঊষা, গোধূলী গম্ভীরা,
আবার লাগিলা চুল বাঁধিতে তাঁহার ঃ—
বাঁধিতে লাগিলা আর কহিতে লাগিলা ঃ—

"আর তুই, উষা, নস্ বালিকা এখন ;
তিরস্কার আর করা অনুচিত, দেখে
তোর অনুপম রূপ-মাধুরী-লহরী—
হাসে ধরাতল, লাজে কাঁদে সৌদামিনী,
লুকায় নীরদে, নিজ মান নিজ হাতে;
ত্যজি রঙ্গ ভঙ্গ লীলা, পাগলিনী ভাব,
ধীর শান্ত ভাব ধর, শিখ বেশভূষা,
উষা, বলি বার বার ! নহে হবে ভার
আর তব উদয় ভূতলে। এত দিন
সাজিত সকলি ; তুচ্ছ ভাবি, দেবি তুমি,
নরলোকে, যাহা ইচ্ছা পারিতে করিতে ;
না নিন্দিত কেহ ; কিন্তু দেখ ধরাধাম
দ্বিতীয় কৈলাস হল,—অথবা অচিরে
হইবে নিশ্চয়, সখি ; ভাবিতে যাদের
মৃণ্ময় পুতলী, সেই নর হবে কালি,
দেবগর্ব্ব খর্ব্ব করি, পরম দেবতা
যোগবলে, শুনিয়াছি সখি, ব্রহ্মলোকে
প্রজাপতি-মুখে। একে হত দেবমান
হইল, হরিণ-নেত্রা, এরূপে যদ্যপি
বেহায়ার বেশে, এস তুমি বিষ্ণুলোক
নিন্দিবে তোমায়, উপহাস নরদল
হাসিবে, ভাবিয়া সব সুর-বরাঙ্গিনী
এইরূপ ; তাই বলি রঙ্গ পরিহর।"

হাসিয়া ঢলিয়া পড়ি এত যে যতনে
বাঁধিলা গোধূলী খোঁপা বেণী বিনাইয়া
বসায়ে কুসুম শ্রেণী, সে খোঁপা খুলিয়া,
ফেলি দূরে স্রজরাজি, জিজ্ঞাসিলা উষা :—
"হাসালে গোধুলি! নর অমর হইবে
এ স্বপ্ন দেখিলে কোথা ?"—"হাসিওনা, উষা,"
গোধূলী গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলা ;—
"বিধির এ লিপি। যোগতেজঃ ব্রহ্মতেজঃ
গাম্ভীর্য্য প্রতিজ্ঞা পণ উদ্যমশীলতা
অদ্ভুত তেজের এক হইবে উদ্ভব
একত্রে মিলিয়া ; খদ্যোতিকা যথা, সখি !
মার্ত্তণ্ড উদয়ে, লুকাইবে সেইরূপ
নিশির শিশিরবিন্দু পদ্মপর্ণে কিবা,—
দেবতেজঃ, সে তেজ সকাশে। করি ভর
ব্রহ্মতেজে যোগতেজ লভিতে সাধিয়া,
কঠোর কঠিন তপে বিষ্ণুযশঃ-সুত
মগ্ন কল্কীদের ; তাঁর বল বিনোদিনী,
কি কব তোমারে ? বসি মহাযোগে যবে
দ্বাদশবর্ষীয় শিশু,—হেসনা এরূপ,
নহে পরিহাস—কত মাস, কত যুগ
করিল বিগত, ভগ্নোদ্যম নহে তবু !
গণিয়া প্রমাদ মনে মহেন্দ্র সে দিন
দেখি তাঁর পণ, ছিলা মায়ারে পাঠায়ে

ছলে ছলি ভাঙ্গিতে সমাধি ; যথা পূর্ব্বে,
ভাঙ্গিলা মেনকা বিশ্বামিত্র যোগার্চ্চনা,
নিতম্বিনী উরি তপোবনে ; মহাদর্পে,
কন্দর্প যেমতি গেলা হিমাদ্রি শিখরে
ভাঙ্গিতে যোগীন্দ্রযোগ, চলি গেলা মায়া,
বৃন্দাচল-শৃঙ্গে যথা নবীন তাপস
মগ্ন তপে। পাছে নারে নারী মায়াময়ী,—
দুর্ব্বোধ নরের—মুগ্ধ করিতে কুমারে,
ভুলায়ে প্রকৃত এক মানবী কামিনী
লয়ে সঙ্গে কত রঙ্গ করিলা কাননে,
পূজিলা অনঙ্গে, ভঙ্গ করিতে সমাধি।
পরাভব মনোভব, পলাইলা ভয়ে
শম্বরারি রিপু-মূর্ত্তি—রৌদ্র ভাব দেখি !
হয়ে যোগতেজ মায়া অক্ষম সহিতে
রাখি রমণীরে বনে সরিলা সরমে
স্মর সহ। লাজে আজো দেবরাজে নিজ
পরাভব জানাতে নারিলা বৈজয়ন্তে
আসি। রূপে বিমোহিত রমণী সেখানে ;
পারে যদি যোগ সেই ভাঙ্গিতে কৌশলে
তবে ত মঙ্গল ; মানি মায়া পরাজয়
যার কাছে, গেলা পলাইয়া, অসম্ভব
মানবী সেখানে লাভ করিবে বিজয়।
অন্তরালে থাকি সব দেব আখণ্ডল

করিলা শ্রবণ। উষা সহ যথাকালে
যাইল গোধূলী চলি। "করিনু যে ভয়ে"
ভাবিলা সুরেন্দ্র, "বনবাসী বিষ্ণুযশে,
কৌশলে বলিরে ছলি রাখিনু পাতালে,
উপস্থিত পুনঃ সেই ভয়। কি উপায়ে
পুনর্ব্বার সাধি সাধ? ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব
থাকিবে যাবত, পণ দিব না মানবে
তুলিতে মস্তক। এত দর্প অহঙ্কার
বাসবে বুঝিতে চায় মানব নশ্বর!
ব্রাহ্মণ্য প্রভাব তেজঃ যোগবীর্য্য বল
দেখিব প্রবল কত।—এই যোগবলে,
হয়ে অন্ধ বিষ্ণুযশঃ করেছিল সাধ
দর্পভরে হয়ে নর, হইতে অমর,—
উঠিতে মস্তকে লঙ্ঘি সোপান আবলী!—
পুত্র তার আজ হায়, ফিরাবে প্রাক্তন!
যদবধি বৈজয়ন্ত মম করতলে,
মানবে দেবের দাস করিয়া রাখিব
তদবধি; নিজবলে না পূজি বাসবে—
দিব না—প্রতিজ্ঞা মম—লভিতে তাহায়
মোক্ষপদ;—পূজ শক্রে অগ্রে, উঠ পরে,—
অলঙ্ঘ্য নিয়ম এই করিনু বন্ধন
আজ আমি; উল্লঙ্ঘিবে এ বিধি যে জন
গর্ব্বভরে, গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাহার

ভীষণ দম্ভোলিঘায় দিব রসাতল ;
চূর্ণিবে দেবেন্দ্র-দর্প, এত অহঙ্কার
মানুষের !—করে জয় অদৃষ্ট কেমনে—
কেমনে আমার বিধি লঙ্ঘেন বিধাতা ;
কেমনে শ্রীপতি তাই দেখিব এবার
রক্ষেন রাজেন্দ্রপুত্রে বিরোধী হইলে
বজ্রধর ?—লজ্জা নাই হেথা দৈত্যপতি
দেখাইতে ভয় দিলা পাঠায়ে পবনে
কহি তাঁর রণসজ্জা বুঝিতে সমরে
মম বল ! কার বলে পতন পাতালে
জিজ্ঞাসি তাঁহার ? স্মরহর বৈশ্বানর
কুবের বরুণ ব্রহ্মা যম বিভাবসু
পদসেবা মোক্ষ আশে করুন তাঁহার,
ইন্দ্র কারো দাস নয় দেখিবে জগৎ।
নিশ্বাসিয়া স্বরীশ্বর আক্ষেপি বিষাদে
বসিলা নির্ঝরপার্শ্বে কল্পতরু-মূলে।
উপনীত মায়া তথা। "জানি আমি, দেবি,
গম্ভীরে দম্ভোলিধর দেবীরে কহিলা,
"জানি আমি তব মায়া ভেঙ্গেছে মানব,
মায়াদেবি ! এস নাই তাই লজ্জাবশে
এতদিন হেথা। ত্যজ দুঃখ মহামায়া ;
দেব হতে শক্তি ধরে মানুষ অধিক
জানিলাম এত দিনে ! কিবা দোষ তব ?

দেবের দেবত্ব-ধ্বংস শৌরি-আকাঙ্ক্ষিত।
কিন্তু, দেবি! জেন মনে—যদ্যপি প্রলয়ে
ডুবাতে ব্রহ্মাণ্ড হয়, ডুবাব আনন্দে;
দেবের লাঞ্ছনা, দেবি! দিবনা করিতে
চক্রধরে। কাজ নাই মায়া বা কৌশলে;
প্রকাশ্যে মানবে কব—"মানব দুর্ম্মতি!
ত্যজ দুরাকাঙ্ক্ষা; কব আগে পীতাম্বরে
রাখিতে দেবের মান দমিয়া মানবে।
না যদি মানব শুনে, বজ্রাঘাতে তার
চূর্ণিব মস্তক; বিধু যদি হন বাম,
জীমূত-অশনি-মন্দ্র-ঐরাবত-নাদে
মিশায়ে দুন্দুভি-রোলে করিব ঘোষণা
ত্রিলোক-ঈশ্বর ইন্দ্র, আদেশ তাঁহার,
সুর, নর, যক্ষ, রক্ষ, শুন দৈত্য, নাগ,
চাহে সে সবার বল বুঝিতে সমরে,
একে একে কিংবা সবে একত্র মিলিয়া
দেহ আসি রণ তারে। যে জন হারিবে
ক্রীতদাস বেশে তারে হইবে পূজিতে
বজ্রীপদ; বজ্রাঘাতে নতুবা ভীষণ
উড়াব পোড়ায়ে, নহে দিব রসাতল।
যাও তুমি নিজ স্থান; চলিলাম আমি
জানাতে বাসনা মম কমলাপতিরে।"
এত কহি ক্ষণকাল না করি বিলম্ব

গেলা চলি জম্ভভেদী। গেলা চলি মায়া
বিস্ময়স্তিমিত নেত্রে নেহারি বাসবে।
নববীর্য্য বলে বলী করভ যেমতি
বিশাল বিটপী শাখা ভাঙ্গিয়া বিক্রমে
হেরে সুখে নিজ অঙ্গ নয়ন বিস্তারি ;
বিস্মিত যোগীন্দ্র হেথা, প্রফুল্ল পুলকে
যোগাশ্রমে, যোগবল দেখিয়া আপন।
গাম্ভীর্য্য প্রতিজ্ঞা পণ আনন্দে মিলিয়া
হাসিল বদনে নেত্রে ; ভাবিলা কুমার
সার্থক সমাধি, এত দিনে কুলমান
পারিবেন উদ্ধারিতে, দণ্ডিয়া দ্বিষতে
তুমুল সংগ্রামে। ধীরে ধীরে শিরে হাত
বুলায়ে দেখিলা সেই নির্দ্দয় প্রহার
সহিল কেমনে। হৃদয়ের গূঢ়তম
কন্দর মাঝারে কত আনন্দ অম্বুধি
আশার হিল্লোলে নাচি উঠিল নিনাদি
আঘাতিল বেলাভূমে, কে পারে বর্ণিতে
বিনা সে তাপস ? নহে চিত্ত বিচলিত
বিপদসম্পদে যার, বাঁধা সদা দৃঢ়
ভাবে ; বিপদের সহ নির্ভয়ে যে জন
করেছে সমর, সেই কিছু এর মর্ম্ম
বুঝিতে সক্ষম। মত্ত কাদম্বিনী নাদে
কত যে মাধুর্য্য কিংবা অশনিসম্পাতে

কিংবা দূর বারিধি-কল্লোলে, ভাসি সুখে
সংগ্রাম-সাগরে যেই বীরেন্দ্র-কেশরী
উদ্ধারিতে জননীর কিরীট কুণ্ডল
শুনেছে কোদণ্ডধ্বনি, গজের গর্জ্জন,
হেষারব তুরঙ্গের, বীরের হুঙ্কার
বীরমদে ; দেখিয়াছে ধাঁধিয়া নয়ন
তীর তারা উল্কাপাত দ্রুত ইরম্মদ,
ঊর্দ্ধফণা ফণী কিংবা প্রমত্তা দামিনী ;
অরাতি-হৃদয় বিধি খরোষ্ণ শোণিত
করিয়াছে পান কুতূহলে, পিতৃলোকে
তুষেছে তর্পণে, সেই জন যদি কভু
সক্ষম কিঞ্চিৎ সাধ বুঝিতে তাহার।
এখনো মূর্চ্ছিত সেই ললনা-ললাম
পড়ি যোগিপদতলে। মুখ-শশধর
পাণ্ডুবর্ণ, আভাহীন গণ্ড, কম্বুকণ্ঠ ;
শ্যামল কোমল নীল নবীন উৎপল
নিমীলিত আঁখি ; আলু থালু কেশপাশ,
অনাবৃত বক্ষঃস্থল, কোরক কমল
উচ্চ কুচ মনোহর, গজমতি হার
দুলিছে খেলিছে তায় ; ভাবে অনুভব
শম্ভুশিরে মনোভব হেম কম্বু ভরি
ঢালিছেন সুরধুনী-ধারা ! স্পন্দহীন
দেহ, নিপতিত সতী, হায়রে যেমতি

রূপের প্রতিমা সুপ্ত, কিংবা তিলোত্তমা!
নীরবে নিশ্চল নেত্রে, তৃষিত হৃদয়ে
দেখিলা রূপের সেই নীরব প্রতিমা
অপরূপ! পুষ্পদলে নিদ্রিত যেমতি
মনোরথ ; কত সুখ পাইলা দেখিয়া!
নয়ন ফিরাতে চান, ফিরে না নয়ন,—
আকর্ষিত আকর্ষণে! ভুজঙ্গ যেমতি,
মোহিল হৃদয় মন ; মুদিলা নয়ন,
হৃদয়-মন্দিরে রক্ত রাজীব-আসনে
দেখিলা সে সুখতারা! মনে মনে প্রাণে
মিশিয়াছে রূপরাশি! গভীর হৃদয়ে
কি ভাব যোগীর আজ উদিত সহসা
কহিব কেমনে? সিন্ধু যথা হেরি ইন্দু
উদিত গগনে উঠে ফুলি হেলি দুলি
উল্লাসে উৎসবে হাসি ; আশার উৎসাহে
প্রমদা রূপের চাঁদ মানস-অম্বরে
যৌবনের পূর্ণিমাতে প্রকটিত দেখি
যোগীর আনন্দ-সিন্ধু উঠিল আন্দোলি
সেইরূপ! সুখময় দেখিলা সকলি—
মত্ত মহোৎসবে! শাখে পাখীর কাকলী
মধুময় ; বাজনার ললিত শিঞ্জিত,—
ঢোলক, তবলা, বীণা, মন্দীরা, মুরলী,
তরল-জল-তরঙ্গ, রবাব প্রভৃতি—

শুনিলা পুলকে ; নাচে পরী বিদ্যাধরী ;
গায় গীত মধুকণ্ঠে, মধুরে মধুর
রূপের লহরী সনে সুস্বর লহরী
মিশায়ে মধুরতর,—দেখিলা বিস্ময়ে
কুঞ্জবনে ! নাহি তপোবন—জনশূন্য—
ভয়ঙ্কর ; প্রমোদ উদ্যানে রাসমঞ্চ
রমিছে চৌদ্দিকে ; ফুলবন উপবন,
সরসী তড়াগ বাপী ; তরু নানা জাতি ;—
চম্পক, রজনীগন্ধা, সেঁউতী, গোলাপ
মল্লীকা, মালতী, জুঁই, জাতি, সেফালিকা,
মাধবী, মাধবসখী, চারু তরুলতা,—
শোভিতনবপল্লবে, ফুল্ল ফুলদলে
ফুললতা ; মধু পান করিছে কৌতুকে
শিলীমুখ ; সুধা-উৎস উঠিছে উছলি,
করি মন্দ কলরব ; ঝরিছে নির্ঝরে
বারিরাশি ; শোভে রাজপ্রাসাদ সদৃশ
সুরম্য নগরী মাঝে, সৌধমালা-স্বর্ণ-
কিরীটিনী ! এসুখসদনে নিরখিলা
যোগিবর সমাসীন সুখে, মহাতেজে
রাজেন্দ্র যেমতি, দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিত
রত্নাসনে, অলঙ্কৃত রাজপরিচ্ছদে
অমূল, অতুল মণি-মুকুট মস্তকে,
শ্রবণে কুণ্ডল। বসি পাশে সুহাসিনী

রমণী-রতন-মণি রাজরাণীরূপে
রূপসী পরম! ধরি ছত্র ছত্রধর—
অশ্বিনী কুমার কিংবা স্কন্দ তারকারি;
ঘেরি তাঁরে দলে দলে ঘুরিছে হাসিয়া
নাচি রঙ্গে বালাব্রজ, মার্ত্তণ্ডে বেষ্টিয়া
গ্রহ উপগ্রহ কিংবা শশাঙ্কমণ্ডলে
নক্ষত্রমণ্ডল যথা; অথবা গোকুলে
বেষ্টিত গোপিনীগণ রাধিকাবল্লভ;
শমন ধূর্জ্জটি বহ্নি দ্রুহিণ অথবা
বেষ্টিত শ্রীপতি কিংবা বৈকুণ্ঠ ভবনে।
পড়িছে চৌদিকে ঝরি গাম্ভীর্য্য গরিমা,
গৌরব সম্পদ মান তেজঃদর্প কত
ত্বিষাম্পতি-জ্যোতি সম; কিংবা সর্ব্বভুক
ভক্ষিলা খাণ্ডব যবে। হাসিলা ঈষদ্
দেখি এ প্রপঞ্চ বলী। বিশাল ললাটে
বিন্দু বিন্দু স্বেদবারি হইল গলিত,
শিশির মুকুতা-বিন্দু অরবিন্দ দলে,
সপ্তমীর শশধরে অথবা যেমতি
উজ্জ্বল তারকা মালা! নীরবে কুমার
কতক্ষণ করি পান সে রূপ মাধুরী
কহিতে লাগিলা—"দেখি এই অপরূপ
রূপের লহরী, মরি, নাহি মন কার
শোক-দুঃখ-পাপ-পূর্ণ বিষের সংসার

ত্যজিয়া সুদূর বন-নির্জ্জন-নিলয়ে
শান্তিধাম, পশি সুখে এ প্রমদা সনে
চায় রে যাপিতে দিন? অথবা অলীক
এ সব কল্পনা নাকি? বিরোধী কি পুনঃ
মহেন্দ্র, সাধিতে বাদ সুখসাধ মম,
পাঠাইলা মায়াবিনী কামিনী কমলে,—
সে দৈত্য দুর্ম্মদে?—এই আঁখি, এ বদন,
প্রসন্ন নির্ম্মল, এই বক্ষ অনুপম,—
ছলনা চাতুরী এই নির্ম্মল অন্তরে
পারে কি পশিতে ক্ষণ? সম্ভবে কি কভু
বিষম বিষের খনি চাঁদের ভিতরে
শারদীয়? সরাইলা ভাবিতে ভাবিতে,
অন্যমনে যেন, ললাটের কেশগুচ্ছ।
নাথ বলে বিনোদিনী ডাকিলা আমায়
পাগলিনী ভয়ে;—হেনভাগ্য, ভাগ্যহীন
আমি, হবে মম, নাথ বলি সম্বোধিবে
এহেন রমণীনিধি! এ আশা দুরাশা।"—
"মন!" নিদ্রা ত্যজি উঠি যেন, সেইরূপ
ভাবে অকস্মাৎ যোগী চমকি কহিলা:—
"হৃদয়! এই কি তব বাসনার কাল?
যে হৃদে অচিরে হবে ধরিতে আনন্দে
বিশ্বভেদী অশনি প্রহার, প্রমদার
তরল রূপের ছটা সহিতে অক্ষম

সে হৃদয় আজ! আঁখি! দেখিবে অচিরে
প্রলয়ে ডুবিবে বিশ্ব, মৃগাঙ্ক ভাস্কর,
সংঘর্ষিত পরস্পরে হবে বার বার ;
বর্ত্ম হারা গ্রহবৃন্দ, ছুটিবে গগনে
ঘোর রাবে, চূর্ণ হয়ে অনন্তে মিশিবে ;
হাসিবে নিবিড় তম ;—গলিলে দেখিয়া
ললিত নলিনী মুখ! বনবাসী রাজা
রাজরাণী, কালজলে নিমগ্ন মানব,
শৃগালের পদরেখা হৃদয়ে আমার,
ভুলি সব, রে অজ্ঞান। রমণী চিন্তার
এই কি সময় মন? অহং! তুমিও—
জিজ্ঞাসি, বাসনা নাকি উদ্যত স্বয়ং
বিঁধিতে জীবন মম উরঙ্গ-দশনে?—
আমি কি নির্ব্বোধ পাপী, মত্ত নিজ সুখে ;
এদিকে আশ্রমে মরে শুশ্রূষা অভাবে
স্বর্গীয় কামিনী!" এত চিন্তি তপোধন
সিঞ্চিলা শীতল বারি ষোড়শী-বদনে
ধীরে ধীরে কিসলয়ে করিলা বীজন।
উন্মীলিলা আঁখিপদ্ম বিস্তর যতনে
বিনোদিনী। নাসারন্ধ্রে সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ছুটিল; ঈষদ্ উষ্ণ। চাহিলা মৃগাক্ষী,—
পড়িল বঙ্কিম দৃষ্টি যোগীর নয়নে,—
মিলিল চারিটী নেত্র! নাচিল আবার

হৃদিতন্ত্র তাপসের, বিদ্যুৎ-বাহিনী
তারে যথা ; কম্পজ্বরে কাঁপিল শরীর ;
কতক্ষণে "বড় তৃষ্ণা" কহিলা কামিনী
ক্ষীণ মৃদু স্বরে ; কমণ্ডলু হতে দিলা
জল সুশীতল যোগী রোগীর বদনে
সংশোধিত পূত বেদমন্ত্রে। পিয়া সেই
সুনির্ম্মল বারি, বল পাই' নিতম্বিনী
আনন্দে বসিলা উঠি রাখিয়া মস্তক
যোগিবক্ষে। পরশিলে আশারে প্রথম
অপূর্ব্ব অব্যক্ত যথা আনন্দ সম্ভোগ,
পরশে প্রমদা-অঙ্গ সে সুখ লভিলা
রাজঋষি, মদে যথা, মাতিল মস্তিষ্ক,
অবশ অলস তনু আবেশে বিহ্বল ;
অতনু লুকায়ে ছিলা অপাঙ্গে চতুর
জুড়ি ধনুর্গুণে শর হানিলা সহসা,—
ঘুরিল মস্তক। গভীর নিশীথে যথা
আবরিলে অনম্বর পয়োধি-ডম্বর
মহা আড়ম্বরে নাদি প্রমত্ত নিনাদে
ঢাকি বিশ্ব সুনিবিড় তিমির-কদম্বে
নীলাম্বরে যথা, হাসি অট্ট এলোকেশে
মত্ত নীলাঞ্জনা মিশি ইরম্মদ সহ
ধায় মহারোলে—দোলে চমকি ত্রিলোক—
ঝলকে,—পলকে পুনঃ লুকায় জলদে,

ঠমকে ধমকে ধাঁধি আঁখি ; সেইরূপ
ভীম বিভাশিখা এক প্রোজ্জ্বল চঞ্চল,
প্রতিজ্ঞা সঙ্কল্প পণ প্রকাশ করিয়া
খেলিল যোগীন্দ্র-হৃদে, হাসিল চন্দ্রমা
জ্ঞানময় ! ফেলি ঝাড়ি অমনি মত্ততা
হৃদিপদ্ম হতে, ঝাড়ে যথা কুরঙ্গিণী
নিশির শিশিরবিন্দু শৃঙ্গদল হতে
নিদ্রা ভঙ্গে, সূর্য্যোদয়ে শীতার্ত্ত মানব
বস্ত্ররাশি কিবা ;—ফেলি দূরে ললনারে,
কহিলা গম্ভীর স্বরে "এখন কিঞ্চিৎ
হয়েছ সুস্থির, সতি ! চেয়ে দেখ নিশা
ভয়ঙ্করী বেশে অই আসিছে গ্রাসিতে
ধরাতল ; যাও নিজস্থান, নাহি ভয়
আর তব।" নীরবিলা ধীর তপোধন।
  অমৃতে বীণার তার মাজিয়া যেমতি,
বাঁকায়ে ধবল গ্রীবা, ফুলায়ে অধর
করুণ মধুর স্বরে কহিলা কিশোরী
সাধাকণ্ঠে,—"যাব, দেব, নিজস্থান আমি
কোথা স্থান মম ? ঘুরে যথা, যোগিরাজ,
অনন্ত অর্ণব-বক্ষে তরঙ্গের কোলে
ভাসে ডোবে তৃণ, সেই মত জন্মাবধি
এ ভব-জলধি-জলে, ভাগ্যহীনা আমি,
ডুবিতেছি, ঘুরিতেছি। যদি, তপোনিধি,

বিধি দয়াময় দয়া করি অভাগীরে
দিলা স্থান পদে তব, এ বিপত্তিকালে
ঠেলিও না পায় তারে, পায় তব করি
এই নিবেদন। স্বপ্নে যথা, স্মৃতিপটে
হতেছে উদিত, নাথ বলে, তপোধন,
রক্ষিতে সতীরে পদে পড়েছি তোমার
দৈত্যভয়ে; পতিকার্য্য বিনাশি দানবে,
সতীর সম্মান রক্ষি, করেছ সাধন,
পুণ্যবান্ তুমি;—যাব কোথা আর, নাথ,—
যাব কিংবা কার কাছে? পতি প্রমদার
গতি, ভালবাস নাহি বাস, তপোবনে
থাকি তপ জপ পূজা শিখিব যতনে,—
পূজিব চরণ তব। কিরূপে আবার
পতিশব্দে সম্বোধিব অপর পুরুষে?
নাহি চাহি রাজ্যধন, স্বর্ণ অট্টালিকা,
না চাই কুসুম-শয্যা, কিঙ্কর কিঙ্করী,
রথ, রথী, গজ, বাজি,—এই ত আমার,
যদ্যপি তোমায় পাই, বিপিন বিজন
সাধের সরোজবন, সরোজ-বান্ধব!"

নীরবিলা নলিনাক্ষী। কিঞ্চিৎ নীরব
থাকিয়া চিন্তিয়া ক্ষণ তাপস-পুঙ্গব,
কহিলা নিশ্বাস ত্যজি—"কার সাধ নয়,
সতি! সুখহ্রদে কোকনদ আহরণ

করে ? কার সাধ ত্যজি মঞ্জু কুঞ্জবন
বিহঙ্গ-কূজিত, করে বাস মরুভূমে
ভয়ঙ্কর ? ক জনের ভাগ্যে ভবধামে
ঘটে তোমা হেন নিধি ? করি নাই আমি
সে সাধনা, সুবদনি ! বিষ, হুতাশন,—
অসুখ মিলায়ে বিধি গঠিলা এ দেহ ;
জন্ম মম দুঃখভোগ হেতু। পূর্ণ চাঁদে
রাহুমুখে কে করে অর্পণ ? তাই বলি
লোলি ! ত্যজ অভিলাষ। যবে এ অভাগা
জননীর গর্ভে, রাজ্যভ্রষ্ট, নির্ব্বাসিত
রাজা—পিতা মম, বনবাসী রাজরাণী !
যেদিকে ফিরাই আঁখি বজ্রানলে সব
উড়ে পুড়ে, ; পরশিলে শুকায় অমনি
শাল তরু ! কেন, স্বর্ণলতে ! হেন সাধ ?
বিশেষ, প্রতিজ্ঞা আছে, সে প্রতিজ্ঞা মম
না পূরি সুন্দরি ! নারি করিতে গ্রহণ
ভার্য্যারূপে তোমানিধি ; রমণীর মুখ
দেখিব না তদবধি, যদবধি নহে
পূর্ণ মনস্কাম। তাই বলি যাও ফিরে,—
ভেবনা বিষাদ,—নিজস্থান ; ভাগ্যবতী
তুমি, পতি তব হবে রাজকুলমণি।
নিক্ষেপি পিযূষ দূরে কে করে, সুন্দরি !
আঁধার শ্মশানে বসি গরল ভক্ষণ ?”

এত কহি মুদি আঁখি যোগেতে বসিলা
যোগী পুনঃ। ধরি পায় ধূলায় লুটায়ে
সাধিলা কাঁদিলা কত প্রমদা রূপসী ;
সকলি বিফল হল। মানব অজ্ঞান
প্রতিজ্ঞায় কি না হয় কর অবধান।

ইতি শ্রীঅদৃষ্টবিজয়ে কাব্যে ইন্দ্রকোপো নাম
সপ্তমঃ সর্গঃ।

অষ্টম সর্গ।

মজিলা যোগেতে যোগী। যুবতী হেথায়
লাগিলা ভাবিতে "কেন ভুলিনু মায়ায়!
ভাল মন্দ নাহি জানি শুনিয়া মায়ার বাণী
আসি এ বিজন বনে বিপদ ঘটিল।
কি আশায় আসিলাম, কিবা কাজ সাধিলাম,—
নবীন তাপস-রূপ মানস মোহিল!
রূপরাশি ছড়াইয়া মায়াজাল বিস্তারিয়া
ভেবেছিনু যোগি-যোগ ভাঙ্গিয়া হেলায়,
কন্দর্পের দর্প হরি কীর্ত্তিস্তম্ভ সৃষ্টি করি
রূপের গরিমাগুণ দেখাব সবায়।

এসেছিনু ভুলাইতে যোগি-যোগ ভাঙ্গাইতে
ভাঙ্গিল আপন তেজ, আপনি ভুলিনু!
মজাব মুনির মন ফুটাইব পদ্মবন,—
ফুটিল আমারি মন, আপনি মজিনু।
কি কুক্ষণে দেখিলাম— কুক্ষণ কি তার নাম?—
এ যোগী নবীন রবি চাঁদের বদন!
উদিল আনন্দ-ইন্দু উথলিল সুখ-সিন্ধু
ভুলিল হৃদয় মন শরীর জীবন।
অমনি বাসিনু ভাল অমনি হইল আলো
অবলার তমোময় হৃদয়-অম্বর।
কাজ নাই ছলনায়, ধরি তাঁর রাঙা পায়
সাধিব যোগীরে, ক্ষমা কর যোগিবর।
তব পদে প্রাণ মন করিয়াছি সমর্পণ—
তুমি পতি প্রাণ ধন, গতি অভাগীর।
পদতলে দেহ স্থান রাখহ সতীর মান
তোমাতে দিয়াছি ঢালি বাসনা মহীর!
থাক থাক প্রাণধন যোগযাগে নিমগন,—
বিধাতা করুন পূর্ণ তব মনস্কাম।
থাক যোগে নিমগন করি আমি নিরীক্ষণ
পদতলে বসে তব রূপ অভিরাম।
রাখি মন তব মনে শূন্যদেহে নিকেতনে
যাব না ফিরিয়া, গেলে রবে কি জীবন?
ধরিয়া যোগিনীবেশ এলাইয়া কাল কেশ
অসার ত্যজিয়া এই স্বর্ণ আভরণ;

বল্কলে সাজায়ে দেহ বিরচিয়া পর্ণগেহ,
কি যাতনা, করি অঙ্গ বিভূতি-ভূষিত,
মজায়ে মানস নিজ তব পদ-সরসিজ
একধ্যানে একজ্ঞানে করিব পূজিত।
সাজায়ে রূপের ডালা যৌবন-কনক-মালা
সরলতা-সুচন্দন ; পবিত্র প্রণয়
দিব অর্ঘ্য সযতনে হৃদি-রাজ-সিংহাসনে
বসায়ে আনন্দে ! দেখি কেমনে সদয়
নাহি হও ঋষিরাজ।” ধরিলা যোগিনী সাজ
এতেক চিন্তিয়া সেই রমণী-নিধান।
হারাইলে, ধনি, জ্ঞান ; কোন্ প্রাণে ধরি প্রাণ
সুবর্ণ ব্রততী কর অনলে প্রদান !
এলায়ে কুন্তলভার ত্যজি রত্ন-অলঙ্কার
পরিহরি পট্টাম্বর বল্কল পরিলা।
বিভূতি মাখিয়া গায় চাঁদে ঢাকে কুয়াশায়
আনন্দে যোগীর পাশে যোগেতে বসিলা !
একিরে বিরাগে সতী জীবন ত্যজিলা ?
হেথায় যোগেতে মগ্ন থাকি কত দিন,
আবার মেলিলা যোগী নয়ন-নলিন।
আবার সাধিব যোগ অদৃষ্টের ভোগাভোগ
ভাবিলা দেখিব সাধি, কি প্রকার মম !
নিয়তির চক্রে রাখি শরমে মুছিয়া আঁখি
দেখিব ঘুরান কত বিধাতা বিষম।

যোগেতে জীবন ক্ষয় দেহের পতন হয়
চরমে পরম ফল যদি নাহি পাই ;—
হই নাই ভগ্নোদ্যম— জ্বালিতে নিবিড় তম—
পূরাতে প্রতিজ্ঞা, তবু দেখিবে সবাই।
ভাবিছেন এইরূপ নিরখিলা অপরূপ
সম্মুখে যোগিনী এক যোগে নিমগন!
তড়িৎ কাঁপনি প্রায় তেজ রূপ ছুটে যায়
আননে ললাটে গায় উজলি কানন!
চিনিলা চাঁদের মালা সেই সে রূপের ডালা,
রোমাঞ্চিত হল দেহ আনন্দ বিস্ময়ে।
এ নারী সামান্য নয়, বিষময় এ হৃদয়
কভু কি সম্ভব? কালী কমলা হৃদয়ে?
রমণী প্রতিজ্ঞাপণ একি দেখি বিভীষণ;
কি করে নলিনী-দলে জ্বালি হুতাশন?
হৃদয়ে জড়িত ফুল ছিঁড়িলে তাহার মূল
কেন না ছিঁড়িবে তবে আমারো জীবন?
ধীরে ধীরে নীলোৎপল মেলিলা নয়নদল,
ভাবিছেন যোগী, হেন কালে বরাননী!
উদিত নবীন রবি নিরখি লাবণ্য ছবি
পুলকে প্রফুল্ল জলে জলজ যেমনি;
দেখিয়া যোগীর মুখ নাচিয়া উঠিল বুক
প্রাণ-পুণ্ডরীক সুখে হল বিকসিত।
যোগিপদ শিরে ধরি ভুজলতা যোড় করি,—
ভক্তির প্রতিমা যেন, অথবা চিত্রিত

বনদেবী সুধারসে কষিত প্রণয়-কষে
রহিলা নীরবে বসি, মধুর গম্ভীর!
"তব আচরণ, সতি!" দেখিয়া বিস্মিত অতি
কহিলা নিশ্বাস ত্যজি তপোধন ধীর;—
"নবনী পিযূষ রাশি প্রণয় শশীর হাসি
যে দেহ গঠিলা বিধি, কেমনে সে গায়
করি ভস্ম বিলেপন ত্যজি রত্ন আভরণ
লয়ে অক্ষমালা, মরি, বসেছ পূজায়!
সহচরী মাঝে বসি শারদ পূর্ণিমা শশী
কাঞ্চন পর্য্যঙ্কোপরি প্রসূন-শয়নে,
কুঙ্কুমে শরীর মাজি রাজরাণী সাজে সাজি
করিবে বিরাজ মণি-কাঞ্চন ভবনে;
পুড়ি বিভাবসু করে, বসিয়া পর্ণের ঘরে
তা না হয়ে অনিদ্রায় যোগে নিমগন!
যৌবন অমূল নিধি, রূপরাশি দিলা বিধি
করিতে পাবক মুখে আহুতি অর্পণ?
বিধির এ বিধি নয় তাই বলি নিজালয়
নারীকুলোত্তমে! কর ফিরিয়া গমন।
সুখ সাধে বাদ সতি, সাধিওনা এ মিনতি,—
আর কি বলিব?—দাও পূরাতে মনন,—
জীবনের ব্রত দাও করিতে সাধন।"
নির্ঝরে সুস্বরে ঝরে মুকুতা যেমতি,
সুস্বরে কহিলা সতী অমিয় ভারতী,—

"ভেব না অনল জ্বালি তাহে পাপ-সর্পি ঢালি
যৌবনের চাপে চাপি সৌন্দর্য্যের গুণে
নয়ন-পঙ্কজ-বাণ বিঁধিয়া হৃদয় প্রাণ
চাতুরী প্রণয় পূরি মন হৃদি তূণে
তপ জপ যোগ যাগে রমাইয়া অনুরাগে
মানস ভাঙ্গিতে তব; তা নয় তা নয়,
আমি নারী জ্ঞানহীনা, পুরুষ প্রকৃতি বিনা
হয় কি সম্পূর্ণ যোগ, কহ মহাশয়?
কোনই মঙ্গল কাজ, আছ জ্ঞাত যোগিরাজ
হয় না রমণী বিনা কখন সাধন।
বৈদেহীরে দিয়া বনে তা হইলে সযতনে
হত না করিতে সোণা সীতার সৃজন।
তাই বলি প্রাণেশ্বর, যদি নাহি ঘৃণা কর
অভাগী বলিয়া রাখ নিকটে আপন।
তব পণ পূরাবারে বিধি আনি এ কান্তারে
কান্তারে তোমার দিলা করি সংঘটন;—
ভেঙ্গ না মঙ্গল ঘট প্রহারি চরণ।"

"পরম পিরীতি, দেবি! শুনিয়া তোমার
জ্ঞানগর্ভ বাক্য আজি, অমৃতের ধার
পাইনু, গম্ভীর স্বরে কহিলা কুমার পরে,
"কিন্তু জান সীমন্তিনি! প্রতিজ্ঞা আমার

পূরে যদি মনসাধ, হয় ধ্বংস বিধিবাদ
তবে ত সাজায়ে তোমা রাজরাণী বেশে,
হৃদিপদ্মে বসাইব সুর নরে পূজাইব,
নতুবা ত্যজিব দেহ এ বিজন দেশে।
আরো আশা পূরিবার তাও বলি শুন সার
নাহি সম্ভাবনা কোন, কি জন্য বল না
পুড়িয়া আতপতাপে পুড়ি ঘোর পরিতাপে
ইন্দ্রধনু পাছে ক্লেশ পাইবে ললনা?'
"ভেব না" মধুর হাসি রূপরাশি পরকাশি
নিজ করে যোগিকর করিয়া গ্রহণ,
উত্তরিলা সুলোচনী— "পাব ক্লেশ গুণমণি
তোমার আশ্রমে থাকি; করিব সাধন,
আনন্দে তোমার সনে অম্বিকাচরণ।"
আবার বসিলা যোগে যোগী মহাশয়।
বসিলা যোগেতে বালা এই ত প্রণয়।
পুনঃ কত কাল গত, কতবার সূর্য্য রথ
ঘূরিল মস্তকে তাঁর নিদাঘ গগনে;
ভুলিলেন ভোলানাথ, উপনীত অকস্মাৎ
একদা সন্ধ্যার কালে তপনিকেতনে।
নাদিয়া পুষ্কর ঘন বরষিল হুতাশন
হাসিল তড়িৎলতা শিহরিয়া উঠি।
পবন ছুটিয়া যায় কুসুম ঝরিল তায়
বন্দিল আনন্দে গিরি পদতলে লুটি।

স্বর্গীয় সৌরভে দিশ পূর্ণ হল, আশীবিষ
ফোঁস ফোঁস উগরি গরল গরজিলা।
অদৃশ্য থাকিয়া হর, "ত্যজ যোগ যোগিবর,"
মধুর ভৈরব স্বরে সম্বোধি কহিলা,—
"ইচ্ছামত মাগ বর।" সবিস্ময়ে ঋষিবর
না দেখি ত্র্যম্বকে আঁখি করি উন্মীলন,—
"যদ্যপি দাসের প্রতি, প্রসন্ন অম্বিকাপতি
এতদিন পরে, এই ভিক্ষা অকিঞ্চন
মাগে তব রাঙা পায় সদয় হইয়া তায়
দেখাও সে রুদ্ররূপ রুদ্র ত্রিলোচন।
না দেখি দাতারে ভব কভু বর নাহি লব,
বারেক চরণপদ্ম দেহ শিরে ধরি।
হৃদয়-মন্দিরে মম সংহারি গভীর তম
হও আবির্ভূত লোক চমকিত করি।"
ভকত বৎসল শিব কহিলেন "কি কহিব
তোর তরে প্রাণ মম কত যে কাতর!
একান্ত বাসনা যদি রুদ্র-রূপ, তপোনিধি,
দেখিতে, দেখহ তবে।" যোগীন্দ্র-প্রবর
সভয়ে মুদিলা আঁখি—কম্পিত অন্তর।
প্রকাণ্ড আগ্নেয় গিরি ভয়ঙ্কর
দেখিলা সম্মুখে; অযুত শিখর
জটাজূট রূপ জড়িত পাবকে
ধ্বক ধ্বক তায় স্তবকে স্তবকে

জ্বলিছে গন্ধক, চুম্বিছে গগন
অনল-লহরী-শিখা বিভীষণ,
নাচিছে ঝরিছে যেতেছে ছুটে।
উন্নত ললাটে চন্দ্র সূর্য্য জ্বলে ;
তরল-তরঙ্গা কল-কল কলে
জটা মাঝে গঙ্গা কল্লোলিয়া চলে ;
ঊর্দ্ধফণা ফণী গরল ঢালিয়া—
লক লক জিভা, পাষাণ জ্বালিয়া,
গরজে গভীর ; কণ্ঠেতে থাকিয়া
দীপ্ত বিষপ্রভা ফুটিয়া উঠে !
ভূকম্পে যেমতি কাঁপিতেছে কায়,
অনল ঝরিয়া পড়িতেছে তায়।
ঘুরে ত্রিনয়ন, 'নাশরে সকলি'
বদনমণ্ডলে নিনাদ কেবলি।
ঘন ঘোর শব্দ স্তব্ধ ত্রিভুবন,
রসাতলে রসা করে বা গমন।
ভীষণ ত্রিশূল—বদনে তাহার
হাসিতেছে অট্ট বসিয়া সংহার,
পলকে পলকে ঝলকে ঝলকে
সৌদামিনী সম ঢালিছে পাবকে,—
ধাঁধি ইরম্মদ ছুটিয়া যায় !
বাজে ঘন গাল নাচে রুদ্রতাল,
দীপক রাগেতে সঙ্গীত ভয়াল !

পিণাকে টঙ্কার মারিয়া হুঙ্কার
ছাড়িয়া শঙ্কর ছুটিলা আবার ;
লটাপটলট জটাজূট কত
চুম্বিতেছে ধরাতল অবিরত ;
আয় আয় আয় ধর্ ধর্ ধর্
করি ভূত প্রেত ছুটিল সত্বর,—
গভীরে বিষাণ বাজিছে তায়।
আয়রে মানব আয়রে দানব
সজীব নির্জীব অচল অর্ণব
গ্রহ উপগ্রহ চন্দ্র তারা আয়
রাহুকেতু শনি নাশিব সবায় !
ঘোর লম্ফ মারি ঊর্দ্ধ করি করে
বাজাইয়া শৃঙ্গ উঠিলা অম্বরে ;
চন্দ্র সূর্য্য তারা পাড়িতে লাগিলা ;
কোথাকার গ্রহ কোথায় ফেলিলা !
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত তুষ্কর পুষ্কর
বরষে অজস্র দ্রোণ ভয়ঙ্কর।
মত্ত প্রভঞ্জন ছাড়িয়া গর্জ্জন
স্বর্গ মর্ত্ত্য সব করি উৎপাটন
হুঙ্কারি ঝঙ্কারি ধাবিয়া যায়
গরজি তরজি প্রলয়ের প্রায় ;
অযুত তরঙ্গ-বাহু বিস্তারিয়া
ছুটিল অর্ণব ব্যাদান করিয়া,

গ্রাসিতে সংসার বিকট বদন,
হাহাকার রবে নীরব ভুবন !
অটল হৃদয় ধীর গম্ভীর নয়ন
দেখিলা এ রুদ্রমূর্ত্তি রাজেন্দ্রনন্দন।
ধূলায় লুণ্ঠিত হয়ে অতঃপর সবিনয়ে
অশ্রুজলে অভিষিক্ত করি ধরাতল
কহিলা 'বাসনা কার অহে শিব সারাৎসার
নহে আজীবন দেখে ও রূপ নির্ম্মল ;—
কিন্তু দেব সংবরণ কর তেজঃ, ত্রিভুবন
অকালে সংহার হয়।' বলিয়া আবার
প্রণমিলা ভক্তিভাবে চরণে তাঁহার।
প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্ত্তি, প্রসন্নময়ীর
হৃদয়-আনন্দ, মধু মণ্ডিত শরীর
যোগীর সম্মুখে আসি যোগমূর্ত্তি পরকাশি
কহিলা ' মাগরে বর বাসনা যেমন।'
'জানিনা কি বর লব, জানত অন্তর ভব
অন্তর্যামী তুমি দেব, মনের বেদন
প্রকাশি কি ফল বল, দেহ বর যোগবল
হয় যেন ভাগ্যজয়ী'—যোগীন্দ্র কহিলা,
'পূরে যেন মনোসাধ খণ্ডে বিধাতার বাদ।'
'তথাস্তু' বলিয়া শূলী অদৃশ্য হইলা।
পুলকে বিস্ময়ে বলী সৌমুখী-কেশরী
রুদ্রতেজঃ-পূর্ণ তনু উঠিলা শিহরি।

আজি পূর্ণ মনস্কাম, সেই দেহ অভিরাম
ধরিল কি অনুপম রূপ মনোহর
কেমনে বলিব তাহা ! শত জলধনু আহা
উদিত হইল শোভি হৃদয়-অম্বর !
এক আশা হৃদে ধরি ইষ্টদেব-পদ স্মরি
যে ব্যক্তি কঠোরে তপ করেছে সাধন
সফল সাধনে হায়, কি অব্যক্ত সুখ পায়
সেই সে ইহার স্বাদ করিবে গ্রহণ।
ধীরে বপু পরশিয়া তপ জপ ভাঙ্গাইয়া
কহিলা সতীরে যোগী সব বিবরণ।
হৃদে ধরি ললনায় কহিলা 'প্রেয়সি !' হায়,—
প্রেয়সী এ কথা কত মোহিল শ্রবণ !
কি সুখ এ তিন বর্ণে কি লাবণ্য পদ্মপর্ণে
প্রণয়ী ভ্রমর বিনা কে বুঝে সে রস ?—
'তোমার আমার কত সুখের দিবস !'
প্রেয়সী এ কথা শুনি প্রমদার মন
মজিল কি ভাবে, বুঝ প্রেমিক সুজন।
সুবাহু বল্লরী দিয়া যোগি-গলা জড়াইয়া
অশ্রুনীরে হৃদিপদ্মে মুক্তা বসাইলা ;—
নীরবে নলিনীমুখী কত যে কাঁদিলা !
কাঁদ কাঁদ. সেই রূপ বিশ্বে কত অপরূপ
তরু লতা পশু পক্ষী ভূধর জানিল,—
যোগীই কেবল তার মরম বুঝিল।

'আর ক্লেশ সুধাময়ি! দিব না তোমায়,—
কাল সহ যথা কালী কালমুখে কালী ঢালি
অনলে আহুতি দিব যত যাতনায়।
যোগ ত্যজি যোগিরাজ ধরিবে রুদ্রের সাজ
রুদ্রাণীর সাজ ধর যোগিনি আমার;—
চলহ বাঁচাই মরা মানুষে আবার!'
এইরূপে দুই জনে আনন্দে মগন;
অকস্মাৎ সেই স্থানে সেই তপোধন,
কাটিয়া মায়ার ফাঁশি যাঁর তপোবনে আসি
হয়েছিলা সমাগত আসিয়া প্রথম;
যাঁর কাছে মন্ত্র নিলা যোগমর্ম্ম সংগ্রহিলা
সেই সে মাধবগিরি মাধুরী পরম
উপনীত; দেখি তাঁয় রাজপুত্র পড়ি পায়
ভক্তি ভাবে অরবিন্দ করিলা বন্দন।
বন্দিলা আনন্দে বালা, দিয়া যেন পুষ্পমালা;—
আশীষি বসিলা বৃদ্ধ তাপসরতন;—
গাম্ভীর্য্য ধর্ম্মের মূর্ত্তি একত্র যেমন!
'এত দিন পরে তব স্তবে, পুত্র, তুষ্ট ভব
পেয়েছ বাঞ্ছিত বর, হৃদয় জানিল;
যেমতি হ্রদের জলে ধীর প্রভঞ্জন-বলে
প্রফুল্লিত সরোরুহ নাচিয়া উঠিল।'
কহিলেন তপোধন, 'কর এবে আয়োজন

উদ্ধারিতে সাবধানে কুলের গৌরব।
বিঘ্ন বৎস! পদে পদে, মজি যেন মোহমদে
অভিমানে নাশিও না সাধনা-সৌরভ।
আশীষিব কিবা দিয়া? দীন আমি, এই নিয়া
যথা ইচ্ছা চলে যাও নির্ভয় শরীর।'
এত কহি ধীরে ধীরে ছুরিকায় বুক চিরে
উদ্‌ঘাটিয়া দ্বার যেন, করিলা বাহির
অনুপম আভরণ বর্ম্ম চর্ম্ম শরাসন
কুণ্ডল কিরীট শর তূণ শিরস্ত্রাণ।
প্রকাণ্ড কোদণ্ড অসি তাহে কাল সর্প বসি,
রতন-সম্ভবা বিভা ধাঁধিল বিমান!
সযতনে বীরবরে পরাইলা নিজ করে;
সাজিলা কুমার যথা নাশিতে তারকে;
দীর্ঘদেহ বৃষস্কন্ধ কটিতে কৃপাণ বন্ধ
সারসনে আঁটা বক্ষ, ত্রিলোক চমকে
আয়ুধ আলোকে দীপ্ত! মতঙ্গ চঞ্চলালিপ্ত;
দিলা ঋষি শঙ্খ শেষে ক্ষীরধি-সম্ভব!
প্রচণ্ড সাজিলা চণ্ডী প্রমদা লালিত্যে দণ্ডি;
পরালা স্বকরে যোগী পরম বিভব!
উলাঙ্গিনী উন্মাদিনী কালী কাল বিনাশিনী,—
দুলিল এলান কাল পৃষ্ঠেতে কুন্তল;
মেঘের আড়ালে বসি শোভে মুখ-পূর্ণশশী
মাখি প্রভাকর-কর গরল অনল

কটিতে কিঙ্কিণী বাজে চরণে নূপুর রাজে
করেতে তড়িৎলতা শাণিত কৃপাণ।
অট্ট অট্ট হাসি মুখে নৃত্যগীত সকৌতুকে
কি ছার মানব যোগী দেখি সে বয়ান
উড়িল অমরা মাঝে অমরের প্রাণ!
সম্বোধি কুটীরে, বনে, গমন সময়ে,
সম্বোধিয়া বিন্ধ্যাচলে, তরু লতাচয়ে,
সুস্বরে নির্ঝরে ডাকি, বনজন্তু বনপাখী,
সম্বোধি সকলে যোগী কহিতে লাগিলা—
'বন্ধুশূন্য এ গহনে ছিনু তোমাদের সনে
কি সুখে হে এতকাল! সকলে করিলা
অকাতরে অনিবার কব কত উপকার,
ফেলে যেতে তোমাদের কাঁদে মন প্রাণ!
অভাগারে রেখ মনে যাই আমি নিকেতনে;
বলিয়া আনন্দে যোগী করিলা প্রস্থান।
মেঘ সূর্য্য আবরিল, তরু পুষ্প বরষিল
মলয় করিল গায় অমৃত সিঞ্চন;
কুলবধূ বনলতা কহিতে পারিলে কথা
করিত বারণ পদ করিয়া ধারণ।—
গাইল মঙ্গল-গীত বিহঙ্গ সুজন।

ইতি শ্রীঅদৃষ্ট-বিজয়ে কাব্যে যোগসিদ্ধি নাম
অষ্টমঃ সর্গঃ।

নবম সর্গ

বসিয়া রমার পাশে রাজীব-আসনে
হাসিলা এখানে মৃদু রাজীব-লোচন
চুম্বি বন্ধুজীবাধর, সুধিলা ইন্দীরা—
“কিভাব ভবেশ! তব মানসে উদ্ভব
অকস্মাৎ আজি, কহি কৌতূহল মম
কর নিবারণ। নিরমিবে বিশ্ব নব,
অথবা নাশিবে এই প্রাচীন জগৎ,
বসাইবে ভূপাসনে কোন্ দীন হীনে,
কিংবা কোন্ ধরাধীপে পাঠাবে কানন?”
কহিলা রমারে হৃদে আদরে ধরিয়া
অসুরারি,—“হাসি নাই, প্রাণময়ি! ভাবি
এ সবের কিছু; চাহি বিন্ধ্যগিরি পানে
দেখ, কেন হাসিলাম, বুঝিবে এখনি।
সদয়, ইন্দিরা! আজি সদানন্দ শিব
রাজনন্দনের প্রতি; তুষ্ট হয়ে তারে
দিয়াছেন ইচ্ছামত বর, হবে পূর্ণ
মনস্কাম। দেখ বলী সাজি বীরসাজে,
মদকলকরী যথা, চলিছে কৌতুকে
সম্বল নগরে, মহারাজ রাজধানী।”

নিরখিলা রাজলক্ষ্মী, হাসিয়া উল্লাসে
কহিলা—"হে দেব! তবে এত দিন পরে
পূরিল কি মনোবাঞ্ছা! চিনিলাম বৃদ্ধ
ঋষিরাজে, হৃষীকেশ, নারি চিনিবারে
প্রমত্তা কেবা এ বামা।" কহিলা অচ্যুত
"চিনিবে সময়ে, প্রিয়ে! এখন কেবল
জান মনে দেবলোকে এমন রমণী
দুর্লভ। প্রণয়ে পূত মজিয়া ললনা,
বাসব-প্রেরিত মায়া-মায়াজালে পড়ি
আসি যোগ ভাঙ্গিবারে যোগি-যোগাশ্রমে
বিন্ধ্যাচলে, ভুলি মায়া ছলনা চাতুরী
হয়েছে যোগিনী। হবে, দেবি! কুলোজ্জ্বল
এ বরাঙ্গী হতে রাজকুল।" নীরবিলা
পদ্মনাভ। উত্তরিলা চিন্তি পদ্মালয়া,—
দেখি এ বামারে জ্ঞান দণ্ডিতে দানবে
অবতীর্ণ পুনঃ চণ্ডী। কিন্তু চিন্তি চিত্তে
এক চিন্তা, চিন্তামণি! ব্যাকুল হৃদয়;—
দগ্ধ কাল বৈশ্বানরে সম্বল নগর
পুণ্যভূমি; জনশূন্য শ্মশান ভীষণ;
কোথা গিয়া, কহ নাথ, করিবে বিশ্রাম
প্রাণাধিক? যাই আমি মায়ারে লইয়া,
চলুক সারদা, নিরমিয়া রাজপুরী
সম্বল নগরে, তার অভ্যর্থনা হেতু;

রাখি গিয়া সাজাইয়া, দেহ অনুমতি,
দয়াময়। পথে মারে লব সঙ্গে করি
রতিরে অথবা, সাজাইতে সৌধমালা,
শিল্পকর তারা।" দিলা অনুমতি দান
পরমেশ। হাসি পরমেশী লয়ে সঙ্গে
রঙ্গে ভারতীরে ত্যজি বৈকুণ্ঠ নগরী
চলিলা আনন্দে। পথে মিলিলা অনঙ্গ
রতি সহ,—যথা রতি মন্মথ সেখানে;
নিমেষে সম্বল রাজ্যে আসি মহাদেবী
উতরিলা। বিরচিলা মায়া মায়াময়
মনোহরা পুরী; সাজাইলা মীনকেতু
মনোমত সাজে। সুসজ্জিত মন্দুরায়
অশ্ব নানাজাতি, শুনি সমর দুন্দুভি
নাচে যারা মহানন্দে। প্রমত্ত মাতঙ্গ
আবদ্ধ আলানে; শত শত শোভে রথ;
অস্ত্রাগারে অস্ত্ররাজি, কার্ম্মুক কৃপাণ,
মুষল মুদ্গর গদা তোমর ভোমর
নারাচ নিষঙ্গ শেল জাঠাজাঠী শর—
জীবন্ত ভুজঙ্গ 'মণি-মণ্ডিত-মস্তক,
গর্জ্জিছে জ্বলিছে মুখে বিশ্ব-বিনাশিনী
বহ্নি-শিখা! রণ-সাজ—বর্ম্ম চর্ম্ম আদি
কবচ কুণ্ডল সারসন শিরস্ত্রাণ;
দামামা-দুন্দুভি কাড়া পটহ দগড়া,

তূরী ভেরী শংখ, সংগৃহীত যথাস্থানে
রণবাদ্য যত। উড়ে স্বর্ণচূড়ে স্বর্ণ-
কেতু ;—ফিরে দ্বারে দ্বারে চতুর প্রহরী,
অভেদ্য কবচে আঁটা বক্ষ, যক্ষ-রক্ষ-
ত্রাস, বিলম্বিত পৃষ্ঠে কোদণ্ড বিশাল,
কটিতে আবদ্ধ অসি, করেতে বন্দুক।
স্থানে স্থানে দেবালয় ; পণ্ডিত ব্রাহ্মণ
করে পূজা, বেদপাঠ ; আরতি বাজনা
বাজে সুমধুর। নাচে গায় বারাঙ্গনা ;
পূর্ণ সব সুখ-কোলাহলে। বসি হাসি
প্রীতি-শতদলে আরম্ভিলা বীণা-পাণি
মধুর সঙ্গীত, জুড়ি তান বীণা-যন্ত্রে,—
মুগ্ধ জলস্থল শূন্য ! আনন্দে দেখিয়া
মায়ার মহিমা রমা ঈষদ্ হাসিলা।

হেথা তিন জনে সহি পথের যন্ত্রণা
ভয়ঙ্কর, পঁহুছিলা কত দিনে আসি
নিজ দেশে। রাজলক্ষ্মী জননীর বেশে
আশীষি লইলা গৃহে। মহামহোৎসবে
পরিপূর্ণ রাজপুরী। সুখে সরস্বতী
বাজায়ে ত্রিদিব-বীণা গাইলা বন্দনা
আপনি ; পূজিলা রতি উলুধ্বনি দিয়া
রাজপুত্রে ; আনি পুষ্প লাজারূপে শিরে
বরষিলা বায়ু ; বাজাইল দেবদোলে,

আনন্দে সুবাদ্যকর মাতি মধুকর।
আদরে রমণী-রত্নে তুষিলা সকলে।
বিস্মিত প্রাচীন যোগী, পরিচিত স্থান
সম্বল নগর, দেখি বিচিত্র ব্যাপার
তথা আজ! দেখেছিলা নৃপতি যে কালে
হয়ে রাজ্যভ্রষ্ট বনে পশিলা বিষাদে,
ডুবিল তিমিরে রাজ্য, যথা বসুমতী,
অস্ত গেলে দিনমণি; পুড়িল পাবকে
দশ দিক;—সে শ্মশান অকস্মাৎ আজি
আনন্দ-নন্দন-বন কেমনে হইল?
মুদিলা নয়ন চিন্তি; দেখিলা বিস্ময়ে
হৃদয়-নয়নে দেবী কমলার লীলা।
আসি গৃহে সন্ধ্যাগমে বঞ্চিলা আনন্দে
সুনিদ্রায় বিভাবরী। প্রভাতে উঠিয়া
প্রক্ষালিয়া হস্ত মুখ, করি স্নান সুখে
ভোগবতী জলে—পুণ্যবতী সুরনদী
সম; পরি পট্টাম্বর ভক্তিভাবে বসি
কুশাসনে, আরাধিলা চন্দ্রচূড়-পদ।
স্তম্ভাকারে ধূমপুঞ্জ হোমকুণ্ড হতে
উত্থিত আকাশে বহি সর্পিঃ, দেবাহার,
দিবালয়ে। পুরোহিত প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
পূজা-সাঙ্গে গুরুপদে প্রণমি কুমার
কহিলা "হে গুরো! কৃপা করি কহ দাসে

এই কি সে দেশ, পিতা বসিতেন যথা
রাজদণ্ড ধরি করে রাজ-সিংহাসনে ?
এ সৌভাগ্য মম, দেব, ভাগ্যহীন আমি,
তব কৃপাবলে ; দেখিব যে কভু, হায়,
এ পবিত্র ধাম, পিতঃ ! ভাবি নাই কভু।
প্রকাশি কেমনে কিন্তু মনের সন্তাপ ?
তপন বিরহে মহী জানিতাম মনে
শোকের সাগরে ডোবে, বিপরীত রীতি
নিরখি' এখানে আজ, হৃদয় বিদরে।
ভেবেছিনু আসি হেথা তিমির-অর্ণবে
দেখিব নিমগ্ন সব !—কিন্তু কি দেখিনু ?
কি সুখে—জানি না মগ্ন সকলি উৎসবে !
উদ্ধারিব কারে দেব ? অকৃতজ্ঞ নর !"
অন্তরে ঈষদ্ হাসি প্রবীণ ব্রাহ্মণ
কহিলা—"তনয়, তাপ কর পরিহার।
বিশ্বের বিচিত্র গতি ; অবশ্য নিগূঢ়
কুমার ! কারণ আছে উৎসবের আজি।"
চিন্তিত হৃদয়ে ধন্বী—ধন্য ধরাধামে—
সাজায়ে বামারে, পশি অস্ত্রাগারে, একে
একে অস্ত্র-শস্ত্র পরিদর্শন করিলা।
বাখানিলা বীরমণি, শিঞ্জিনী কৃপাণে,
তুরঙ্গ কুঞ্জরে, পুষ্পরথসম রথে।
আনন্দ উল্লাসে চিত্ত-শতদল কত

প্রফুল্লিত! ছিলা বুঝি' আগে যোগবল,
আছে বোঝা বাহুবল; দেখিয়া সকল,
বুঝিলা সমর-বল। বুঝিলা সে সঙ্গে
অবশ্য জাগিবে পুনঃ পতিত মানব।
দেখি সমুদয় আসি বসিলা আসনে
পুনর্ব্বার। কোন্ মন্ত্র বিষদন্ত সম
ভুজঙ্গের, কিংবা দীপ্ত সৌদামিনী যথা,
পশিয়া যে মন্ত্র অস্ত্রে নাচাইবে নাচি
স্তম্ভিত ধমনী, সন্তাড়িত সঞ্চালিত
হবে দেহ-যন্ত্র, ধাবে দ্রুত ইরম্মদ
শিরাণুশিরাতে, জাগাইবে অবহেলে
নিদ্রিত মানবে; ছিঁড়ি, দন্তীরাজ যথা
ছিঁড়ে বনলতা পায় জড়াইলে আসি,
মোহপাশ, করি নৃত্য ব্যোমকেশ যেন
ত্রিপুর সংহারে, কিংবা যবে যোগে মগ্ন
ভাঙ্গিলে কুক্ষণে যোগ মন্মথ অথবা,—
হুঙ্কারে ঝঙ্কারে বিশ্ব চমকিত করি
নিরখিবে কীর্ত্তিস্তম্ভ তুমুল সংগ্রামে
সংহারি প্রাক্তনে, হরি বিধাতার তেজঃ,
পতিত মানব। ভাবিছেন এইরূপ,
আসি বিশ্বামিত্র ঋষি তেজঃপুঞ্জ যেন
হুতাশন, বিকর্ত্তন যৌবনে অথবা,
উপনীত তথা। বসাইয়া সমাদরে

আনন্দে প্রাচীন যোগী দিলা পরিচয়
দিয়া। প্রণমিলা ঋষি বৃদ্ধের চরণে ;
প্রণামিলা রাজপুত্রে। সুধিলা কুশল
আশীষি কুমার। যথাযোগ্য সম্ভাষিয়া
উত্তরিলা বিশ্বামিত্র—ঋষি-কুলোত্তম,
সুবিদিত বিশ্বে যিনি ; সাধিলা অসাধ্য
কত যোগবলে ; বিধাতার সনে বাদ
বিবাদিলা হেলে। "কি কারণে আগমন"
কহিলা রাজর্ষি "হেথা আজ মম, শুন
মন দিয়া। উদ্ধারিতে পতিত মানবে—
কলিতে কলুষে মগ্ন,—অবতীর্ণ তুমি
ধর্ম্ম-মূর্ত্তি, ধরাধামে। সত্য ত্রেতা কলি
দ্বাপরে দলিতে দুষ্টে বর্ত্তমান তুমি
দর্পহারী ; জান সব কি কব তোমারে
অন্তর্যামী ; আছ জ্ঞাত মম তপোবল ;
আছ জ্ঞাত বাসবের ছলনা চাতুরী।
অমর-কলঙ্ক, বীর! ইন্দ্র যদবধি
নহে হতদর্প, কালসর্প যথা মহা-
মন্ত্রবলে, মানবের মঙ্গল ভরসা
নাহি তদবধি। যুবা তুমি, অনভিজ্ঞ—
যদ্যপি ও দেহ নয় গঠিত মাটিতে,
অনন্ত সূর্য্যের ভাতি হৃদয়-অম্বরে,
পঙ্কিল হইবে স্বর্ণ নহে অসম্ভব,

দেশ-কাল-সঙ্গ-ভেদে, অসুর-মর্দ্দন !—
নানা শাস্ত্রে ; লভিয়াছ সত্য তুষি স্তবে
মহেশ্বরে, মনোমত বর ; কিন্তু বৎস !
এখনো কণ্টকাকীর্ণ মনোরথ পথ
তব। দিতে উপদেশ এসেছি হেথায়,
রাজকুলনিধি, মনোবাঞ্ছা হবে পূর্ণ—
কঠোর সাধনা সিদ্ধ কি প্রকারে হবে
অনায়াসে তব। দণ্ডি আগে পুরন্দরে
কর পথ পরিষ্কার। একতা, কুমার,
সর্ব্ব মঙ্গলের মূল। মত্ত প্রভঞ্জন
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড দীপ্ত বৈশ্বানর সনে
মিলে যদি উরে রণে, সে তেজ বিক্রম
সক্ষম সহিতে কেবা ? কলুষ-বিজয়ী
যোগে যাঁরা, জিতেন্দ্রিয়, মিল তাঁহাদের
সহ ; হবে ভাগ্যজয়ী, কহিনু তোমারে
নীতিকথা ; কদলীর বাঁধি ভেলা যায়
মত্ত-বীচি-পূর্ণ মত্তা তটিনী তরিয়া
অবহেলে লোক যথা, মানস-সাগর
আরোহি একতা-তরী. তরিবে নিশ্চয়।”
নীরবিলা ঋষি। উত্তরিলা মহেষ্বাস,—
“জানি তপোনিধি ! বাদী বাসব মানবে
চিরকাল ; জানি ভাল একতার গুণ ;
জানি না কেমনে কিন্তু হব ইন্দ্রজয়ী ;

পরিব একতা-পদ্ম রত্ন অলঙ্কার
কণ্ঠদেশে। কর, মুনি, উপদেশ দান,
জাগিবে মানব যাহে, একতা-শৃঙ্খলে
হবে বদ্ধ; জাগাইবে মানবের নাম
ধরাতলে; আঁকি সুখে শারদ গগনে
কীর্ত্তি ক্ষপাকরে, দেখাইবে দেবলোকে
মনুষ্য-গৌরব। দীন আমি, মুনিবর,
ঐশ্বর্য্য সম্পদ পদ বান্ধব বিহীন;
এই বাহুবল মম ভরসা কেবল।
দীন দেখে দয়া, কহ, এ ভবমণ্ডলে
কে করিবে, ঋষিরাজ? মহাত্মন্ তুমি,
পুণ্যবান্ অতি, তাই এসেছ সুধাতে
কুশল বারতা; অসময়ে নহে, হায়,
কে করে সম্ভাষ?" উত্তরিলা রাজঋষি—
"পরিহর পরিতাপ, ভাগ্যবান্ তুমি
নরমণি। যথাসাধ্য নিজ যোগবল—
যোগী আমি, বৃদ্ধ, নাহি বাহুবল, নাহি
জানি ধনু ধরিবারে,—তুষিব তোমারে
করি দান। কিন্তু যাহে সুসিদ্ধ বাসনা
হবে, নৃপবর, শুন তাহা। বেদনিষ্ঠ
পিতা তব, ধর্ম্মমূর্ত্তি, নৃপ-কুল-রবি,
পূজি দেবে রাজ্যভ্রষ্ট হইলা যেমতি,—
বনবাসী; দৈত্যরাজ বলি সেই রূপ

হইলা পাতালবাসী!—বিধাতার এই
সুনিয়ম! যোগবল জানহ বলির—
সক্ষম করিতে সৃষ্টি নূতন জগৎ!
দেখিলেন এতকাল নরক-যন্ত্রণা
সহিয়া অসহ্য, হয় কি না কেশবের
দয়া তাঁর প্রতি। সুসজ্জিত তিনি রণে
বুঝিবারে দেববল; যদি বাঞ্ছা হয়,—
এ সুযোগ পরিত্যাগ করা অনুচিত;—
কহি তাঁরে, আসি তব সনে মহামতি
মিলি অবতীর্ণ হন সংগ্রাম প্রাঙ্গণে।
অবশ্য পূরিবে তবে মনের বাসনা।"
নীরবিলা তপোনিধি। প্রশংসি কুমার
কহিলা "রাজর্ষে! কহ মঙ্গল-কলসে
কে ঠেলে চরণে? আশুগতি—আশুগামী
তুমি যোগবলে—যাও দৈত্যরাজ যথা
রসাতলপুরে। কহ গিয়া আছে মম
সম্পূর্ণ সম্মতি, সাজি তিনি, লয়ে সঙ্গে
দৈত্য অনীকিনী ত্বরা আসুন এখানে;
সূর্য্য সহ অগ্নি যথা, মিলি দুই জনে
বুঝিব ত্রিদশ-বল। যাও ত্বরা করি;
জাগাই এখানে আমি নিদ্রিত মানবে
পারি যদি।" গেলা চলি ঋষিকুলমণি।
হেথা দিলা হুহুঙ্কারে কম্বুতে ফুৎকার

চমৎকারি স্বর্গ মর্ত্ত্য, ঝণৎকারি অসি
গরজিল কোষে, তীব্র। সাগরে পবনে
ভূধরে গহ্বরে বৃক্ষে অম্বরে বাধিয়া
সে ধ্বনি ভীষণ, উঠাইল প্রতিধ্বনি
পুলোমজা সহ যথা বসিয়া নির্জ্জনে
বৃত্র-নিসূদন ইন্দ্র, ত্রিলোক-ঈশ্বর
রত্ন সিংহাসনে! কাদম্বিনী নাদে নাদি
নাচে নিতম্বিনী। ঐরাবত-গলে যথা
সন্তানক-মালা; ভাগীরথী-স্রোত কিংবা
অলকা-অচলে, কুমারের সঙ্গে রঙ্গে
নাচি গাই সুরঙ্গিণী হাসি অট্টহাস
চলিলা চঞ্চলা কিংবা মত্ত মেঘকোলে
বরাঙ্গিনী। যথা ধরে ভীষণ গম্ভীর
বজ্রপাতপূর্ব্বে ভাব গগনমণ্ডল,
নীরব গম্ভীর কিংবা আগ্নেয় অচল
অগ্নি ধূম ধাতুস্রব উদ্গীরণ আগে—
সেরূপ ধরিল ভাব নীরব গম্ভীর
প্রকৃতি; নিশ্চল তরু পল্লব বল্লরী
বনলতা। বসিলেন আসি বাগীশ্বরী
ফুল্ল কুবলয়ে যেন, পরম আনন্দে
কুমারের রসনায়, মনুষ্যজগতে
চীৎকারি রাজেন্দ্র-ইন্দু কহিলা সম্বোধি—
"শুনেছ মানবগণ! দেখেছ পুরাণে

বেদব্রত বিষ্ণুযশঃ চরিত্র আখ্যান।
সেই সে মানবশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক-প্রবর
রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী অদৃষ্টের দোষে
হইয়া পাইলা কত কষ্ট অনিবার!
যে রাজা বসিত সুখে হৈম-নিকেতনে
সেই রাজা পদব্রজে আতপ-উত্তাপে
পর্য্যটিলা বনে বনে; কুসুম-শয্যায়
কুঙ্কুম কস্তুরী মাখি অগুরুচন্দন
পরি রত্ন-অলঙ্কার, করিত বিরাজ
পরী বিদ্যাধরী মাঝে, বাজিত চরণে
কণ্টক যেমনি যাঁর ফুল্ল-কমলিনী,—
সেই সে রাজেন্দ্ররাণী ধরণী-ঈশ্বরী
অনাহারে বনে বনে করিলা ভ্রমণ!
কি দোষে ভ্রমিলা বনে জনকনন্দিনী?
কি দোষে হে বনবাসী নৈষধ অথবা,
হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির, শৈব্যা বা বৈদর্ভী?—
এ সব অদৃষ্ট-দোষে। অদৃষ্টের দোষে
সতত মনুষ্য কত ভুঞ্জে পরিতাপ
আছ সবে সুবিদিত; যৌবনে যুবতী,
হায়রে সংসার শোভা, পতিহীনা কেন?
কেন কাঁদে কমলিনী নয়ন-নন্দন
হৃদয় নন্দন-নিধি অকালে হারায়ে?
কেনরে সাধের শিশু কৃতান্তের মুখে?

কেন রাহু গ্রাসে পূর্ণ পূর্ণিমার শশী ?
সকলি অদৃষ্টদোষে ! দুর্ভিক্ষ বা জ্বরে
কেন লোক কষ্ট পায় মরে অনশনে ?
কেন বিসূচিকা রোগে বসন্তে অথবা
লক্ষ লক্ষ মরে বৃদ্ধ যুবক যুবতী,—
সকলেই মহাপাপী ? দৈবদোষে ঘোর
এ যাতনা সহে লোক ; মানব জগৎ
মরু-ভূমি স্বর্ণ-ভূমি ; বলির পতন
দৈবদোষে রসাতলে জান তা মানব।
জান যদি, কেন তবে কারণ জানিয়া,
উন্মূলিতে কারণের বিশ্বভেদী মূল
সকলে না মিলি' যত্ন কর একবার ?
অবশ অলসভাবে জড় প্রায় হয়ে
অদৃষ্ট ভাবিয়া সবে রবে কতকাল ?
হে মানব জীবশ্রেষ্ঠ ! মনুষত্ব তব
প্রকাশিবে কবে বল ? অদৃষ্টের দোষে
পেতেছ নিয়ত নানা ক্লেশ ভয়ঙ্কর ;
সে দুষ্ট অদৃষ্টে কেন না কর দমন ?
কেন না জানাও দেবে সংশোধিতে দোষ ?
কার ভয়ে অপ্রকাশ রাখিতে বাসনা
দেবোপম, হে মানব ! মহিমা তোমার ?
বলি না পূজ না দেবে, বলি না মানব
নিন্দা কর দেবতার। কামনা আমার

হয় হও ভাগ্যজয়ী, উদ্যম উৎসাহে
প্রকাশি মহিমা নিজ সাহস বিক্রম ;
নতুবা দেবেরে কহ 'ত্রিদশমণ্ডল,
পুরাণ বিধির পুনঃ করহ সংস্কার।'
না যদি শুনেন দেব, কহ প্রকাশিয়া
ব্রাহ্মণ্য বা যোগ-তেজে হয়ে অধিষ্ঠান
যথা পদ্মাসনে বসি দেব পদ্মযোনি
দেব সভা মাঝে, কিবা তব অভিপ্রায়।—
মানব! প্রকাশি বল, ব্রহ্মা বা নিয়তি
অথবা দেবেতে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র বা কেশব,—
মানব জগৎরাজ্য শাসিবে মানব ;
চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক সুরলোকে যথা
বসেন স্বাধীন জীব মর বা অমর—
নিজ নিজ ভাগ্যপট নিজ করতল,
মানব জগৎ হয় সে সুখে বঞ্চিত
কোন্ অপরাধে? বিধাতার কোন্ বিধি
সুবিধি যে বিধি, রাখিয়াছে নরলোকে
আবদ্ধ করিয়া এই দাসত্ব-শৃঙ্খলে?
জাগ হে মানবজাতি! ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ,
শূদ্র বা চণ্ডাল, বৈশ্য, হিন্দু, মুসল্মান—
সিয়া, সুন্নী ; শিখ, বৌদ্ধ, অগ্নি উপাসক ;
রসিয়া, প্রসিয়া রোম ফরাস ইংরাজ
এস হে খৃষ্টান গত, বারেক ভুলিয়া

জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ দেশ বর্ণ নীতি,
বাদ দ্বেষ বিষম্বাদ, সৌহার্দ্দ-শৃঙ্খলে
আনন্দে আবদ্ধ হয়ে, নিদ্রা ত্যজি উঠি,
হিমান্তে উরগ কিংবা ক্ষুধার্ত্ত কেশরী,—
পদদন্তে বীরনাদে, আয়ুধ আলোকে,
প্রতিজ্ঞা গাম্ভীর্য্য পণে কাঁপাও জগৎ!
মানবে মানবে নিত্য আহব বিবাদ;—
সমানে সমানে জয় সম পরাজয়;
কি কীর্ত্তি বা যশঃ তাহে? প্রবলে দুর্ব্বলে
বিবাদে দুর্ব্বল যদি রিপুজয়ী হয়—
সেই কীর্ত্তি সেই যশঃ; যে পারে তাহার
ধন্য জন্ম ধরাতলে! অথবা দুর্ব্বল
অমর হইতে মর জানিলে কেমনে?
মনেতে দুর্ব্বল ভাবি কেন অচেতন?
বলাবল ভেদাভেদ না কর পরীক্ষা
কেন একবার? মর নর কে তোমারে
কহিলা, অজ্ঞান নর? অজর অমর
প্রবল মানবজাতি, হৃদয়-নয়ন
উন্মীলি মানব অহে দেখ একবার!
মরে না মানব যাহা দেখহ প্রত্যহ;
অমর নির্জ্জর আত্মা; বুঝিতে ত্রিদিবে
কি গুণে ত্রিদশ শ্রেষ্ঠ, সূক্ষ্মতমরূপে
যায় তারা বৈজয়ন্তে। চাই না আমর

সেরূপ গোপনে সেই সশঙ্কিত ভাবে
পশিতে অমরাপুরী ; জাগাব যদ্যপি
মানব-গৌরব, যাব আড়ম্বরে সাজি।
যদি বল অসমর্থ মানবমণ্ডল
অমর-মণ্ডল-তেজঃ সহিতে সমরে ঃ—
অসত্য, হে অর্ব্বাচীন, সে কথা তোমার।
বাসব কেশব শিব পরাভব যথা,
গাণ্ডীবী, বিক্রম, রঘু, নর দশরথ
বিজয়ী সেথানে তাহা নাহি কি স্মরণ ?
নাহি কি স্মরণ বধে নিবাত কবচে
কোন্ বীর নরবর ? কি কাজে দুষ্মন্ত
গিয়াছিলা বৈজয়ন্তে, প্রাণের প্রতিমা
মিলিলা যথন তাঁর শকুন্তলা যথা ?
কে সৃজিতে সমুদ্যত নূতন জগৎ ?
মানব প্রভাব তেজঃ,—প্রয়াস করিলে
অজর অমর নর ব্রহ্ম-সমতুল,—
জান ত নিশ্চিন্ত কেন ? এসহে বারেক
আনন্দে একতা-হার কণ্ঠদেশে পরি
সংগ্রাম প্রাঙ্গণে ভাগ্যে করি আলিঙ্গন।”
টঙ্কারি কোদণ্ড কম্বু বাজায়ে গম্ভীরে
নীরবিলা নরসিংহ। যোগেতে মজিয়া
ক্ষণেক প্রকৃতি যেন নীরব গম্ভীরা
নিশীথে নিদ্রিত যবে বিশ্ব চরাচর,

আবরিয়া অনম্বর জীমূতমণ্ডল
নাদিলে সহসা, সেই সঙ্গে সৌদামিনী
ধাবিলে বজ্রাগ্নি সহ, চমকি ত্রিলোক
উঠে যথা জাগি, অকস্মাৎ সেইরূপ
উঠিল তুমুল ঝড় জগৎমণ্ডলে,—
ভীম শব্দে স্তব্ধ সব! জাগিল মানব!
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র বৈশ্য বা চণ্ডাল
হিন্দু মুসল্মান বৌদ্ধ পাঠান মোগল
খৃষ্টান বিষাণ ঘোর নিনাদি গম্ভীর,
টঙ্কারি কোদণ্ড, অসি আস্ফালি বিক্রমে,
বাজায়ে দুন্দুভি ভেরী তূরি ভয়ঙ্কর
সমর ভূষণ পরি মোহ পরিহরি
ধাইল উল্লাসে, যথা প্রভঞ্জন-বলে
সন্তাড়িত রত্নাকর তরঙ্গে তরঙ্গ
আঘাতি উন্মত্তভাবে আবর্ত্তে ঘুরিয়া
নিমগ্ন পাহাড়ে বায়ু বিপরীত দিকে
ধায় রোলে কোলাহলে! গভীর গর্জ্জনে
কামানে ছুটিল গোলা, ইরম্মদ যথা,
অনম্বর ধাঁধি; খেলে অসি, চন্দ্রহাস,
গরজে বন্দুক, গদা, শক্তি, শরজাল।
আকাশ ঢাকিল কোটি নেতের পতকা।
কোসা লয়ে জপতপ ত্যজিয়া তর্পণ
ধাইল ব্রাহ্মণ, যোগী, রুদ্র-জটাধারী।

ছুটিল ক্ষত্রিয়দল—দেবাসুর-ত্রাস।
আছিল নিষাদ জাতি—শিব-বংশোদ্ভব—
নিদ্রিত পর্ব্বত-গর্ভে, ধনুর্ব্বাণ লয়ে,
সবল সুদীর্ঘ দেহ, জটিল কুন্তল,
পাটল পিঙ্গল বর্ণ, ছুটিল উল্লাসে।
বসিয়া প্রেয়সী-পাশে প্রমোদউদ্যানে
প্রেম-সরোবর-তীরে পীরিতি-দর্পণে
নিরখিতেছিলা প্রিয়া-পঙ্কজ-আনন
বঙ্গীয় যুবক যথা, নাচিল সহসা
সেখানে কি মন্ত্রে তার হৃদয় জীবন ;—
ছিঁড়ি ফুলহার, ফেলি কুঙ্কুম কস্তূরী
ছুটিল উন্মত্তভাবে ; একান্ত যাতনা
অসহ্য হইলে যথা সংসার-বিরাগী
নিরীহপ্রকৃতি ধীর শিখযোগিদল
দমিতে যবনদলে—ফরকসিয়ারে—
হইল প্রতাপে দর্পে সাহস বিক্রমে
অদ্বিতীয় বীরজাতি, কুঞ্চিত কেশর
কেশরীর যাহে ; আজি ভীরু বঙ্গভূমি
খণ্ডিতে বিধির বাদ নাদিল উৎসাহে।
ছুটিল বিধবা বালা ষোড়শী রূপসী
বিধবা বাসরে, রক্তোৎপল জিনি আঁখি
শ্যামল কুন্তলভার পৃষ্ঠেতে লম্বিত,
সম্মার্জ্জনী করে! ত্যজি শয্যা, বল পাই

যেন, অম্লশূল রোগী ধাইল সবেগে;
যক্ষ্মাগ্রস্ত—কাশি কাশি উচ্ছ্বাসি শোণিত;
কুষ্ঠরোগী যষ্টি আকর্ষিয়া; মাতৃহীন
শিশু; পুত্রহীন মাতা, আকর্ষিত মহা
আকর্ষণে! কোলাহলে পূরিল অবনী।
কোনিদার ধ্বনি শুনি প্রমত্তের প্রায়
ধায় যথা লোক, আসিয়া মিলিল সবে
সত্যব্রত কল্কী যথা অয়স্কান্ত মণি।
দেখিলা বিস্ময়ে ইন্দ্র মানব প্রতাপ,—
সহস্র-নয়ন বৃষ্টি করিল অনল!

ইতি শ্রীঅদৃষ্টবিজয়ে কাব্যে আবাহনো নাম নবমঃ সর্গঃ।

দশম সর্গ।

বসিয়া বিষাদে তমঃপুঞ্জের মাঝারে
ঘোরতম, রসাতলে হেথা বলিরাজ
তেজঃপুঞ্জ অগ্নিসম, রাজসভা মাঝে
মণিময়। অমানিশা রজনীতে যেন
উদিত পূর্ণিমা-শশী; বসি চারিদিকে
ঘেরি নৃপবরে পাত্রমিত্র সভাসদ,
দানব-মণ্ডল, তেজে বীর্য্যে প্রভাকর,

দুর্দ্ধর্ষ সমরে, তারাপুঞ্জসম। বসি
অংশুমালী, বিশ্বজিৎ, প্রচণ্ড, কেশরী,
পুত্রগণ তাঁর, রূপে, বলে অতুলিত
তিন পুরে। বসি শুক্র গম্ভীর মূরতি
দৈত্যগুরু ; কি ভাবে সমরে সাজি সবে
অমরে করিবে জয় করিছে মন্ত্রণা
একমনে। চক্রপাণি—চক্রে চক্রপাণি—
অমাত্য রতন। আসি বিশ্বামিত্র ঋষি,
আশার আকাশে চারু ইন্দ্রধনু যথা,
উপনীত তথা। দেখি বলি ঋষিবরে
প্রণমি সুধিলা—"কি সংবাদ, তপোধন,
কহ ত্বরা করি ;—কিংবা যে কাজে আপনি
ব্রতী, সত্যব্রত, তাহা অসিদ্ধ কখন্ ?"
আশীষিয়া ঋষি—"মনস্কাম, দৈত্যপতি,
পূর্ণ তব। জানিলাম এতদিন পরে
হইবে ধর্ম্মের জয় ; দাসত্ব নিগড়
ছিঁড়ি জীব, নিজ রাজ্য শাসিবে আপনি।
সাজি রণে লয়ে সঙ্গে ভুবনবিজয়ী
দৈত্য অক্ষৌহিণী, যাও আর্য্যভূমে চলি
সমীরণ গতি। ঢালে যথা চলি চলি
প্রবাহিণী কুল স্রোত সাগর তরঙ্গে,
এ দৈত্য প্রবাহ, তব যোগবল স্রোত
নৃপবল সিন্ধুজলে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে

ঢাল গিয়া ; স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখিবে ডুবিবে।”
নীরবিলা ঋষিরাজ, মার্ত্তণ্ড যেমতি
মধ্যাহ্নে কৃষাণু ঢালি প্রসন্ন সায়াহ্নে।
চিন্তি কতক্ষণ বলি সুদীর্ঘ নিশ্বাস
ত্যজিয়া কহিলা—“হায়, ভগবন্! মম
ভাগ্য নিদারুণ অতি। বৃথা চেষ্টা তব—
বৃথা পরিশ্রম, মনসাধ পূরিবে না
মম। তুষানলে কলেবর জ্বলে যথা
দিবা বিভাবরী, গুমে গুমে প্রাণ মম
মনস্তাপে হবে দগ্ধ! না বুঝি প্রথমে
মজি মোহবশে বৃথা, আনন্দ প্রবাহে
ভাসায়েছি প্রাণ। করিয়াছি ত্রিভুবন
দান জনার্দ্দনে, নাহি অধিকার মম
যাইতে অবনীপরে! অদৃষ্ট কঠিন!
এই কি তোমার মনে ছিল অবশেষে?”
বিষাদে নিশ্বাসি বলি হইলা নীরব।
সুখদ শরতকালে সুনীল আকাশে
সুধাংশু মিলনে বিশ্ব আমোদিত যবে,
প্রমোদিত কুমুদিনী ; সহসা অম্বর
আবরিলে, ঢাকি চাঁদে, জলধর দল,
ডোবে সমুদায় যথা তিমির অর্ণবে ;
বিবাহ দিবসে কিংবা কন্যার আলয়ে
পুর-বধূ পুর-কন্যা প্রতিবেশীগণ

আনন্দে বাজায়ে শঙ্খ উলুধ্বনি দিয়া
সাজি মনোমত বস্ত্র রত্ন অলঙ্কারে,
মঙ্গলাচরণ করে যবে মহোল্লাসে,
মহোৎসবে পূর্ণ গৃহ; সহসা যদ্যপি
বর-মৃত্যু-বার্ত্তা আনি কহে কোন জন;—
শোকের সাগরে ডোবে সকলি যেমতি,
তেমনি বলির বাণী শুনিয়া সকলে
হইলা মলিন! কারো মুখে নাহি কথা;—
ধর্ম্মের মস্তকে করি চরণ প্রহার
কে পারে কহিতে "লও দত্তধন ফিরি?"
আপনি সচিবশ্রেষ্ঠ ধীর চক্রপাণি
তিরস্কৃত—পরাজিত—চিত্রপট প্রায়!
কতক্ষণ তীক্ষ্ন-বুদ্ধি নীরবে থাকিয়া
অধোমুখে শুক্রাচার্য্য, নখে লিখি মহী,
উঠিলা উল্লাসে হাসি; কঠিন প্রতিজ্ঞা
বহু পরিশ্রমে সাধি পরীক্ষার্থী যথা
পরীক্ষা-গম্ভীর-গৃহে। হাসিল উল্লাসে—
উষার হাসির সনে প্রকৃতি যেমতি,
দেখিয়া রবির ছবি অথবা নলিনী,
সভাস্থিত সকলের বদনমণ্ডল।
"ভগবন্!" দৈত্যরাজ সুধিলা বিনয়ে
প্রণমিয়া গুরুপদে—"হে ভবকাণ্ডারি!
পেয়েছ কি তরী কোন, যে তরী আরোহি

তরিব তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারিয়া
সঙ্কটসঙ্কুল তুঙ্গ-তরঙ্গ-রঙ্গিত
দুস্তর মানসসিন্ধু? তরণী-তনয়ে
করি তিরস্কৃত বাহি ত্রিলোক পুলকে
গোলকে আশ্রয় পাব?" আচার্য্য কহিলা—
"হাঁরে বৎস প্রাণাধিক! করি বন্ধ অন্ধ
যাদব নন্দন, বৎস! স্বর্ণদ্বার তব
বিধিমতে, এক ধারে সুরঙ্গ অদ্ভুত
আছে এক, ভ্রম ক্রমে নারিলা দেখিতে।
অনায়াসে তাহা দিয়া, মণি মধ্যে যথা
যায় সূত্র, যাবে মর্ত্ত্যে, পশিবে অমরা;
এবে চিন্তা পরিহর, আন মনঃশিলা।"
বলি মনঃশিলা লয়ে লাগিলা গঠিতে
যতনে প্রতিমা এক। দেখিতে লাগিলা
কৌতূহলাক্রান্ত চিতে সভাস্থ সকলে।
গঠিলা বামনমূর্ত্তি—যে মূর্ত্তি ধরিয়া
ছলিলা বলিরে কৃষ্ণ; জুড়িল আকাশ
একপদ, একপদ মানব-মেদিনী;
আবরি বলির শিরঃ লৌহের কিরীটে,
চুম্বক বসায়ে শেষ বামন চরণে
দিলা কলে বলি সনে সংযোজিত করি
শুক্র—গুরুকুলমণি! বলির মস্তকে
রহিল বামন-মূর্ত্তি, বামন মস্তকে

রহিল তরল বায়ু—যে বায়ু প্রভাবে
উড়ে ব্যোমযান। ব্রহ্মতেজে বিশ্বামিত্র
চমৎকৃত হয়ে দেখি বুদ্ধির প্রভাব
প্রশংসিয়া শতমুখে গুরুমহাশয়ে,
পড়ি মন্ত্র করিলেন জীবন প্রদান
প্রতিমা বামনে! লয়ে পদে দৈত্যরাজে
উড়িলা বামনদেব, উঠিলা অবনী,
ভেদি ধরাগর্ভ, ভেদি ধরাগর্ভ যথা
উঠে গর্জ্জি কালফণী। বাজিল গম্ভীর
আনন্দ বাজনা। সবিস্ময়ে পরাভব
মানি মনে মনে নিরখিলা নারায়ণ
থাকিয়া গোলকে বলী বলির উত্থান।
গভীর ভূধর গর্ভে প্রস্তরে বাধিয়া
প্রাবৃটে সলিল-স্রোত গর্জ্জন তর্জ্জনে
ঘুরে যবে আবর্ত্তনে, সে প্রস্তর যথা
অকস্মাৎ আসি অপসারিত করিলে
চীৎকারি ফুৎকারি ফেনা উদগারি বিক্রমে
প্রবল প্রবাহ ধায় ডুবাতে ধরণী;—
বিদারি মেদিনী-বক্ষ দশনে কামানে
উঠিল দানববৃন্দ হুঙ্কারি ঝঙ্কারি
টঙ্কারি কার্ম্মুক ঘোর ঘর্ঘর নির্ঘোষে,
বলির পশ্চাতে, শংখ বাজায়ে গম্ভীর,
নাচি হাসি, মদোন্মত্ত বসন্তে যেমতি

যূথপতি! মন্ত্র পড়ি অগ্নিকুণ্ডে যথা
দিলে ঘৃতাহুতি সর্প-যজ্ঞে রাশি রাশি
উর্দ্ধ ফণ ভুজঙ্গম গর্জ্জি তর্জ্জি বেগে
লাগিল পড়িতে, চতুর্দ্দিক হতে আসি
দানব মানব—শূদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়—
পুরুষ প্রকৃতি, উপনীত সাজি রণে,
ধরি ধনুর্ব্বাণ অসি, সম্বলনগরে।
হেথা উপনীত শক্র চক্রপাণি যথা
পদ্মালয়ে ছিলেন দেখিতে নরদৈত্য
রণ-সজ্জা। না কহিতে কথা শতক্রতু
কহিলা পুণ্ডরীকাক্ষ—"ত্যজ, সহস্রাক্ষ,
ক্রোধ তব, অপ্রকাশ মম পাশ নাই
মন তব। ত্যজ পাপচিন্তা শচীকান্ত;
নহি বাদী আমি, নন বাদী কিম্বা বিধি
তব প্রতি, সুরনিধি। তব অপমান
নহে করা সাধ মম; স্বর্গে মর্ত্ত্যে কিংবা
রসাতলে, কার সাধ্য করে অবহেলা
মরুত্বানে? নহি রুষ্ট স্বাধীন কল্পনা
ভাবি তব; কার সাধ নয় ভবধামে
স্বাধীন সতত নিত্য থাকে আখণ্ডল?—
নাহি সাধ পারিজাত তব, পুরন্দর,
হরি পুনর্ব্বার; কিংবা গোবর্দ্ধন গিরি
ধরি করে করি মরি লীলা খেলাছলে

গিয়া ব্রজে। এই বিশ্ব মম লীলাস্থল;—
যা ইচ্ছা, মঘবা, পারি করিতে সাধন!
পূজিবে না ভাব তুমি, হৃদয় তোমার
শোনে কই? বাহুবলে, নমুচি-সূদন,
কভু কি দেখেছ পূজা করিতে গ্রহণ
নারায়ণে? কিন্তু লোক না পূজি আমারে
থাকিবারে পারে কই? হতেছে তোমার
ব্রহ্মার পরম ব্রহ্ম এ ব্রহ্মে দেখিয়া
সম্পূর্ণ বিশ্বাস কিনা বলনা বাসব?
তব উচ্চতম শিরঃ মুকুট মণ্ডিত
অথবা অজ্ঞাতে কেন পড়িছে নমিয়া?
ব'স ইন্দ্র, মনে কভু ভেবনা স্বপনে,
বাসবের অপমান কেশব করিবে
কোন কালে। পরিহর ভিন্নভাব যত
ক্লেশকর। করিয়াছি যে বিধি-বন্ধন
অবশ্য মানিবে সবে; নাহি বজ্রধরে
পূজি, চক্রধর-পদে পাবে না আশ্রয়।"
এত কহি করে ধরি বসাইলা পাশে
বাসবে কেশব। বাক্যহীন সুনাসীর,—
এমনি গাম্ভীর্য্য তেজঃ জগৎ পতির!
এসেছিলা যা ভাবিয়া মহাদম্ভ করি,
মিশাইল সে ভাবনা অন্তরে আপন,
দম্ভহারী হরি-দম্ভে সে দম্ভ মিশিল;

নশ্বর সমরে শর-অমোঘ-সন্ধানে
প্রাণশূন্য বৈকর্ত্তন ধূলাশায়ী হলে
ভাস্করে ভাস্কর-কর বিলীন যেমতি।
কহিলা—"তবে কি, দেব, দানব দুর্ম্মতি
দেবগর্ব্ব খর্ব্ব করি নির্ম্মল হৃদয়ে
আঁকিবে সে পদরেখা? কেন এ করিলে
দেবের সৃজন তবে, দেবকীনন্দন,
কহ বৃথা? নর যদি অমরের করে
এ লাঞ্ছনা, শ্রীবৎসলাঞ্ছন! বিশ্বে আর
আরাধিবে দেবে কেবা?" নিশ্বাসি বিষাদে
নীরবিলা স্বরীশ্বর; হাসিয়া সুস্বরে
উত্তরিলা বিশ্বম্ভর—"সত্যই মানব,
ভেবেছ কি, পুরুহূত! অদৃষ্ট-বিজয়ী
হইবে অমরে দলি? ভীষণ কল্পনা!
যোগবলে লোক, ইন্দ্র, নীরোগ হইয়া
হইবে অমর তুল্য, পবিত্র নির্ম্মল,
যোগেতে লভিবে মোক্ষ জিনি দেবতায়,
বিধাতার এই বিধি, হে মেঘবাহন,
কহিনু তোমারে। তপ জপে হয়ে তুষ্ট
জিষ্ণু বিষ্ণু কি অদৃষ্ট করিবে প্রদান
মনোমত বর, এই বিধির বিধান।"
নীরব গোবিন্দ। তুষ্ট হয়ে অরিন্দম
বন্দিয়া পদারবিন্দ গেলা পুরন্দর।

সম্বলনগরে হেথা মহামহোৎসব ।
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ রাজেন্দ্রনন্দন,—
পুরোহিত বিশ্বামিত্র, সুবিজ্ঞ মাধব
হোতা, ব্রহ্মা শুক্রাচার্য্য, সদস্য শঙ্কর,
তন্ত্রধার চক্রপাণি—বুধ-বংশ-রবি ।
সম্বৎসর-ব্যাপী যজ্ঞ । দেশে দেশে হেথা
জাগ্রতে নিদ্রিত জীব-হৃদয়ে অনল
জ্বালিতে বীরেন্দ্র বৃন্দ বাগ্মী বিচক্ষণ,
লাগিলা ভ্রমিতে ; বঙ্গে বিষ্ণুশর্ম্মা মুখো,
মুখে যাঁর স্বরস্বতী বর্ত্তমান সদা,
দক্ষিণে মাধব রাও ; বীরেন্দ্র কেশরী
বীরসিংহ মধ্যদেশে—রাজপুতানায় ;
পঞ্জাবে গোবিন্দ সিংহ ; মেধি আলিখাঁন
নবাব কোশলে ; মহাবীর্য্য জর্জ্জ রোমে ;
রুষো, পেন, মিল কত জর্ম্মনী বৃটনে ।
প্রবল প্রবাহরূপে আন্দোলিয়া ভব
কল্লোল হিল্লোলে দুলি জুটিল আসিয়া
ক্রমে ক্রমে নানা দেশ নানা রাজ্য হতে
সম্বল নগরে যত বীর ধনুর্দ্ধর ।

যজ্ঞ সাঙ্গে যজ্ঞ-ফোঁটা পরিয়া ললাটে
বিভূতি লেপিয়া অঙ্গে, যথা মেঘনাদ
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ অন্তে, নাদি সেই মত
ত্রিলোক-বিজয়ী-বেশে আরোহি স্যন্দন

সুখে চতুরঙ্গ দল—পঙ্গপাল যথা—
মথিতে ত্রিদশসিন্ধু উড়িবে অম্বরে,—
মেঘেতে বিজলী ঢালি। সম্বৎসর পরে
পূর্ণ হল মহাযজ্ঞ, মৃগমেষ ছাগ
লক্ষ লক্ষ হল বলি, করিল ভক্ষণ
সুধাসহ বীরদল সে মাংস বিমল।
প্রথম বৈশাখ আজ, নূতন বৎসর;
শুভদিন, শুভক্ষণ, একে একে গণি
বিশ্বামিত্র, শুক্রাচার্য্য, বুধ কত আর
করিলা নির্ণয়। দাঁড়াইল সারি সারি
আরোহি পুষ্পকসম সুন্দর স্যন্দন।
দানব মানব, বৃদ্ধ যুবক যুবতী,
খ্রীষ্টান পোপীস, গ্রীক, হিন্দু, মুসল্মান,
রথ, রথী, সাদী, শূলী, প্রক্ষ্বেড়নধারী;
দাঁড়াইলা শ্রেণীবদ্ধ বাদ্যকর যত;
দাঁড়াইল সবে সূর্য্য গোলাকৃতি রূপে,
মধ্যেতে দাঁড়ায়ে রাজরাজেন্দ্র-কুমার
স্থিরনেত্রে নিরখিলা বারেক সকলে
আন্দোলিত প্রাণে। বামভাগে বরাঙ্গিণী
দৈত্যবিঘাতিনী রূপে হাসিলা উল্লাসে।
সভয়ে দেখিলা দিবে সৈন্য সমাবেশ
দেবতা মণ্ডল—ইন্দ্র। দেখি কতক্ষণ
গম্ভীরে গম্ভীর শঙ্খে দিলেন ফুৎকার।

অমনি গর্জ্জিল শঙ্খ লক্ষ লক্ষ কোটি
এককালে ; মধুমাসে গম্ভীর গহনে
গম্ভীর গম্ভীরবেদী মাতঙ্গ নির্ঘোষ,
একসঙ্গে কিংবা লক্ষ অশনি সম্পাত,—
উঠিল নিনাদ। তরুলতা জলস্থল
বাধি সে ভীষণ ধ্বনি ভূধর অম্বরে
সমুত্থিত প্রতিধ্বনি সপ্ত স্বর্গভেদী।
আবার নীরব সব। আবার উঠিল
সমর দুন্দুভি রব। আবার নীরব।
নাদিল জগৎভেদী তূর্য্য তিনবার।
প্রাচীনা রমণী বেশে ক্ষীরাব্ধি নন্দিনী
যুবতী ভারতীসঙ্গে বরষিয়া লাজা
করিলা বন্দনা ; দিলা ভালে দধি ফোঁটা।
চর্চ্চিলা চন্দন চারু অনঙ্গ মোহিনী ;
বন্দিলা বলিরে আর ধনুর্দ্ধরে যত।
আবার বাজিল কম্বু অম্বুরাশি নাদে ;
আরোহিয়া ইরম্মদে—সুদিব্য স্যন্দন—
উড়িলা অম্বরে কল্কী ; বামন প্রতিমা
উড়িল বলিরে লয়ে ; আর রথ যত ;
উড়ে চূড়ে স্বর্ণধ্বজা ! ঝাঁকে ঝাঁকে যেন
আবরিল অনশ্বর কলম্বক কুল ;
অথবা সারসপুঞ্জ ; পূর্ব্বেতে অথবা
পরশে ত্রিদিব-গঙ্গা-তরঙ্গ আবলী

আনিলা মায়েরে যবে সাধি যোগবলে
মর্ত্ত্যভূমে ভগীরথ মুক্তিলাভ করি
চতুর্ভুজ রূপধরি অপূর্ব্ব উজ্জ্বল
সুরঙ্গে স্যন্দন রাজি আনন্দে আরোহি
গঙ্গা গঙ্গা বলি চলি যাইলা যেমতি
পতিত সাগরগণ! দেখিলা বিস্ময়ে
ধরাতল বাসী লোক ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহি
সমরী স্যন্দনপুঞ্জ লাগিল উঠিতে
ক্রমে দূর শূন্যপরে; শুনিলা মধুর
মধুর মধুর বাদ্য বাজিছে অম্বরে!

ইতি শ্রীঅদৃষ্টবিজয়ে কাব্যে রণযাত্রা নাম
দশমঃ সর্গঃ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

ভ্রম সংশোধন।

পত্র	পঁক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪	৮	অকালে	যথাকাল
৩৫	১	ভায়ে	ভাসায়ে
৩৬	২০	ধ্যানকরি	ধ্যানধরি
৫১	১	পালইতি	পলাইত
৫২	১৮	সম্ভবকারণ	সম্ভব কখন
১০৩	১৪	করিব	কবির